কিশোর ক্লাসিক
সেবা প্রকাশনী
শ্যামল
দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন
রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

কিশোর ক্লাসিক

দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন

ই. নেসবিট

ভাষান্তর:

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

লেখক পরিচিতি

এডিথ নেসবিটের জন্ম ইংল্যান্ডে, ১৮৫৮ সালে। ছোট-বড় সবার জন্যে অনেক উপন্যাস লিখেছেন তিনি। কবি হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

খুবই ডানপিটে আর দুষ্টু মেয়ে ছিলেন তিনি ছেলেবেলায়। অনেক ভাইবোনের মাঝে বড় হয়েছিলেন বলে তাদের সবার স্বভাব-চরিত্র ও বিচিত্র, দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড গভীরভাবে লক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেসবের প্রাণবন্ত বর্ণনা সুন্দর ভাবে আনতে পেরেছিলেন তাঁর উপন্যাসগুলোতে।

যে-সব খোকা-খুকুর জন্যে তিনি এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন তাদের মধ্যে যে দুচারজন বেঁচে আছে, তাদের বয়স এখন একশো পাঁচ বছর।

সে-যুগের ছেলেমেয়েরা যে গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে এ-বই পড়েছিল, আজ তোমরাও যদি তেমনি মজা পাও, তেমনি ভাল লাগে, তাহলে বুঝতে পারবে কেন এ-কাহিনী ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে।

'দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন' ছাড়াও তাঁর 'থারটীন ওয়েজ হোম', 'দ্য উড-বি-গুড্স্', 'ওয়েট ম্যাজিক', 'ফাইভ চিলড্রেন অ্যান্ড ইট' ইত্যাদি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

ইংল্যান্ডের ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন এডিথ নেসবিট। আজীবন বন্ধু ছিলেন লেখক জর্জ বার্নার্ড শ ও এইচ জি ওয়েলসের।

১৯২৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

ত্রিশ টাকা

ISBN 984 - 16 - 1365 - 4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

THE RAILWAY CHILDREN
By: E. Nesbit
Trans by: Qazi Anwar Husain

দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন

এক

প্রথমেই বলে রাখি, ওরা কিন্তু রেল-শিশু নয়। মাঝে-মধ্যে মাসকেলাইন, কুক, বা প্যান্টোমাইম, জুলজিকাল গার্ডেন, কিংবা মাদাম তুশো দেখতে যাওয়ার সময় রেলে চড়েছে—ব্যস এই পর্যন্তই। আসলে সচ্ছল বাবা-মার সুখী সংসারে বেড়ে ওঠা শহুরে ছেলেমেয়ে ওরা। চমৎকার লাল ইঁটের বাড়িতে থাকত। সামনের রঙিন কাঁচের দরজা পেরিয়ে টালি বসানো প্যাসেজ, বাথরুমে ঠাণ্ডা-গরম দু'রকম পানির ব্যবস্থা, ইলেকট্রিক বেল, ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, ধবধবে সাদা পেইন্ট করা ঘরের দেয়াল—মোটকথা স্বাচ্ছন্দ্যের সব উপকরণই ছিল ওদের বাড়িতে।

তিনজন ছিল ওরা। দুই বোন, এক ভাই। সবার বড় রবার্টা, মেয়ে, মায়ের কলজের টুকরো, ডাক নাম ববি। তার পরেরটা ছেলে, পিটার, বড় হয়ে এঞ্জিনিয়ার হতে চায়। আর সবার ছোট ফিলিস, সকলের ভাল করতে চায়।

মা পাড়া বেড়িয়ে, বোকা গিন্নীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে বা সেজেগুজে নিজের বাসায় তাদের অপেক্ষায় বসে থেকে সময় নষ্ট করত না। বাসাতেই থাকত, ছেলেমেয়েদের সঙ্গ দেয়ার জন্যে বা তাদের সঙ্গে খেলার জন্যে, কিছু পড়ে শোনাবার জন্যে, হোমটাস্কে সাহায্য করবার জন্যে সদা প্রস্তুত। প্রায়ই মজার মজার গল্প-কবিতা লিখে বিকেলে নাস্তার পর পড়ে শোনাত সবাইকে। বড় বড় ঘটনা,

যেমন, কারও জন্মদিন, খেলার ঘরটা নতুন করে সাজানো, কারও মাম্পস্ থেকে সেরে ওঠা, কিংবা বিড়ালের নতুন বাচ্চাগুলোর নাম রাখার অনুষ্ঠান, এইসব উপলক্ষে একটা করে মজার কবিতা বেরিয়ে আসত মার হাত দিয়ে, আর তা শুনে সবাই ফেটে পড়ত অট্টহাসিতে।

তিন ভাই-বোন যখন যা দরকার পেয়েছে: সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড়-জুতো, খেলাঘর ভর্তি হরেকরকম খেলনা, অভাব ছিল না কিছুরই। হাসি-খুশি একজন নার্স-মেইড ছিল, জেম্‌স্ নামের একটা কুকুর ছিল। আর, হ্যাঁ, বাবাও ছিল একজন; খোশমেজাজী, ছুটির দিনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে রাজি, শুধু রাজি কেন, খেলতে গিয়ে ওদের চেয়ে কম আনন্দ পেত না বাবা।

বুঝতেই পারছ, বড় সুখে ছিল ওরা। সত্যিই সুখে ছিল, কিন্তু ওরা জানত না কতটা সুখে আছে—টের পেল, যখন শহরের এই 'এজকোম ভিলা' ছেড়ে চলে যেতে হলো ওদের, বাধ্য হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবন যাপন করতে।

হঠাৎ করেই এল সেই ভয়ঙ্কর পরিবর্তন।

দশম জন্মদিনে অনেক উপহারের সঙ্গে একটা মডেল রেল-এঞ্জিন পেয়েছে পিটার; এতই সুন্দর যে বিশ্বাস হয় না খেলনা—মনে হয় বহুদূর থেকে দেখা সত্যিকার এঞ্জিন। অন্যান্য উপহারগুলোও ভাল, কিন্তু এটা একেবারে ভালর চেয়েও ভাল।

এই ভালর আয়ু শেষ হলো ঠিক তিন দিন পর। পিটারের অভিজ্ঞতার অভাবেই হোক, আর ফিলিসের অতি যত্নের কারণেই হোক, অথবা অন্য কোনও কারণে—বিকট এক আওয়াজ করে বিকল হয়ে গেল এঞ্জিন। কুকুর, জেম্‌স্, এমনই ভয় পেল যে পালিয়ে গেল বাড়ি থেকে, সারাদিন আর ফিরল না। পেছনের বগিতে হজরত নূহের নৌকায় উঠবে বলে যাত্রী যারা ছিল, ভেঙে

টুকরো-টুকরো হয়ে গেল সব; আর কিছু তেমন চোট খায়নি, শুধু এঞ্জিন আর পিটারের হৃদয় ছাড়া। অন্য দুজন জানাল পিটার কেঁদে ফেলেছিল, কিন্তু যেহেতু দশ বছরের ছেলেদের কাঁদতে নেই, ওরা বড় হয়ে গেছে, ও স্বীকার করল না কথাটা, বলল ঠাণ্ডা লেগেছে বলেই অমন লাল দেখাচ্ছে চোখ দুটো। কথাটা সত্যি প্রমাণ করবার জন্যেই সম্ভবত পরদিন সত্যিসত্যিই ঠাণ্ডা লেগে গেল ওর, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। কিন্তু দুদিন পরেই হঠাৎ উঠে বসল বিছানায়।

'পরিজ, বার্লি আর দুধ-রুটি আমার দু'চোখের বিষ! আর না, সত্যিকার খাবার কিছু থাকলে আনো, নইলে এই খাওয়া ছাড়লাম।'

'কি খেতে চাও, বলো,' মা জিজ্ঞেস করল।

'কবুতরের রোস্ট,' বলল পিটার, 'বড় একটুকরো কবুতরের রোস্ট। মস্ত বড়।'

বাবুর্চিকে কবুতরের রোস্ট বানাতে বলল মা। সেই রোস্ট খেয়ে সেরে উঠল পিটার। আর মা-ও একটা পদ্য লিখে ফেলল এই উপলক্ষে। রেল-এঞ্জিন ভাঙা থেকে পিটারের কবুতরের রোস্ট খেয়ে সেরে ওঠা পর্যন্ত সব কিছুর বর্ণনা থাকল তাতে।

তিন-চারদিন হলো বাবা শহরের বাইরে কাজে গেছে। এঞ্জিনটা মেরামতের ব্যাপারে বাবার মুখ চেয়ে বসে আছে পিটার। কারণ, বাবা সব পারে। যে-কোনও কিছু নষ্ট হলে নিয়ে যাও, ঠিক করে দেবে। কাঠের দোলনা-ঘোড়াটার চিকিৎসা তো বাবাই করে। একবার যখন ছুতোর মিস্ত্রী পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিল, বাবা অনেক পরিশ্রম করে ওটার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। ফিলিসের পুতুলটার খাটিয়া যখন ভেঙে পড়ল, এক ছুটির দিন পুরো আধ বেলা খেটে খুটে ঠিক করে দিয়েছিল বাবা। আর একবার নূহের কিস্তির অনেকগুলো

জন্তুকে রক্ষা করেছিল কয়েকটা কাঠের টুকরো, পেরেক আর আঠা দিয়ে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে পিটার, বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসেছে বাবা, কিন্তু এঞ্জিন সম্পর্কে টুঁ শব্দটিও করেনি ও বাবা ডিনার শেষে একটা সিগার জ্বেলে আরাম করে না বসা পর্যন্ত। আইডিয়াটা মায়ের, কিন্তু একে কাজে পরিণত করতে পিটার বেচারীকে অসীম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়েছে।

বাবা চুরুটে বার কয়েক টান দেয়ার পর মা বলল, 'এতক্ষণে বলা যায়, কি বলো? শোনো, ববির বাবা, এক ভয়ানক রেল দুর্ঘটনার ব্যাপারে তোমার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের দরকার।'

'বেশ তো,' মাথা ঝাঁকাল বাবা, 'বলে ফেলো।'

দুঃখের কাহিনীটা শোনাল পিটার, তারপর বিধ্বস্ত এঞ্জিনটা এনে তুলে দিল বাবার হাতে। বাবা ওটাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে এদিক থেকে ওদিক থেকে পর্যবেক্ষণ করল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'হুঁম!'

ছেলেমেয়েরা রায় শোনার জন্যে দম আটকে ফেলেছে।

'কোনও আশাই কি নেই?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল পিটার।

'আশা? কী বলো! অনেক আশা আছে,' খোশমেজাজে বলল বাবা। 'তবে শুধু আশায় কাজ হবে না—ঝালা দিতে হবে কয়েক জায়গায়, আর একটা নতুন ভাল্‌ভ্ লাগবে। আমার মনে হয় এখন রেখে দিয়ে আগামী শনিবার দুপুরে কাজটা ধরতে পারি আমরা। কি বলো? তবে আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমাদের সবার।'

'মেয়েরা কী সাহায্য করবে এঞ্জিন মেরামতের কাজে?' পিটার সন্দেহ প্রকাশ করল।

'নিশ্চয়ই পারবে। মেয়েরা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে মাথায়; ছেলেদের

চেয়ে কম তো নয়ই, কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বেশি। তুমি কি বলো, ফিল্, এঞ্জিন ড্রাইভার হতে কেমন লাগবে তোমার?'

'ছাই-টাই লেগে বিচ্ছিরি হয়ে যাবে না আমার মুখ?' কোনও আগ্রহ নেই ফিলিসের কণ্ঠস্বরে, বলল, 'তাছাড়া যদি কিছু ভেঙে-টেঙে ফেলি?'

'আমার খুব ভাল লাগবে,' বলল ববি। 'আমি বড় হলে এঞ্জিন ড্রাইভার হতে পারব, বাবা? কিংবা একজন কয়লাওয়ালা?'

'ফায়ারম্যানের কথা বলছ তুমি,' এঞ্জিনটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল বাবা। 'বেশ তো, বড় হয়েও যদি তোমার এই ইচ্ছে বজায় থাকে, আমরা চেষ্টা করে দেখব তোমাকে একজন ফায়ারউওম্যান বানানো যায় কিনা। আমি যখন ছোট ছিলাম...'

এই পর্যন্ত বলতেই সদর দরজায় টোকা পড়ল জোরে।

'এহ্-হে, কে এল আবার!' বিরক্ত হলো বাবা। 'লোকে বলে: একজন ইংরেজের বাড়ি হচ্ছে তার দুর্গ। সত্যিই যদি তাই হত—চারপাশে পরিখা থাকত, ড্রব্রিজটা তুলে নিলেই নিশ্চিন্ত!'

কাজের মেয়ে রুথ এসে জানাল দুজন ভদ্রলোক দেখা করতে চায় বাবার সঙ্গে।

'লাইব্রেরীতে বসিয়েছি, স্যার,' একমাথা লাল চুল নেড়ে বলল রুথ।

'চাঁদা চাইতে এসেছে বোধহয়,' বলল মা, 'জমজমাট আসরটা দিল নষ্ট করে! একটু তাড়াতাড়ি বিদেয় করো, বাচ্চাদের ঘুমের সময় হয়ে এসেছে।'

কিন্তু দেখা গেল, ওদের তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে পারছে না বাবা।

'ইশ্‌শ্‌!' বলল ববি, 'সত্যিই যদি আমাদের পরিখা আর ড্রব্রিজ থাকত! ওটা তুলে নিলেই আর কেউ ঢুকতে পারত না ভেতরে।

লোকগুলো আর কিছুক্ষণ থাকলে বাবা হয়তো ভুলেই যাবে কি হয়েছিল ছোট থাকতে।'

ছেলেমেয়েদের অস্থিরতা দূর করবার জন্যে সবুজ চোখের এক রাজকন্যের গল্প শুরু করল মা। কিন্তু জমছে না, কারণ লাইব্রেরীতে গলার আওয়াজ বাড়ছে। বাবার গলা কেমন যেন অন্যরকম লাগছে, সাধারণত চাঁদা চাইতে আসা লোকের সঙ্গে যে স্বরে কথা বলে সে রকম নয়।

এমনি সময় লাইব্রেরীর বেল বেজে উঠল, সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'যাচ্ছে এতক্ষণে,' বলল ফিলিস, 'রুথকে ডাকছে বাবা ওদের রাস্তা দেখাতে।'

কিন্তু না, রুথ এসে ঢুকল এ-ঘরে, চেহারা কেমন যেন ফ্যাকাসে।

'ম্যা'ম, সাহেব ডাকছেন আপনাকে,' বলল সে, 'কেমন যেন মড়ার মত লাগছে ওনাকে; মনে হয় খুব খারাপ সংবাদ। মনটা শক্ত করে নিন, ম্যা'ম, হয়তো পরিবারের কারও মৃত্যুসংবাদ, কিংবা ব্যাঙ্ক ফেল মেরেছে, অথবা...'

'হয়েছে, রুথ,' শান্ত কণ্ঠে বলল মা, 'তুমি যাও এখন।'

লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকল মা। আরও কথাবার্তা। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার বেল বাজল। রুথ গিয়ে একটা গাড়ি ডেকে আনল। জুতোর শব্দ শোনা গেল, বেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা চলে যেতেই বন্ধ হয়ে গেল সামনের দরজা। তারপর মা এল। ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে মার মুখ, চোখ দুটো আরও বড় দেখাচ্ছে, কেমন চকচক করছে, ঠোঁট দুটো চেপে রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে।

'ঘুমাতে যাওয়ার সময় হয়েছে,' বলল মা। 'রুথ তোমাদের বিছানায় তুলে দেবে।'

'কিন্তু তুমি না বলেছিলে, মা, আজ বাবা এসেছে বলে আমরা দেরি করে ঘুমাব?' আপত্তি তুলল ফিলিস।

'তোমাদের বাবাকে ডেকে নেয়া হয়েছে—বিশেষ কাজে,' বলল মা। 'যাও, এক্ষুণি শুতে যাও সবাই।'

মাকে চুমো দিয়ে চলে গেল ওরা। ববি একটু দেরি করল মাকে জড়িয়ে ধরার ছুতোয়। ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, 'কোনও খারাপ খবর, মা? কেউ মারা গেছে, অথবা...'

'না, কেউ মারা যায়নি,' বলে রবার্টাকে ঠেলে সরিয়ে দিল মা। 'আজ তোমাকে কিছুই বলতে পারছি না, সোনামণি। যাও তো, লক্ষ্মী, যাও এখন।'

ওদের চুল আঁচড়ে দিল রুথ, জামা ছাড়তে সাহায্য করল। এ-কাজ সব সময় মা নিজ হাতে করে। বাতি নিভিয়ে ওদের ঘর থেকে বেরিয়েই রুথ দেখল হাফ-প্যান্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিটার।

'আচ্ছা, বলো তো, রুথ, কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমাকে কিচ্ছু জিজ্ঞেস কোরো না তো, আমি মিথ্যা বলতে পারব না,' লাল চুলো রুথ মুখ ঝামটা দিল। 'দুদিন পর সবই জানতে পারবে!' বলেই দুদ্দাড় করে নেমে গেল নিচে।

অনেক রাতে ঘরে এল মা, চুমো খেল ঘুমন্ত বাচ্চাদের গালে। ববি জেগে গেল এতে, কিন্তু কিছু না বলে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকল। অন্ধকারে ফোঁপানির শব্দ শুনে মনে মনে ভাবল: কেন কাঁদছে মা যদি আমাদের জানতে দিতে না চায়, আমাদের জানতে চাওয়া উচিত নয়।

পরদিন সকালে ওরা নাস্তা খেতে নেমে দেখল মা বেরিয়ে গেছে।

'লন্ডনে গেছে,' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রুথ।

‘খারাপ কিছু একটা ঘটেছে মনে হয়,’ ডিমের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল পিটার, ‘গতরাতে রুথ বলল দুদিন পর সবই নাকি জানতে পারব।’

‘ওকে জিজ্ঞেস করতে গেছিলে তুমি?’ বলল রবার্টা।

‘হ্যাঁ, গেছিলাম!’ রেগে গেল পিটার। ‘মা’র মন খারাপ দেখেও কিচ্ছু কেয়ার না করে তোমরা ঘুমাতে যেতে পারো, কিন্তু আমি পারি না, তাই।’

‘মা যে-কথা আমাদেরকে বলছে না, সে-কথা চাকরবাকরের কাছে জানতে চাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি না,’ বলল রবার্টা।

‘তুমি তো খুব ভাল, তাই। আরও কিছু লেকচার দেয়ার থাকলে বলো, শুনি।’

‘আমি ভাল না,’ এতক্ষণে মুখ খুলল ফিলিস, ‘কিন্তু আমার ধারণা ববিই ঠিক বলেছে।’

‘তা তো বটেই। সব সময়েই ঠিক বলে,’ বলল পিটার, ‘অন্তত ওর তাই ধারণা।’

‘আহ্, থামো তো!’ চেঁচিয়ে উঠল ববি চামচ নামিয়ে রেখে। ‘নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার সময় এটা নয়। আমার মন বলছে, ভয়ানক কোনও বিপদ ঘটতে চলেছে। আমাদের এখন ঠিক থাকতে হবে।’

‘কে শুরু করল, শুনি?’ বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল পিটার।

চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিল ববি। ‘মনে হচ্ছে আমিই করেছি, তবে…’

‘কথাটা মনে রেখো,’ বিজয়ীর হাসি হেসে বলল পিটার। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার সময় বড় বোনের পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, ‘কিছু মনে কোরো না।’

বেলা একটায় ফিরে এল ছেলেমেয়েরা, দুপুরের খাবার খেল,

কিন্তু মায়ের দেখা নেই। বিকেলে চা খাওয়ার সময়ও ফিরল না মা। এমন কোনদিন হয় না।

সন্ধে সাতটায় বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ফিরল মা, এতই ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছে যে কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। একটা আর্মচেয়ারে বসতেই ফিলিস মার হ্যাট থেকে লম্বা পিনগুলো খুলে নিল, ববি খুলে দিল হাতের গ্লাভ্‌স্‌, আর পিটার পা থেকে জুতো খুলে মা'র নরম রেশমি স্লিপার এনে দিল।

এক কাপ চা খেয়ে মা একটু সুস্থির হতেই ববি তার মাথা-ব্যথার কথা শুনে কপালে ও-ডি-কলোন মাখিয়ে দিল। মা বলল, 'শোনো, সোনামণিরা, তোমাদের কয়েকটা কথা বলব। কাল রাতের ওই লোকগুলো খুব খারাপ সংবাদই এনেছিল। তোমাদের বাবাকে এখন বেশ অনেক দিন দূরে থাকতে হবে। এসব ব্যাপারে আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। আমি চাই তোমরা আমাকে সাহায্য করো, এমন ভাবে চলো, যেন আমার ওপর আরও চাপ না পড়ে।'

মা'র একটা হাত নিয়ে নিজের গালে চেপে ধরল ববি, বলল, 'আমরা সেভাবেই তো চলি, মা।'

'সাহায্য মানে, আমি যখন বাসায় থাকব না, কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি না করা,'—অপরাধী দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাইল ববি ও পিটার—'সব সময় মিলেমিশে ভাল হয়ে চলা। বেশ কিছুদিন এখন আমার বাইরে বাইরে থাকতে হবে।'

'আমরা ঝগড়া করব না,' প্রতিজ্ঞা নিল সবাই।

'এবার আর একটা কথা, এই দুঃসংবাদটা কিসের তা নিয়ে আমাকে বা আর কাউকে কোনও প্রশ্ন করবে না তোমরা কেউ।'

অস্বস্তি দেখা দিল পিটারের চোখেমুখে। জুতো ঘষল কার্পেটে।

'তাহলে তোমরা এ ব্যাপারেও কথা দিচ্ছ?'

'মা, আমি রুথকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছি,' বলে উঠল পিটার।

'ভুল করেছি, আমি দুঃখিত। আর কখনও হবে না।'

'ও কি উত্তর দিল?'

'ও বলল: দু'দিন পর নাকি সবই জানতে পারব।'

'এসব কথা তোমাদের জানার কোনও দরকার নেই,' বলল মা। 'এটা বড়দের ব্যাপার, বড়দের অফিসের ব্যাপার। বলো, অফিস-আদালতের কিছু বোঝো তোমরা?'

'না,' মাথা নাড়ল ববি, 'এটা কি সরকারী কোনও ব্যাপার?' ও জানে, বাবা একজন সরকারী কর্মকর্তা।

'হ্যাঁ। এবার, সোনাপাখিরা, শুতে যাও,' বলল মা। 'এসব নিয়ে কিচ্ছু ভেবো না তোমরা। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাহলে তুমিও কিচ্ছু ভেবো না, মা,' বলল ছোট্ট ফিলিস, 'আমরা সবাই ভাল হয়ে চলব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মা, চুমু দিয়ে বিদায় করে দিল ওদের।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে পিটার বলল, 'কাল সকাল থেকেই আমরা ভাল হয়ে যাব।'

'এখন থেকেই নয় কেন?' বলল রবার্টা।

'কারণ এখন ভাল হওয়ার কিছুই নেই; বুঝলে, বুদ্ধু?' জবাব দিল পিটার।

'গালাগালি না করে আমরা এখন থেকেই ভাল সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করতে পারি,' বলল ফিলিস গম্ভীর ভাবে।

'কে গাল দিচ্ছে?' চোখ পাকাল পিটার। 'ববি জানে, যখন বুদ্ধু বলি, আমি খারাপ কিছুই বোঝাই না; ওটা ওকে ববি বলে ডাকার মতই, একই অর্থে বলি।'

'তার মানে?'

'না, তোমরা খারাপ মানে কোরো না। ওটা হচ্ছে—কি যেন বলে বাবা?—ঘনিষ্ঠজনের আদরের ডাক। আচ্ছা, চলি, গুড নাইট।'

মেয়েরা কাপড় ছেড়ে বিশেষ যত্নে সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখল, এভাবেই ভাল হয়ে চলা শুরু হলো ওদের।

ফিলিস বলল, 'তুমি না বলতে, সব একঘেয়ে লাগছে; কিচ্ছু ঘটছে না—গল্পের বইয়ে কত কি ঘটে মানুষের জীবনে, আমাদের জীবনটা একেবারেই বৈচিত্র্যহীন। এবার কিছু একটা ঘটল।'

'আমি এমন কিছু কখনও চাইনি যার ফলে মা'র কষ্ট হবে,' বলল ববি। 'সবকিছু এমন জঘন্য লাগছে না!'

পরের কয়েকটা সপ্তাহ ধরে চলল এই জঘন্য অবস্থা। বাইরে বাইরে থাকে মা। খাবার-দাবারও বাজে, নোংরা। কাজের লোক একজনকে ছাড়িয়ে দেয়া হলো। এমা আন্টি বেড়াতে এলেন কিছুদিনের জন্যে। মা'র চেয়ে বয়সে অনেক বড় এমা আন্টি, গভর্নেসের চাকরি নিয়ে বিদেশ যাচ্ছেন। নিজের কাপড় তৈরিতেই ব্যস্ত থাকেন তিনি সারাক্ষণ, পোশাকগুলোও কেমন বিদঘুটে, সেকেলে। দিনরাত চলছে সেলাই-মেশিন খর-খর-খর। আন্টির মেজাজ কড়া, বাচ্চাদের আদর করার চেয়ে শাসন করাই বেশি পছন্দ তাঁর। ফলে ধারে-কাছে ভেড়ে না ওরা কেউ, পালিয়ে থাকে নিরাপদ দূরত্বে। বরং কাজের লোকের সাহচর্য ওদের কাছে বেশি কাম্য। মেজাজ ভাল থাকলে বাবুর্চি হাসির গান শোনায়, আর চাকরানীটা কোনও কারণে ওদের ওপর রেগে না থাকলে সদ্য ডিম পাড়া মুরগির ডাক, শ্যাম্পেনের বোতল খোলার আওয়াজ, দুই বেড়ালের ঝগড়া—এসব অনুকরণ করে শোনায়। ওরা কেউ কখনও বলে না সেদিন সেই লোক দুজন বাবার জন্যে কী দুঃসংবাদ বয়ে এনেছিল। তবে আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে ছাড়ে না যে ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই বলতে পারে ওরা—ব্যাপারটা মোটেও স্বস্তিকর নয়।

একদিন বাথরুমের দরজায় বুবি-ট্র্যাপ পেতে চমকে দিল পিটার

লালচুলো রুথকে। রেগে গিয়ে দৌড়ে ওকে ধরে দুই কানে ঘুসি মারল সে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করল, 'খারাবি আছে তোর কপালে, বদমাইশ ছোকরা কোথাকার! ভাল হয়ে যা, নইলে যেখানে তোর বাপ গেছে, সেইখানে যেতে হবে—এই বলে দিচ্ছি!'

মা ফিরতেই সব বলে দিল ববি, ফলে পরদিন চলে যেতে হলো রুথকে।

তারপর একদিন বাসায় ফিরে বিছানা নিল মা, দু'দিন আর উঠল না, ডাক্তার এল। বাচ্চারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াল এতিমের মত, ওদের মনে হলো এই বুঝি গোটা ছাদ ভেঙে পড়বে মাথার ওপর।

এক সকালে নাস্তার সময় নেমে এল মা, খুবই ফ্যাকাসে, গালে-কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ। ম্লান হেসে বলল, 'সোনামণিরা, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এবার আমরা এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকব। ছোট্ট একটা সুন্দর সাদা বাড়ি। তোমাদের খুব ভাল লাগবে।'

এরপর এক সপ্তাহ ধরে চলল প্যাকিং-এর কাজ। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়ার মত শুধু কাপড়চোপড় গুছানো নয়; প্যাক করা হলো চেয়ার-টেবিল, বাসন-কোসন, কম্বল, বিছানার চাদর, মোমবাতি, কার্পেট, সসপ্যান। বাড়িটাকে মনে হচ্ছে যেন ফার্নিচারের দোকান। বাচ্চারা মজা পেল খুব। মা ব্যস্ত থাকল, কিন্তু তারই ফাঁকে সময় দিল ছেলেমেয়েদের। গল্প পড়ে শোনাল কিছু, এমন কি ফিলিস যখন স্ক্রু-ড্রাইভার আনতে গিয়ে আছাড় খেয়ে ব্যথা পেল, ছোট একটা পদ্যও লিখে ফেলল সেই উপলক্ষে।

'এটা প্যাক করবে না, মা?' পিতলের কারুকাজ করা একটা সুন্দর ক্যাবিনেট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ববি।

'না। সব নেয়া যাবে না,' বলল মা।

'শুধু বিশ্রী জিনিসগুলোই নিচ্ছি আমরা।'

'শুধু দরকারীগুলো নিচ্ছি, সোনামণি,' বলল মা। 'কিছুদিন

আমরা এমন অভিনয় করব, যেন গরীব হয়ে গেছি। কেমন?'

সমস্ত বিশ্রী জিনিস যখন বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেল, সবুজ অ্যাপ্রন পরা কয়েকজন লোক এসে ভ্যানে তুলে নিয়ে গেল সব। সেইরাতে দুই বোন আর এমা আন্টিকে নিয়ে মা ঘুমাল যে-দুটো ঘরে ভাল ভাল ফার্নিচার রয়েছে, তার একটায়। বিছানা সব প্যাক হয়ে চলে গেছে। ড্রইংরুমের সোফায় শোয়ার ব্যবস্থা হলো পিটারের।

'দারুণ মজা লাগছে, মা,' খুশিতে ছটফট করে উঠে বলল পিটার। 'বাড়ি বদল ভারি মজার ব্যাপার তো! প্রত্যেক মাসে একবার করে বদল করতে পারলে খুব ভাল হত।'

হেসে উঠে ওর চাদর গুঁজে দিল মা। বলল, 'আমার জন্যে হত না। এখন ঘুমিয়ে পড়ো, লক্ষ্মীসোনা।'

কথাটা বলে মা যখন ঘুরল, মুখটা দেখে ফেলল ববি। জীবনে কোনদিন ভুলবে না ও সে-মুখ। ছোট বোনের পাশে বিছানায় শুয়ে নিজের মনে ফিসফিস করে বলল ও, 'মা, মাগো! তোমার কেমন লাগছে আমি জানি, মা। এত ধৈর্য তোমার! এত কষ্টের মধ্যেও তুমি হাসছ! তোমাকে কী যে ভালবাসি, মা আমি!'

পরদিন অনেক-অনেক বাক্স ভর্তি করা হলো টুকিটাকি জিনিস দিয়ে, বিকেলে গাড়ি এল ওদের স্টেশনে পৌঁছে দিতে। এমা আন্টি বিদায় দিলেন ওদের। ছেলেমেয়েরা মস্ত হাঁপ ছাড়ল।

'যাদের গভর্নেস হতে যাচ্ছেন এমা খালা, সেই বিদেশী বাচ্চাদের জন্যে বড় কষ্ট লাগছে আমার!' বলল ফিলিস ববির কানে কানে। 'মরে গেলেও ওদের একজন হতে চাই না আমি।'

প্রথম দিকে কিছুক্ষণ ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের সবকিছুর পিছনে সরে যাওয়া দেখতে ভালই লাগল ওদের, কিন্তু রাত নামতেই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে এল, তারপর একসময় ঢলে পড়ল ঘুমে। কতক্ষণ ট্রেনে ছিল বলতে পারবে না ওরা, জেগে উঠে দেখল মা ওদের ঝাঁকাচ্ছে।

'উঠে পড়ো, সোনামণিরা। পৌঁছে গেছি।'

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপছে ওরা, ইতোমধ্যে ট্রেন থেকে ওদের মাল-সামান নামছে। একটু পরেই হাপুস-হুপুস ফোঁস-ফাঁস শব্দ তুলে এঞ্জিনটা টেনে নিয়ে চলে গেল ট্রেনটাকে। ওরা তিনজন চেয়ে চেয়ে দেখল, গার্ড ভ্যানের পিছনে বাতি দুটো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দূরে।

ওরা ঠাণ্ডায় কাঁপছে, হাঁচি দিচ্ছে—জানে না, এই ট্রেনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ওদের জীবন। নানান কিছু ঘটতে চলছে এই রেলওয়েকে ঘিরে। ওদের এখন একমাত্র চিন্তা, নতুন বাড়ি পর্যন্ত যেতে অনেক হাঁটতে না হয়। এরইমধ্যে সর্দি লেগে গেছে পিটারের, ববির হ্যাট তুবড়ে গেছে, জুতোর ফিতে খুলে গেছে ফিলিসের।

'এসো,' ডাকল মা, 'হাঁটতে হবে। এখানে কোনও গাড়ি নেই।'

ঠেলাগাড়ির পিছনে অন্ধকারে হাঁটছে ওরা। খানা-খন্দ-গর্তে ভরা অসমান রাস্তা, হোঁচট খাচ্ছে উঁচু হয়ে থাকা পাথরে পা বেধে। ফিলিস তো আনমনে হাঁটতে হাঁটতে পড়েই গেল কাদা-পানি ভরা একটা গর্তে। টেনে যখন তোলা হলো তখন ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে। রাস্তায় বাতির কোন ব্যবস্থা নেই, ওদের মনে হলো যেন ক্রমে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। মাল টানার ঠেলা গাড়িটা চলেছে ধীর গতিতে, চাকার নিচে ইঁট-পাথর পড়লে মনে হচ্ছে কচ্‌মচ্‌ করে চিবাচ্ছে ওগুলো, গাড়ির পিছন পিছন হাঁটছে ওরা। কিছুক্ষণ পর চোখে যখন আঁধার সয়ে এল, আবছা ভাবে দেখল ওরা গাড়ির ওপর দুলছে ওদের বাক্সগুলো।

ঠেলাগাড়ি ঢোকার জন্যে একটা গেট খুলতে হলো। রাস্তাটা এবার নিচের দিকে নামছে, মনে হচ্ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে ওরা। একটু পরেই ডান ধারে কালো একটা ঢিবির মত কি দেখা

গেল।

'ওই যে বাড়িটা,' বলল মা। 'মেয়েলোকটা জানালার সব খড়খড়ি বন্ধ রেখেছে কেন, ভাবছি।'

'কোন্ মেয়েলোক?' জিজ্ঞেস করল ববি।

'একজনকে কাজে নিয়েছি। কথা ছিল ঘরদোর পরিষ্কার করে আসবাবপত্র গুছিয়ে আমাদের জন্যে খাবার রেডি রাখবে।'

বাড়ির চারপাশে নিচু দেয়াল দেখা গেল, ভেতরে গাছগাছালি।

'ওই হচ্ছে বাগান,' বলল মা।

'একগাদা কালো বাঁধা কপির মত দেখাচ্ছে,' পিটার মত প্রকাশ করল।

দেয়ালের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চলল ঠেলাগাড়ি, বাড়ির পিছন-দরজায় গিয়ে থামবে।

বাড়ির ভেতর কোথাও কোন আলো নেই। সবাই মিলে দমাদম দরজা পিটল, কিন্তু কেউ এল না।

'মিসেস ভিনি বোধহয় বাড়ি চলে গেছে,' বলল ঠেলাগাড়ির চালক। 'আপনাদের ট্রেন তো আজ দেরি করে এসেছে।'

'কিন্তু…চাবি যে ওর কাছে,' মা বলল। 'এখন করি কি?'

'ওটা নিশ্চয়ই পাপোশের নিচে রেখে গেছে,' বলেই ঝুঁকে পড়ল ঠেলাওয়ালা। 'এই দেখেন ম্যা'ম, যা বলেছি।' দরজা খুলে ঠেলাগাড়ি থেকে লণ্ঠনটা এনে রাখল টেবিলের উপর। জিজ্ঞেস করল, 'মোমবাতি আছে?'

'কোথায় কি আছে, কিচ্ছু জানি না,' জবাব দিল মা বিরস কণ্ঠে।

টেবিলের একপাশে একটা মোমবাতি খুঁজে পেয়ে জ্বালল লোকটা। বাচ্চারা দেখল এটা একটা বড়সড় রান্নাঘর, মেঝেটা পাথরের। চুলোর সামনে ফ্লোরম্যাট নেই; দরজা-জানালায় একটাও

পর্দা নেই। শহর থেকে পাঠানো কিচেন টেবিলটা শুধু ঘরের মাঝখানে পাতা, চেয়ারগুলো ঘরের এক কোণে, হাঁড়ি-পাতিল-থালা-বাসনগুলো আরেক কোণে। চুলোয় আগুন নেই, শুধু ঠাণ্ডা ছাই।

বাক্সগুলো ভেতরে এনে দিয়ে চলে যাবে বলে ঠেলাওয়ালা যেই ঘুরেছে, অমনি একটা কিচমিচ-হুটোপুটির আওয়াজ পেল ছেলেমেয়েরা; মনে হলো শব্দটা আসছে যেন দেয়ালের ভেতর থেকে।

চমকে উঠল মেয়েরা। 'কি-কিসের শব্দ ওটা?'

'ও কিছু না, ছুঁচো,' বলে দরজা ভিড়িয়ে দিল লোকটা। আর ঠিক সেই সময় বাতাস লেগে দপ্ করে নিভে গেল মোমবাতি।

'ওরেব্বাপ!' বলল ফিলিস, 'এখানে না এলেই বোধহয় ভাল হত!' ওর ধাক্কা লেগে দড়াম করে উল্টে পড়ল একটা চেয়ার।

'কিছু না বলে,' অন্ধকারে বলে উঠল পিটার, 'ছুঁচো!'

দুই

'কী মজা, না?' বলল মা। অন্ধকারে টেবিল হাতড়াচ্ছে ম্যাচের জন্য। 'বেচারী ইঁদুরগুলো যা ভয় পেয়েছে না—কে বলেছে ছুঁচো, ওগুলো ইঁদুর।'

ম্যাচ জ্বেলে মোমবাতি ধরাতেই কাঁপা-কাঁপা আলোয় সবাই সবাইকে দেখল।

'তোমরা সবসময় বলো, সব একঘেয়ে লাগছে, কিচ্ছু ঘটছে না। এতদিনে কিছু একটা ঘটল—রীতিমত রোমাঞ্চকর, তাই না? যাই হোক, মিসেস ভিনিকে আমি রুটি, মাখন, মাংস, এসব এনে রাখতে বলেছিলাম। সাপারও তৈরি রাখার কথা ছিল। মনে হয়, ডাইনিংরুমে সব সাজিয়ে রেখেছে। চলো, দেখি গিয়ে।'

পাশেরটাই ডাইনিংরুম। একটা মোমবাতির আলোয় এ-ঘরটাকে বেশি অন্ধকার লাগছে। কারণটা বোঝা গেল: রান্নাঘরের দেয়াল চুনকাম করা, সাদা; কিন্তু এঘরের দেয়াল মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে মোড়া। শহরে ওদের বাড়ির খাবার ঘরে যে-সব আসবাব ছিল সেগুলোই এখানে স্তূপ করে রাখা। শহরের সেই বাড়িটার কথা ভাবলে এখন মনে হচ্ছে, যেন সেসব সেই কবের কথা, আর কত দূর!

ধুলো মাখা টেবিল রয়েছে ঠিকই, চেয়ারগুলোও রয়েছে, কিন্তু খাবারের চিহ্ন নেই।

'চলো, অন্য ঘরগুলোয় দেখি,' বলে এগোল মা। তিন ছেলে-মেয়েও গেল সঙ্গে। প্রতিটা ঘরেই আধ-খাপচা ভাবে সাজানো রয়েছে আসবাব, মেঝের ওপর ছড়ানো-ছিটানো থালা-বাসন আর টুকিটাকি কত কী। কিন্তু খাওয়ার মত কিচ্ছু নেই। স্টোররুমে পাওয়া গেল শুধু একটা জং ধরা টিনের কৌটা আর ভাঙা বাসনের আধখানা টুকরো।

'জঘন্য মেয়েমানুষ তো!' রেগে গেল মা, 'টাকা নিয়ে স্রেফ কেটে পড়েছে, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থাই করেনি।'

'আজ তাহলে আর সাপার হবে না?' হতাশ কণ্ঠে প্রশ্নটা করেই এক পা পিছাল ফিলিস, পায়ের তলায় মড়মড় শব্দে ভাঙল একটা সাবানদানি।

'নিশ্চয়ই হবে,' বলল মা, 'তবে সেজন্যে তল-কুঠুরিতে রাখা

বড় বড় বাক্সগুলোর একটা খুলতে হবে। ফিল, সাবধানে পা ফেলো, লক্ষ্মী। পিটার, মোমটা ধরো তো, বাপ।'

রান্নাঘর থেকে সেলারে নামতে হয়। পাঁচ ধাপ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সবাই। মোমের আলোয় একটা বিশাল বাক্স খোলার চেষ্টা করছে মা, কিন্তু কিছুতেই সুবিধে হচ্ছে না—পেরেক মেরে শক্ত করে আটকানো রয়েছে।

'হাতুড়িটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'আর কোথায়,' বলল মা, 'এই বাক্সের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিয়েছি। যাক, এখন ওই কয়লা খোঁচানোর শিক আর ওই বেলচাটাই ভরসা।'

বেলচা আর শিক নিয়ে বাক্সের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করল মা।

'আমাকে দাও,' বলল পিটার। ওর মনে হচ্ছে ও করলে ভালভাবে পারবে। সবারই তাই মনে হয় অন্য কাউকে সুতোর গিঁঠ ছাড়াতে বা চুলোয় আগুন ধরাতে বা বাক্স খুলতে দেখলে।

'মা, হাতে ব্যথা পাবে,' বলল ববি, 'আমাকে দাও।'

'ইস্, বাবা যদি থাকত এখন,' বলল ফিলিস, 'দুই ঝাঁকিতে খুলে ফেলত এটা। আরে, লাথি মারছ কেন, ববি?'

'কই, না তো!' জবাব দিল ববি।

এমনি সময় ক্যাঁচ-কুঁচ আওয়াজ তুলে লম্বা এক পেরেক বেরিয়ে আসতে শুরু করল। এরপর আর বেশি সময় লাগল না, শিক ঢুকিয়ে চাড় দিতেই খুলে গেল একদিকের ডালা।

'বাহ্, দেখো দেখো,' বলে উঠল মা, 'প্রথমেই মোমবাতি। দুই মেয়ে জ্বালাও দেখি কয়েকটা। তশতরিতে দু-ফোঁটা মোম ফেলে তাতে বাতিটা সোজা করে ধরলেই আটকে যাবে। আঁধার দূর না হলে মনে ফুর্তি আসে না। আঁধারে আনন্দ পেঁচা আর ইঁদুরের।'

অল্পক্ষণেই চোদ্দটা মোমের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল

ডাইনিংরুমটা। কয়লা আর কাঠ জোগাড় করে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বেলে ফেলল ববি।

'মে মাসের তুলনায় বড় বেশি ঠাণ্ডা,' কথাটা বলেই বুঝতে পারল ববি, ঠিক বড়দের ভঙ্গিতে বড়দের মত করে বলা হয়েছে কথাটা।

মোমবাতি আর ফায়াপ্লেসের আলোয় খাবার ঘরটা অন্যরকম লাগছে এখন। মেয়েরা ব্যস্ত ভঙ্গিতে গোছগাছ করে ফেলল; অর্থাৎ চেয়ারগুলোর পিঠ দেয়ালে সাঁটিয়ে দিল, টুকিটাকি জিনিসগুলো এক কোণে সরিয়ে বাবার চামড়ার আর্মচেয়ারটা এমন ভাবে রাখল, যাতে ওগুলো দেখা না যায়।

'বাহ্, ভেরি গুড!' একটা ট্রে হাতে ঘরে ঢুকেই ওদের প্রশংসা করল মা। ট্রে-তে নানান ধরনের শুকনো খাবার। 'দাঁড়াও, একটা টেবিলক্লথ নিয়ে আসি।'

সবাই খুবই ক্লান্ত, কিন্তু টেবিলক্লথ বিছিয়ে খাবার সাজানো হতেই আগ্রহের সাথে খেয়ে নিল শুকনো সাপার। খাওয়ার পর অল্প একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল বিছানার চাদর। তারপর ওগুলো যার-যার বিছানায় পাতা হতেই হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়ল যে-যার খাটে।

'ঘুমাও, সোনামণিরা,' বলল মা। 'আমার ধারণা, ছুঁচো নেই। তবু আমার ঘরের দরজাটা খোলা থাকবে। কোনও ভয় নেই। যদি কোন ইঁদুর-টিদুর আসে, হাঁক ছেড়ো, আমি এসে ওটাকে এমন বকা দেব যে পালাতে পথ পাবে না।'

নিজের ঘরে চলে গেল মা। ওদের সঙ্গে আনা ঘড়িতে যখন দুটো বাজার ঘণ্টা পড়ল, তখনও ববি জেগে। এই আওয়াজটা সবসময় ওর কাছে দূর থেকে ভেসে আসা গির্জার ঘণ্টার মত লাগে। পাশের ঘরে এখনও নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মা। তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই ওর।

পরদিন সকালে উঠে ফিলিসের চুল ধরে আস্তে টান দিল ববি।

'কি হলো? চুল টানো কেন?' বলেই পাশ ফিরে শুতে গেল ফিলিস। পুরো হয়নি ঘুম।

'আরে ওঠো! উঠে পড়ো!' ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল ববি। 'আমরা নতুন বাড়িতে এসেছি, মনে নেই তোমার? চাকর-বাকর নেই, আমাদের নিজেদেরই কাজ করতে হবে। মা ওঠার আগেই আমরা পা টিপে টিপে নিচে গিয়ে সব কিছু রেডি করে রাখব। পিটারকে ডেকে তুলেছি। ওঠো, কাপড় পরে নাও। ও রেডি হয়ে আসছে এখুনি।'

চটপট পোশাক পরে নিয়ে নিঃশব্দে নিচে নেমে গেল ওরা। পিছনের আঙিনায় একটা চাপ-কল পেয়ে সেখানেই হাত-মুখ ধুয়ে নিল। একজন চাপ দিচ্ছে হ্যান্ডেলে, অন্যজন ধুচ্ছে। ছলাৎ করে পানি পড়ে পা ভিজে যাচ্ছে বটে, কিন্তু খুবই মজা পেল ওরা।

'বেসিনে ধোয়ার চেয়ে অনেক মজা, তাই না?' বলল ববি। 'পাথরের ফাঁকে ওই আগাছাগুলোর পাতা দেখো, কী সুন্দর চকচক করছে, আর ওই ছাতের ঢালে শেওলা দেখো, আর আহ্, ওই দেখো ফুল!'

'এটা এজকোম ভিলার চেয়ে অনেক—অনেক—অনী…ক সুন্দর,' বলল ফিলিস, 'ভাবছি, বাগানটা না-জানি কেমন।'

'বাগান পরে দেখা যাবে,' উৎসাহে ফেটে পড়ছে ববি, 'চলো, আগে কাজ সারি।'

চুলায় আগুন জ্বেলে প্রথমে পানি ভরা কেতলি চাপাল তাতে, তারপর নাস্তার জন্যে টেবিল সাজাল। সব জিনিস পাওয়া গেল না, তাই একটা কাঁচের অ্যাশ-ট্রেকে বানাতে হলো লবণদানি, একটা বেকিং টিন সাজিয়ে রাখল টেবিলে—ওদের মনে হলো এর ওপর পাউরুটি রাখা যেত, যদি থাকত। এরপর? এরপর কি করবে?

আর কোন কাজ না পেয়ে আবার বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। ঝকঝকে সকাল।

'চলো, বাগানে যাই,' প্রস্তাব দিল পিটার।

চলল ওরা কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেল না বাগানটা। বাড়ির চারপাশে বার কয়েক চক্কর দিল, কিন্তু বাগানের দেখা নেই। আঙিনাটা বাড়ির পিছনে, তার পিছনে আস্তাবল আর মালীর ঘর। অন্য তিন দিকে খালি মাঠ, দেয়াল নেই। তাহলে? গত রাতে যে বাগানের দেয়াল দেখল ওরা সেটা গেল কোথায়?

এলাকাটা পাহাড়ী। নিচের দিকে তাকিয়ে রেললাইন দেখতে পেল ওরা, আর রয়েছে বহু দূরে হাঁ করা একটা গুহার কালো মুখ। স্টেশনটা চোখের আড়ালে। দূরে, উপত্যকার এক মাথায় বড়সড় একটা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে।

'বাগান বাদ দাও,' বলল পিটার, 'চলো, নিচে যাই—হয়তো ট্রেন দেখা যাবে।'

'সে তো এখান থেকেও দেখা যাবে,' নরম গলায় বলল ববি, 'আসো, একটু বসি।'

মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা মস্ত একটা ধূসর রঙের সমতল পাথরের ওপর বসল ওরা। এরকম আরও অনেক পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাহাড়ের ঢালে। মা যখন সকাল আটটায় ওদের খোঁজে বেরিয়ে এল, ওরা তখন রোদের মধ্যে পাথরের ওপর শুয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সুখ-নিদ্রায়।

ভোর সাড়ে-পাঁচটার দিকে আগুন জ্বেলে চুলায় কেতলি চাপিয়েছিল ওরা। আগুন নিভে যাওয়ার আগেই বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে সব পানি, তারপর পুড়তে পুড়তে খসে গেছে কেতলির তলা। টেবিলে রয়েছে অপটু হাতে সাজানো না-ধোয়া কাপ-তৃশতরি-থালা।

'ঠিক আছে, এখন আর ওসব ধুতে হবে না,' বলল মা। 'আরেকটা ঘর পেয়েছি। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা। চলো, তোমাদের অবাক করে দেব।'

গত রাতে আধো-অন্ধকারে কেউ লক্ষ করেনি রান্নাঘরে আরও একটা দরজা আছে। ওটাকে মনে হয়েছিল দেয়াল-আলমারির দরজা। ওটা খুলতেই দেখা গেল ওপাশে ছোট্ট একটা চারকোনা ঘর আছে। সেই ঘরের টেবিলে সাজানো রয়েছে রুটি, মাখন, ঠাণ্ডা গরুর মাংসের রোস্ট, পনির আর অ্যাপল-পাই।

'পাই দিয়ে নাস্তা!' চেঁচিয়ে উঠল পিটার, 'দারুণ জমবে মনে হচ্ছে!'

'এটা নাস্তা নয়, আমাদের গত রাতের সাপার,' বলল মা। 'খাবার সাজিয়ে দিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে মিসেস ভিনি কাল তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেছিল—তার মেয়ের জামাইয়ের নাকি হাত ভেঙে গেছে। আজ সকাল দশটায় আসছে।'

খুশিমনেই এই উদ্ভট নাস্তা খেল সবাই। পিটার তো প্লেট শেষ করে আরও চাইল। বলল, 'আমাদের কাছে এটা ডিনারের মত—খুব ভোরে উঠেছি না!'

প্যাকিং বাক্স থেকে মালপত্র বের করে গুছিয়ে রাখতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। ছোট ছোট পাগুলো ব্যথা হয়ে গেল কাপড়, থালা-বাসন সব ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখার জন্যে ছোটাছুটি করতে করতে। শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল মা; বলল, 'নাহ্, আজ আর না। ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে না নিলে আর চলছে না—নইলে ঘুমিয়ে পড়ব সাপার-টেবিলে মাথা রেখে।'

মা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকতেই চোখে-চোখে চাইল ওরা তিনজন। একই চিন্তা ঘুরছে তিনটে ছোট্ট মাথায়—কী করা যায় এখন? একই সঙ্গে উত্তর পেয়ে গেল ওরা—চলো, রেল-লাইনে

চলো।

রওনা হতে গিয়েই বাগানটা আবিষ্কার করে ফেলল দুই বোন। আস্তাবলের পেছনেই ছিল ওটা, উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু ওদের থামতে দিল না পিটার, 'আরে, বাগান রাখো এখন! সকালেই শুনেছি মা'র কাছে ওটা কোথায়। এখনও যখন আছে, পালিয়ে যাবে না, কাল দেখা যাবে বাগান। এখন চলো, রেল-লাইনে চলো!'

ঢাল বেয়ে নামছে ওরা। ছোট ঘাসে ছাওয়া পাহাড়ের গা, মাঝে মাঝে এক-আধটা ঝোপ-ঝাড় আর ছড়ানো-ছিটানো ধূসর বা হলুদ রঙের পাথর—যেন মাটির নিচ থেকে মাথা তুলেছে ওদের দেখবে বলে।

ঢালের শেষটুকু বেশ খাড়া, তারপরেই কাঠের বেড়া। তার ওপাশে চকচকে ইস্পাতের রেললাইন, টেলিগ্রাফ পোস্টগুলোর মাথায় তার, একটা উঁচু থামের মাথায় সিগন্যাল।

বেয়ে-ছেয়ে কাঠের বেড়ার মাথায় উঠে পড়ল ওরা। এমনি সময়ে গুম্-গুম্ শব্দ কানে আসতেই ডানদিকে তাকাল সবাই। ওদিকটাতেই পাথুরে পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গের অন্ধকার মুখ দেখেছিল ওরা আজ সকালে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে ওই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ট্রেন, খড়খড় খটাখট আওয়াজ তুলে ঝড়ের বেগে চলে গেল ওদের সামনে দিয়ে। বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল ওদের গায়ে।

দীর্ঘশ্বাস টেনে ববি বলল, 'ইশ্‌শ্! মনে হলো বিশাল এক ড্রাগন চলে গেল। গরম নিঃশ্বাসের ঝাপটা দিয়ে গেল যেন!'

'আমার মনে হয় ড্রাগনের আস্তানা ঠিক ওই টানেলটার মতই দেখাবে বাইরে থেকে,' বলল ফিলিস।

পিটার বলল, 'কখনও ভাবিনি এত কাছ থেকে ট্রেন দেখতে পাব, জানতাম না এত মজা!'

'খেলনা ট্রেনের চেয়েও?' জানতে চাইল ববি।

'দুটো দু'রকম,' গম্ভীর ভাবে জবাব দিল পিটার। 'ট্রেনের পুরোটা দেখলে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। ভীষণ উঁচু, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল ফিলিস। 'আমরা সবসময় অর্ধেকটা দেখেছি। বাকি অর্ধেক ঢাকা থাকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে।'

'ভাবছি, ট্রেনটা লন্ডনে গেল নাকি?' আনমনে বলল ববি, 'বাবা আছে লন্ডনে।'

'চলো না, স্টেশনে গিয়ে জেনে নিই,' বলল পিটার।

চলল সবাই। লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটছে, মাথার ওপর টেলিগ্রাফের তারে কেমন বিচিত্র গুঞ্জন। চলন্ত ট্রেনে থাকলে মনে হয় টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো বুঝি খুব কাছাকাছি বসানো, একটু পরপরই তারগুলো লাফিয়ে উঠে ওগুলোর মাথা ছুঁচ্ছে। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে দেখল বেশ অনেক দূরে দূরে পোঁতা রয়েছে খুঁটিগুলো।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় এসে গেল স্টেশন। এর আগে বড়দের সঙ্গে ছাড়া কেউ ওরা স্টেশনে যায়নি। স্লিপারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। স্টেশনে পৌঁছল ওরা প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তের ঢাল বেয়ে উঠে।

প্রথমেই উঁকি দিল দারোয়ানের কামরায়। টেবিলের একপাশে রাখা কয়েকটা লণ্ঠন, দেয়ালে সাঁটা রেলওয়ে টাইমটেবিল। একটা টুলে বসে সামনে কাগজ মেলে ধরে ঢুলছে একজন মাঝবয়েসী লোক।

অনেকগুলো লাইন এখানে। পরস্পরকে ভেদ করেছে কয়েকটা, কোন-কোনটা আবার খানিকটা সরে গিয়ে থেমে দাঁড়িয়েছে, যেন কিছুতেই আর আগে বাড়তে রাজি নয়। বেশ কয়েকটা বগি দাঁড়িয়ে আছে একধারে, পাশেই মস্ত এক কয়লার

স্তূপ। বাসায় যেমন রাখা হয় সেরকম ঢিলেঢালা ভাবে টাল দেয়া নয়, বড় বড় চৌকোণ চাঁই দিয়ে বাইরেটা দেয়ালের মত করে গাঁথা। দেয়ালের মাথার দিকে সাদা একটা দাগ টানা রয়েছে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত।

স্টেশনের গেটের কাছে দুবার ঘণ্টী বেজে উঠতেই তড়াক করে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরোল দারোয়ান।

ভদ্র ভাবে আদাব দিয়ে চট করে জিজ্ঞেস করল পিটার, 'আচ্ছা, কয়লার গায়ে ওই সাদা দাগগুলো কিসের জন্যে?'

'কতটা কয়লা আছে, তার চিহ্ন,' বলল লোকটা। 'কেউ চুরি করলে যেন টের পাওয়া যায়। কাজেই, খোকা, কয়েক টুকরো পকেটে পুরে কেটে পড়ার চেষ্টা কোরো না!'

ঠাট্টা করে বলা কথাটা ঠাট্টা হিসেবেই নিল পিটার, যদিও কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারবে ও কিছুদিনের মধ্যেই। দারোয়ান লোকটাকে বেশ ভাল লাগল ওর।

বাবা যেখানে আছে, ট্রেনটা সেই লন্ডনে যায় কি না জানতে এসেছিল ওরা; কিন্তু স্টেশনে পৌছে এটা-ওটা দেখতে দেখতে সব ভুলে গেছে বেমালুম। ছোটদের এমনিই হয়। বাবাকে হঠাৎ করে হারিয়ে, আর মায়ের দুঃখ-কষ্ট দেখে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া খেয়েছিল ওরা। প্রথম দিকে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইত, হাঁপ ধরে যেত। গভীর একটা ছাপ পড়েছিল ওদের ছোট্ট হৃদয়ে। কিন্তু নতুন পরিবেশে এসে গভীরতা হারিয়েছে সে ছাপটা। বাবা-হীন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ওরা; যদিও ভোলেনি তাকে ওরা, বাবাকে ভোলা যায় না। এখানে স্কুলে যেতে হয় না, মা'র সান্নিধ্য পাওয়া যায় না—এ-সবকিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ওরা ধীরে ধীরে।

সারাদিন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে লেখে মা সারাক্ষণ। খালি লেখা, লেখা আর লেখা। বিকেলে চা খাওয়ার সময় নিচে

নেমে নিজের লেখা গল্প পড়ে শোনায় কোনও কোনদিন। এই সময়টা ওদের বড় ভাল লাগে। গল্পগুলোও দারুণ।

গ্রামের এই বড় বড় পাথর, পাহাড়, উপত্যকা, গাছ, ওই ওপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খাল, তারপর এই রেলওয়ে—এসব ওদেরকে এমনই মাতিয়ে রাখল যে, শহরের সেই জীবন, সেই ভিলাটা এখন মনে হয় যেন সত্যি নয়, স্বপ্নে দেখেছে।

কয়েক বারই মা ওদের বুঝিয়েছে: আমরা খুব গরীব হয়ে গেছি। কিন্তু একথা ওদের মনে কোন দাগ কাটেনি, মনে হয়েছে কথার কথা। কোথায় গরীব—ভালই তো খেতে পাচ্ছে ওরা, যে রকম জামা-কাপড় এতদিন পরে এসেছে তাই তো পরছে।

কিন্তু জুন মাসে নামল বৃষ্টি, তিনদিন পড়তেই থাকল একটানা; সেই সাথে পড়ল কনকনে শীত—অসম্ভব ঠাণ্ডা। কেউ বেরোতে পারছে না ঘর থেকে, প্রত্যেকে কাঁপছে শীতে। মা'র ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা তিনজন, টোকা দিল।

'হ্যাঁ, বলো, কি হয়েছে?' ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল মা।

'মা, আগুন জ্বালি?' বলল ববি। 'আমি জানি কি করে জ্বালে।'

'না, সোনামণি,' বলল মা। 'কয়লার অনেক দাম—জুন মাসে আগুন জ্বালানো যাবে না। শীত লাগলে এক কাজ করো; চিলেকোঠায় খানিক লাফালাফি করো গে যাও; তাহলে দেখবে বেশ গরম লাগছে।'

'কিন্তু, মা, আগুন জ্বালতে কয়লা তো বেশি লাগে না।'

'তা ঠিক, সোনামাণিক। তবে যতটা লাগে, তাও আমাদের জন্যে বেশি,' খুশিখুশি গলায় বলল মা। 'এবার ভাগো দেখি, লক্ষ্মীরা—আমি খুব বেশি ব্যস্ত।'

'মা এখন সবসময় ব্যস্ত,' পিটারের কানে কানে ফিসফিস করে বলল ফিলিস। পিটার জবাব দিল না, শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। কি যেন

ভাবছে।

চিলেকোঠার এক কোণে তৈরি হয়ে গেল ভয়ঙ্কর এক দস্যুর আস্তানা। পিটার দস্যু-সর্দার, ববি হলো একাধারে তার প্রধান স্যাঙাৎ, বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ, এবং সবশেষে ফিলিসের বাবা। সুন্দরী তরুণী ফিলিসকে পিটারের আদেশে ধরে এনে বন্দী করেছে সে-ই, ডাকাত-দল সেজে নানা-রকম ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে, এবং বিশাল অঙ্কের মুক্তিপণের টাকা—অর্থাৎ, শিমের বীচি—দিয়ে ছাড়িয়েও নিয়ে গেছে।

বিকেলে চা খেতে যখন নামল তখন পাহাড়ী দস্যুদের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু ফিলিস যেই মাখন-রুটিতে জ্যাম লাগাতে গেল, মা বলল, 'দুটোই একসঙ্গে না, লক্ষ্মী—হয় জ্যাম, নয় মাখন। ঠিক আছে? বিলাসিতার উপায় নেই এখন আমাদের। বুঝেছ?'

কাজেই চুপচাপ প্রথমে মাখন দিয়ে একটা পাউরুটি খেল ফিলিস, তারপর আরেকটা রুটিতে জ্যাম লাগিয়ে খেল। পিটার তখন চিন্তিত ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। চা-নাস্তার পর ফিরে গেল ওরা চিলেকোঠায়।

'মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' ঘোষণা করল পিটার।

'কি বুদ্ধি?' জানতে চাইল দুই বোন।

'তোমাদের বলা যাবে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল পিটার।

'তাই নাকি,' বলল ববি।

ফিল বলল, 'তাহলে এক কাজ করো, বোলো না।'

'মেয়েরা একটুতেই রেগে যায়,' দর্শন আওড়াল পিটার।

'আর ছেলেরা?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল ববি, 'ওরা খুব ভাল? যাই হোক, তোমার বুদ্ধি তোমার কাছেই থাক, আমি অন্তত জানতে চাই না।'

'একদিন জানবে,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল পিটার। 'আমার সঙ্গে

ঝগড়া না বাধালে অন্তত এটুকু বলতাম যে তোমাদের না'বলার পিছনে কারণটা আর কিছুই নয়, আমার মহত্ত্ব। কিন্তু এখন, এই লাগালাগির পর, আমি কিচ্ছু বলব না। ব্যস!'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ ওকে দিয়ে আর কথা বলানো গেল না। মুখ যখন খুলল তখন সামান্যই বেরুল। 'তোমাদের না বলার কারণ হচ্ছে, আমি যা করতে চলেছি সে-কাজটা ঠিক নাও হতে পারে। এর মধ্যে তোমাদের জড়াতে চাই না আমি।'

'কাজটা ঠিক যদি না হয়, পিটার,' বলল ববি, 'তাহলে তুমি কোরো না, আমাকে করতে দাও।'

ফিলিস বলল, 'তোমরা যদি খারাপ কিছু করো, আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে।'

'না,' মাথা নাড়ল পিটার, তার প্রতি বোনেদের মমতা স্পর্শ করেছে তার হৃদয়, 'কাজটা বিপজ্জনক, আমাকেই করতে হবে। মা যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় গেছি, তোমরা ভড়ভড়িয়ে বলে না দিলেই আমার উপকার করা হবে।'

'কী জানি আমরা, যে বলতে যাব?' ঘাড় বাঁকাল ববি।

'আছে, আছে,' আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা একটা করে শিমের বীচি ছাড়তে ছাড়তে বলল পিটার। 'তোমরা জানো আমি একটা দুঃসাহসিক কাজে চলেছি, একা। জানো, কেউ কেউ হয়তো এটাকে খারাপ কাজ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু আমি করি না। তোমরা যদি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করতে না চাও, মা জিজ্ঞেস করলে বলবে আমি খনিতে গেছি খেলতে।'

'কিসের খনি?'

'শুধু খনি বললেই হবে।'

'আমাদের বললে অসুবিধে কি, পিট?'

'ঠিক আছে, বলছি—কয়লা খনি। কিন্তু অমানুষিক নির্যাতনেও

যেন কথাটা তোমাদের কারও মুখ ফস্‌কে না বেরোয়!'

'কে আসবে নির্যাতন করতে,' বলল ববি, 'তবে আমার ধারণা, আমরা সঙ্গে থাকলে উপকারই হত।'

'আমি যদি কয়লাখনি আবিষ্কার করতে পারি, তোমরা সেই কয়লা উদ্ধারের কাজে ঠিকই সাহায্য করতে পারবে,' কথা দিল পিটার।

বিকেলের চা আর রাতের খাওয়ার মাঝখানে বেশ লম্বা সময় পাওয়া যায়। এই সময় মা ব্যস্ত থাকে লেখালিখির কাজে, মিসেস ভিনিও চলে যায় নিজের বাড়ি। ঠিক দুই দিন পর এইরকম নিরাপদ গোধূলি লগ্নে দুই বোনকে হাতছানি দিয়ে ডাকল পিটার।

'রোমান রথটা নিয়ে এসো আমার সঙ্গে।'

রোমান রথ হচ্ছে আস্তাবলের ওপরের ঘরে পড়ে পাওয়া বহু পুরানো একটা নড়বড়ে পেরামবুলেটর। ছেলেমেয়েরা তেল-টেল দিয়ে ওটাকে কাজের উপযোগী করে নিয়েছে।

'তোমাদের দুর্জয় সাহসী, তরুণ নেতাকে অনুসরণ করো,' বলেই পিছন ফিরে স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল পিটার। স্টেশনের কাছেই বড় বড় কয়েকটা পাথরের চাঁই উঠেছে মাটি ফুঁড়ে, সেরকম তিনটে পাথরের মাঝখানে দেখা গেল শুকনো উলু খড় আর কাঁটাঝোপ।

পা দিয়ে ঝোপ সরিয়ে পিটার বলল, 'সেইন্ট পিটারের খনি থেকে এই হচ্ছে কয়লার প্রথম চালান। রথে করে বাড়ি নিয়ে যাব আমরা এগুলো। অর্ডার অনুযায়ী ঠিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ডেলিভারি দেয়া হচ্ছে।'

রথ ভর্তি হয়ে আরও উঁচু হয়ে রইল কয়লা। ভরার পর আবার খালি করতে হলো, কারণ তিনজন মিলে ঠেলা-ধাক্কা দিয়েও ওটাকে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে রাজি করানো গেল না। পিটার

ঘোড়া সেজে সামনে থেকে টানল, মেয়েরা ঠেলল পেছন থেকে—তাও না। ফলে সব কয়লা মায়ের কয়লা-ঘরে নিতে তিনবার আসা-যাওয়া করতে হলো ওদের।

কয়লা রেখে একা বাইরে গেল পিটার, যখন ফিরে এল, দেখা গেল কয়লা মেখে ভূত হয়ে আছে। রহস্যময় হাসি তার মুখে।

'আবার গেছিলাম আমার কয়লাখনিতে,' বলল ও বোনেদের, 'কাল আরও এক চালান নিয়ে আসব আমরা রোমান রথে করে।'

সপ্তাহ খানেক পর এক সকালে মিসেস ভিনি অবাক হয়ে মাকে বলল, 'এবারের কয়লায় তো দেখা যায় বহুদিন চলছে!'

তাই শুনে পরস্পরের দিকে চকচকে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ছেলেমেয়েরা, মুখে হাসি আর ধরে না; এদিক-ওদিকে মুখ লুকিয়ে হেসে বেড়াল সারাটা সকাল। এতদিনে ভুলেই গেছে, পিটারের মনে সন্দেহ ছিল যে কাজটা হয়তো ঠিক নয়।

কিন্তু এক ভয়ঙ্কর সন্ধ্যায় খুব সাবধানে পা টিপে টিপে কয়লার স্তূপের আড়ালে এসে দাঁড়ালেন স্টেশন মাস্টার, একটা ব্রেকভ্যানের ছায়ায় ঘাপটি মেরে বসে থাকলেন, যেন বিড়াল অপেক্ষা করছে ইঁদুরের গর্তের পাশে। স্তূপের ওপর ছোট আকারের কেউ একজন খড়খড়-মড়মড় শব্দে কয়লা নাড়াচাড়া করছে। এক সময় কয়লার শব্দ থামল, ছায়ামূর্তিটা কয়লা-স্তূপের কিনারে এসে দাঁড়াল; সাবধানে নেমে আসছে এবার। নিচে নেমে একটা বস্তা যেই পিঠে তুলেছে, সাপের মত ছোবল মারল স্টেশনমাস্টারের হাত, খপ্ করে ধরে ফেলল একটা জ্যাকেটের কলার। কয়লার ভারে কাঁপছে পিটার, হাত থেকে পড়ে গেল বস্তাটা।

'শেষ পর্যন্ত হাতে-নাতে ধরা পড়লি, ব্যাটা চোর!' বললেন স্টেশনমাস্টার।

'আমি চোর না,' যতটা সম্ভব জোরাল গলায় বলল পিটার।

'আমি···আমি একজন কোল-মাইনার।'

'কি বললে? অ্যাঁ? কোল-মাইনার?' খেঁকিয়ে উঠলেন স্টেশনমাস্টার। 'পুলিশকে বোলো সে-কথা!'

'যার কাছেই বলি না কেন, সত্যটা সত্যই থাকবে,' জবাব দিল পিটার।

'তা তো বটেই,' বললেন স্টেশনমাস্টার। 'এবার মুখটা সামলে রেখে, চোট্টা কোথাকার, চলো স্টেশনের দিকে।'

'প্লীজ, না!' পিটারের নয়, অন্ধকার থেকে অন্য আরেকটা গলা ভেসে এল।

'পুলিশে দিয়ো না,' বেশি কচি আর একটা গলা ভেসে এল।

'হুম্!' গর্জন ছাড়লেন স্টেশনমাস্টার, 'রেলওয়ে স্টেশনে চলো আগে। বিরাট গ্যাঙ মনে হচ্ছে! আর কজন আছে দলে?'

'আমরাই শুধু,' বলতে বলতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল ববি আর ফিলিস।

'আমার পেছনে এরকম গুপ্তচরের মত লেগে থাকার কি অর্থ, শুনি?' রেগে উঠে বলল পিটার।

'মনে হচ্ছে, তোমার পেছনে সত্যিই গুপ্তচর লাগানোর দরকার আছে,' বললেন স্টেশনমাস্টার। 'এবার চলো···সব কজন, সোজা স্টেশন!'

'প্লীজ, না!' বলল ববি। 'আপনিই তো বিচার করতে পারেন। আমরা স্বীকার করছি পিটারের সমান দোষে আমরাও দোষী। কয়লা বয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা ওকে সাহায্য তো করেইছি—আমরা জানতাম ও কোথায় পায় কয়লা।'

'না, তোমরা জানতে না,' প্রতিবাদ করল পিটার।

'হ্যাঁ, জানতাম,' বলল ববি। 'প্রথম থেকেই জানি আমরা। তোমার মান থাকে না বলে ভান করেছি যেন কিছুই বুঝিনি।'

একেবারে ধসে গেল পিটার। বলে কি! খুঁজে পেতে সে একটা কয়লাখনি আবিষ্কার করল, ধরা পড়ল, এখন জানা যাচ্ছে ওর গোপন রহস্য না জানার ভান করেছিল দুই বোন।

'আমাকে টেনে রেখেছেন কেন,' বলল সে, 'ছাড়েন, আমি পালাব না।'

কলার চেপে ধরা মুঠি কিছুটা আলগা করলেন স্টেশনমাস্টার, তারপর ছেড়ে দিয়ে একটা ম্যাচ জ্বেলে ওদের তিনজনকে ভাল করে দেখলেন।

'আরে!' চমকে গেলেন তিনি, 'তোমরা ওই তিন-চিমনি বাড়ির ছেলেমেয়ে না? ভাল ভাল পোশাকও পরেছ। বলো তো, তোমরা এ-কাজ করতে গেলে কেন? তোমাদের কেউ শেখায়নি চুরি করা কত বড় অপরাধ?'

'এটাকে চুরি বলে মনে হয়নি আমার,' বলল পিটার। 'ধরেই নিয়েছিলাম, এটা চুরি নয়। যদি বাইরের দিক থেকে নিতাম, তাহলে হয়তো একে চুরি বলা যেত; কিন্তু আমি যখন ভেতর থেকে খুঁড়ে নিচ্ছি, ভেবেছিলাম একে মাইনিং হিসেবে ধরা যায়। তাছাড়া বাইরে থেকে নিতে নিতে ভেতর পর্যন্ত পৌঁছতে আপনাদের একহাজার বছর লেগে যাবে।'

'তা লাগবে না। তোমরা কি মজার একটা খেলা হিসেবে কয়লা সরাচ্ছিলে?'

'ওই ভারী ভারী কয়লার বোঝা পাহাড়ের ওপর টেনে তোলা কি মজার খেলা?' মুখ গোমড়া করে বলল পিটার।

'তাহলে বলো তো কেন?' স্টেশনমাস্টারের কণ্ঠস্বর অনেক নরম হয়ে এসেছে।

'ওই যে কদিন আগে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল না? মা বলল, লাফ-ঝাঁপ দিয়ে গা গরম করে নাও, আগুন জ্বালা যাবে না, কয়লা কেনার

টাকা নেই, আমরা এখন গরীব হয়ে গেছি। আগে আমাদের বাড়িতে ঠাণ্ডার দিনে সব সময় আগুন জ্বালা হত। আমরা যখন শহরে ছিলাম...বাবা যখন...'

'থামো!' ফিসফিস করে ধমক দিল ববি।

চিবুক ঘষছেন এখন স্টেশনমাস্টার। বললেন, 'বেশ, এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি আমি তোমাদের। ধরে নিচ্ছি যেন কিছুই হয়নি—বুঝেছ? তবে, এই যে পিচ্চি ভদ্রলোক, তুমি খেয়াল রেখো, চুরি চুরিই; যেটা আমার সেটা তোমার নয়—এটাকে খনি আবিষ্কার বা মাইনিং, যাই বলো; আমারটা যদি বিনা অনুমতিতে নাও, তাহলেই চুরি। পালাও এবার, বাড়ি যাও।'

'আমাদের কোনও শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছেন?' অবাক হলো পিটার। 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আপনি খুব ভাল,' বলল ববি।

'সত্যিই,' বলল ফিলিস, 'খুব মহৎ।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলেই পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন স্টেশনমাস্টার।

'আমার সঙ্গে কথা বলবে না!' ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে অভিমান উথলে উঠল পিটারের কণ্ঠে। 'তোমরা গুপ্তচর, বিশ্বাসঘাতক, তোমরা... তোমরা...'

ওর কথা গায়ে মাখল না মেয়েরা। পুলিশ স্টেশনে যেতে হয়নি, পিটারকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদে তিন-চিমনিতে ফিরতে পারছে, এতেই ওরা খুশি, খোদার কাছে কৃতজ্ঞ।

'আমরা তো স্বীকারই করলাম, একা তোমার দোষ না, আমরাও দোষী,' নরম গলায় বলল ববি।

'কিন্তু আসলে তো তা নয়।'

'কোর্টে বিচার হলে তাই হত,' বলল ফিলিস। 'রাগ কোরো না,

পিটার। তোমার গোপন রহস্য জানা যদি এতই সহজ হয়, সেটা কি আমাদের দোষ?' এই বলে ওর একটা হাত ধরল সে। পিটারও আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করল না। বোনেদের এ-সহানুভূতি মন ছুঁয়েছে ওর।

'যাই হোক, কয়লা জমিয়েছি অনেক,' অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে বলল পিটার।

'এতে খুশি হতে পারছি না আর এখন। যা বিপদ হতে যাচ্ছিল!' সভয়ে বলল ববি।

'ঠিক জানি না,' আবার স্বমূর্তি ধারণ করছে পিটার। 'এখনও আমার যেন মনে হচ্ছে মাইনিং করায় কোন দোষ নেই।'

কিন্তু মেয়েরা ঠিকই জানে এটা কত বড় অন্যায়। এবং এ-ও জানে, মুখে যাই বলুক, পরিষ্কার টের পেয়েছে পিটারও।

তিন

কয়লা-খনির অভিজ্ঞতার পর ছেলেমেয়েরা রেল-স্টেশন থেকে দূরে থাকে। কিন্তু অমোঘ টানে আকর্ষণ করে ওদের রেলপথ। শহরে রাস্তার ধারে যে-বাড়িতে ওরা বড় হয়েছে, ওখানে জানালার পাশে দাঁড়ালেই দেখা যেত নানান রকমের গাড়ি-ঘোড়া, চলছে সারাক্ষণ। এখানে এই গভীর ঘুমে বিভোর নিঝুম গ্রামদেশে ট্রেন ছাড়া আর কিছুই চলতে দেখা যায় না। ওদের সেই অতীত জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পায় যেন ওরা ট্রেনের মধ্যে। তিন-চিমনি থেকে

সোজা রেল-লাইনের সেই কাঠের বেড়া পর্যন্ত ঘাসের ওপর ছ'টি পায়ের আঘাতে আবছা মত একটা পায়ে চলা পথ তৈরি হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। কখন-কখন ট্রেন যায় জানা হয়ে গেছে ওদের, এমন কি একেক ট্রেনের একেক নামও দেয়া সারা।

ন'টা পনেরো আপ্‌কে ডাকে ওরা 'সবুজ ড্রাগন' নামে। দশটা সাত ডাউন হচ্ছে 'ওয়ান্ট্‌লের পোকা'। মাঝরাতের টাউন এক্সপ্রেস দেখা যায় না, কখনও সখনও ঘুম ভেঙে গেলে শোনা যায় তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে সগর্জনে চলে যাচ্ছে ওটা। পিটার এক ঠাণ্ডা তারাজ্বলা রাতে উঠে জানালার পর্দা তুলে উঁকি দিয়েছিল—ওটাকে দেখামাত্র নাম রেখেছে 'রাতের ভয়ঙ্কর'।

প্রত্যেকদিন 'সবুজ ড্রাগনে' দেখা যায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে। দেখতে ভদ্রলোক চমৎকার, ওদের ধারণা মানুষটাও খুবই ভাল হবেন। দাড়ি গোঁফ কামানো ফর্সা মুখ, কোটের কলার আর টুপিটা যেন কেমন, অন্যদের সঙ্গে মেলে না। হাতে ধরা খবরের কাগজ।

একদিন সকালে বেড়ার ওপর বসে 'সবুজ ড্রাগনের' জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। পিটারের জন্মদিনে পাওয়া ওয়াটারবারি ঘড়ি অনুযায়ী আজ ট্রেন সোয়া তিন মিনিট লেট।

'সবুজ ড্রাগন চলল বাবার কাছে,' বলল ফিলিস। 'সত্যি যদি এটা ড্রাগন হত, তাহলে একে থামিয়ে বলতাম বাবার কাছে আমাদের ভালবাসা পৌঁছে দিতে।'

'কারও ভালবাসা কোথাও পৌঁছে দেয় না ড্রাগনরা,' বলল পিটার। 'ওরা এসবের ঊর্ধ্বে।'

'যদি ভাল মত পোষ মানাতে পারো তাহলে কেন পৌঁছে দেবে না?' বলল ফিলিস। 'পোষা স্প্যানিয়েল যেমন যা আনতে বা নিয়ে যেতে বলা হয় তাই করে, ড্রাগনও তেমনি করবে। এমন কি তোমার হাত থেকে খাবারও খাবে। আচ্ছা, বাবা কোনদিন

আমাদের চিঠি লেখে না কেন?'

'মা বলে খুব না কি ব্যস্ত আছে বাবা,' বলল ববি; 'শীগ্রিই লিখবে।'

'এক কাজ করি,' বলল ফিলিস, 'এসো, আমরা সবাই মিলে হাত নেড়ে সবুজ ড্রাগনকে শুভেচ্ছা জানাই। ও যদি জাদুর ড্রাগন হয়, তাহলে বুঝতে পারবে, আর ঠিকই আমাদের ভালবাসা পৌঁছে দেবে বাবার কাছে। আর যদি তা না হয়, আমাদের তিনটে হাত নাড়া পানিতে যাবে। আর তাই যদি যায়, কী ক্ষতি হবে আমাদের, হাত নাড়ায় তো খরচা নেই।'

ওর প্রস্তাব মেনে নিল সবাই। যেই সবুজ ড্রাগনটা তার আস্তানার কালো গহ্বর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল, অমনি ওরা তিনজন রেইলিঙের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে যার যার রুমাল বের করে নাড়তে শুরু করল।

ফার্স্ট ক্লাসের একটা কামরা থেকে একটা হাত নড়ল উত্তরে। পরিষ্কার একটা হাত, হাতে একটা খবরের কাগজ ধরা। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

এর পর থেকে রোজই ন'টা পনেরোর সঙ্গে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় চলতে থাকল।

ওরা, বিশেষ করে ববি আর ফিলিস, ভাবতে ভালবাসে, হয়তো এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাবাকে চেনেন, হয়তো বাবার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বলবেন বহুদূরের সবুজ এক গ্রাম থেকে প্রতিদিন তার তিন ছেলেমেয়ে কাঠের বেড়ার ওপর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তার জন্যে শুভেচ্ছা পাঠায়।

মা দিনরাত ব্যস্ত থাকে লেখা নিয়ে। লম্বা, নীল খামে পুরে একের পর এক গল্প পাঠাতে থাকে বিভিন্ন ঠিকানায়; আবার সে-সব জায়গা থেকেও বড় বড় খাম আসে। কোনও কোনও খাম খুলে

হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মা। বলে, 'আহ্-হা, আরেকটা ফেরত—গেল খাটনিটা।' তখন মা'র জন্যে বড় দুঃখ হয় ওদের। আবার কোন-কোনদিন খুশি হয়ে খাম দুলিয়ে বাচ্চাদের নাকে বাতাস দেয় মা। বলে, 'বাহ্, সমঝদার সম্পাদক! প্রুফ তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে একেবারে!'

কোনও সম্পাদক সমঝদার হলেই সেদিন চায়ের সঙ্গে বনরুটি পায় ওরা।

একদিন চিলড্রেন'স গ্লোব পত্রিকার সম্পাদক সমঝদার হওয়ায় খালের ওপারে গ্রামের দিকে চলেছে পিটার বনরুটি কিনে আনবে বলে, এমনি সময় দেখা হয়ে গেল স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে।

অস্বস্তিতে পড়ল পিটার। কারণ এতদিন চিন্তা-ভাবনার সময় পেয়ে কয়লা খনির ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে তার কাছে। মাথা নিচু করে কেটে পড়বে বলে ঠিক করল, কারণ কয়লা-চোরের সালাম উনি খুব সম্ভব নেবেন না। কান দুটো গরম হয়ে উঠল ওর। 'চোর' শব্দটা খুবই খারাপ কথা, কিন্তু এখন ও জানে, কথাটা ওর ক্ষেত্রে মিথ্যা নয়।

কিন্তু কাছাকাছি এসে স্টেশনমাস্টারই ডাকলেন ওকে, 'এই যে, খোকা, গুড মর্নিং। কেমন আছ তুমি?'

কোনও মতে উত্তর দিল পিটার, 'গুড মর্নিং। জ্বি, ভাল।' পরক্ষণেই ওর মনে হলো: খুব সম্ভব দিনের আলোয় আমাকে চিনতে পারেননি তাই এত সুন্দর ব্যবহার করলেন। এটা ওর প্রাপ্য নয়।

কথাটা মনে হতেই পিছন ফিরে দেখল বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেছেন স্টেশনমাস্টার, ঘুরেই ছুটল তাঁর পিছনে। পিটারের পায়ের আওয়াজ শুনে হাসিমুখে থেমে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

লাল হয়ে গেছে পিটারের কান। বলল, 'আমাকে চিনতে

পারেননি আপনি।'

'অ্যাঁ?' অবাক হলেন স্টেশনমাস্টার।

'আমাকে গুডমর্নিং বললেন দেখে মনে হলো আপনি বুঝতে পারেননি যে আমিই সেই ছেলে, যে আপনাদের কয়লা সরাচ্ছিল। যদিও সেজন্যে আমি দুঃখিত, তবু গুডমর্নিং-এর যোগ্য আমি নই।'

'কেন নও? অ্যাঁ?' হাসলেন স্টেশনমাস্টার। 'ওসব কথা তো আমি মনেই রাখিনি। যা হয়েছে, হয়ে গেছে—যেতে দাও। বলো দেখি, খোকা, কোথায় চললে এত তাড়াহুড়ো করে?'

'বনরুটি কিনতে চলেছি,' বলল পিটার।

'তুমি না বলেছিলে তোমরা খুব গরীব?' অবাক হলেন স্টেশনমাস্টার।

'হ্যাঁ, গরীব,' বলল পিটার গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে, 'কিন্তু যেদিন মা'র কোনও গল্প বা কবিতা বিক্রি হয়, সেইদিন আমরা চায়ের সঙ্গে বনরুটি খাই।'

'ও। তোমার মা গল্প লেখেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। খুব সুন্দর-সুন্দর গল্প।'

'এমন একটা মা পেয়েছ··· তোমরা সৌভাগ্যবান। তাই না?'

'হ্যাঁ,' পিটার বলল, 'তবে আগে আমাদের সঙ্গে অনেক খেলত, এখন খালি লেখে।'

'হুম,' বললেন স্টেশনমাস্টার। 'চলি, কাজ আছে। তোমরা ইচ্ছে হলেই চলে এসো স্টেশনে, কেমন? আর ওই কয়লা···ওটার কথা আমরা কোনদিন তুলব না আর, ঠিক আছে?'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,' খুশি হয়ে উঠল পিটার, 'ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে মিটমাট হয়ে গেল বলে সত্যিই ভাল লাগছে।' এই বলে ছুটল সে ক্যানাল-ব্রিজ পেরিয়ে গ্রামের দিকে। এতদিন পর কয়লা চুরির গ্লানি মুছে গেল ওর মন থেকে।

পরদিন যথারীতি সবুজ ড্রাগনকে রুমাল নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রত্যুত্তর পেয়ে খুশি মনে পিটার বলল, 'চলো, স্টেশন থেকে ঘুরে আসি।'

'কাজটা কি ঠিক হবে?' জানতে চাইল দ্বিধান্বিত ববি।

'মানে, ওই কয়লার ঘটনাটার পর...' ব্যাখ্যা করল ফিলিস।

'গতকাল ওদিকের রাস্তায় দেখা হয়েছিল আমার স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে,' বড়দের ভঙ্গিতে বলল পিটার। 'উনি বার বার করে বলে দিলেন যেন যখন খুশি স্টেশনে যাই।'

'সত্যিই? কয়লা চুরির পরেও?' অবাক হলো ফিলিস। 'একটু দাঁড়াও, এক মিনিট—জুতোর ফিতেটা খুলে গেছে আবার।'

'সারাক্ষণ খালি খুলতেই আছে ওটা!' চুরির কথায় রেগে গেছে পিটার, বলল, 'বারবার একজনকে "চোর-চোর" না বলে ওই স্টেশনমাস্টারের মত ভদ্রলোক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত তোমার।'

জুতোর ফিতে বেঁধে নিয়ে নীরবে চলল ফিলিস ওদের সঙ্গে, কিন্তু মাঝেমাঝেই কাঁধ দুটো কাঁপছে ওর। খানিকপরেই ওর নাক বেয়ে বড়সড় একটা পানির ফোঁটা নেমে এল, রেললাইনের ওপর পড়ে ছিটকে গেল চারদিকে। ববি দেখতে পেল সেটা।

'কি হয়েছে, ছোট্ট সোনামণি, লক্ষ্মী বোন আমার?' থেমে দাঁড়িয়ে এক হাতে ফিলিসের কাঁধ জড়িয়ে ধরল সে।

ফুঁপিয়ে উঠল ফিলিস। 'ও...ও আমাকে অভদ্রলোক বলেছে।'

'তা বলেছে, ঠিক,' বলল ববি, 'কিন্তু তুমিই শুরু করেছিলে, মনে করে দেখো, বারবার ওই কয়লার ব্যাপারটা তুলছিলে। যাক, এখন তোমরা যদি যে যা বলেছ সব ফেরত নাও, তাহলে কেমন হয়?'

'পিটার যদি ফেরত নেয়, তাহলে আমিও নেব,' বলল ফিলিস নাক টেনে।

'ঠিক আছে,' বলল পিটার, 'আমরা যে-যার খারাপ কথাগুলো ফিরিয়ে নিলাম। সব ঠিক হয়ে গেল। এই যে, আমার রুমালটা, ধরো, চোখ মুছে নাও। তোমার নিজের রুমালগুলো কোথায় যে যায়!'

'তোমার কাছে,' বলল ফিলিস চোখ পাকিয়ে। 'খরগোশের ঘরের দরজা বাঁধার জন্যে তুমি নিয়েছিলে। কৃতজ্ঞতা বলতে কিচ্ছু নেই তোমার...'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল পিটার, 'আমি দুঃখিত। হলো? এবার একটু পা চালাবে?'

স্টেশনে পৌঁছে দুটো ঘণ্টা ওদের কিভাবে কাটল কেউ বলতে পারবে না। দারোয়ানের সঙ্গে গল্প করে কাটাল ওরা সময়টা। মজার লোক এই দারোয়ান, ছোটদের প্রশ্নের জবাব দেয়ায় কোন ক্লান্তি নেই।

অনেক কিছু জানা গেল তার কাছে, যেমন: দুটো গাড়িকে এক সঙ্গে জুড়ে রাখে যে জিনিসটা তাকে বলে কাপ্‌লিং, আর কাপ্‌লিঙের ওপর যে সাপের মত পাইপ রয়েছে ওগুলো দিয়ে গাড়ি থামানো হয়।

'ওগুলোর একটা ধরে যদি খিঁচে টান দিতে পারো, ঘ্যাঁচ করে থেমে দাঁড়াবে চলন্ত ট্রেন!' বলে চলেছে দারোয়ান, 'কিন্তু কারণ ছাড়া খামোকা যদি ট্রেন থামাও, পাঁচ পাউন্ড জরিমানা দিতে হবে।'

'কি কারণ?' জানতে চাইল ববি। 'কেন মানুষ ট্রেন থামাতে চাইবে?'

'ধরো, তোমাকে কেউ আক্রমণ করে বসেছে ট্রেনের ভেতর, ছোরা মেরে খুন করতে চায়। তখন যদি তুমি ওটা ব্যবহার করো, তাহলে কেউ কিছু বলবে না। একবার হলো কি, এক বুড়ি মহিলাকে একজন ঠাট্টা করে বলেছে ওটায় টান দিলে বেয়ারা আসবে চা-নাস্তা

সাপ্লাই দেয়ার জন্যে। মহিলা তো দিয়েছে টান। খিক্, খিক্। গার্ড যখন ছুটে এসেছে মহিলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে, মহিলা বলছেন, "আমার জন্যে একটা বনরুটি আর এক কাপ চা!" খিক্, খিক! সাত মিনিট লেট হয়েছিল সেদিন ট্রেনটা।'

'বুড়ি মহিলাকে গার্ড কি বলল?'

'জানি না,' বলল দারোয়ান, 'তবে এটুকু জানি, যাই বলুক, কথাগুলো খুব তাড়াতাড়ি ভুলবে না সেই বুড়ি।'

এইসব মজার গল্প শুনতে শুনতে খুব তাড়াতাড়িই কেটে গেল সময়। তাঁর ছোট্ট অফিস কামরা থেকে বার দুই বেরিয়ে এলেন স্টেশনমাস্টার, ওদের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন, প্রত্যেককে একটা করে কমলা দিলেন খেতে, কথা দিলেন কাজ না থাকলে একদিন ওদেরকে সিগন্যাল বক্স দেখাতে নিয়ে যাবেন।

ববির কানে ফিসফিস করে বলল ফিলিস, 'মনে হচ্ছে কয়লার ব্যাপারটা বেমালুম ভুলেই গেছেন।'

বেশ কয়েকটা ট্রেন এল-গেল। পিটার লক্ষ করল, গাড়ির মত প্রতিটা রেল-এঞ্জিনেরও নম্বর আছে।

'আছেই তো,' প্রশ্নের জবাবে বলল দারোয়ান, 'একটা ছেলেকে চিনতাম, বড়লোক এক মনিহারী ব্যবসায়ীর ছেলে, রুপো দিয়ে কোনা বাঁধানো একটা সবুজ চামড়া মোড়া নোট বইয়ে প্রত্যেকটা এঞ্জিনের নম্বর লিখে রাখত।'

পিটারের মনে হলো, সে-ও নম্বর টুকে রাখবে। কিন্তু রুপো দিয়ে কোনা বাঁধানো সবুজ নোট বই তো নেই। অগত্যা দারোয়ানের দেয়া হলুদ একটা খামে লিখে রাখল দুটো সংখ্যা—৩৭৯ আর ৬৬৩।

সেদিন রাতে খাবার সময় মা'কে জিজ্ঞেস করল পিটার তার কাছে রুপো দিয়ে কোনা বাঁধানো সবুজ চামড়া মোড়া নোট বই

আছে কি না। নেই। তবে ওটা দিয়ে কী হবে জানতে পেরে ছোট্ট একটা কালো নোট বই দিল মা।

'এর কয়েকটা পৃষ্ঠা ছেঁড়া,' বলল মা, 'তবে যা আছে, তাতে অনেক নম্বর লিখতে পারবে। যখন ভর্তি হয়ে যাবে, তখন আর একটা দেব।'

পরদিনই বিছানায় পড়ে গেল মা। অসম্ভব মাথা ধরেছে, হাত-পা জ্বলছে, খাওয়ার রুচি নেই, গলায় ব্যথা।

'আমি হলে এখনই ডাক্তার ডাকতে পাঠাতাম,' বলল মিসেস ভিনি। 'এখন রোগ বালাই হচ্ছে সব ঘরে ঘরে। আমার বোনের বড় মেয়েটার বুকে বসে গেছে ঠাণ্ডা, সারছেই না। সময় থাকতে ডাক্তার না দেখালে...'

মা প্রথমে রাজি হয়নি, কিন্তু সন্ধের দিকে অবস্থা যখন খুব খারাপ হয়ে গেল, পিটারকে পাঠিয়ে দিল গ্রাম থেকে ডাক্তার ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফরেস্টকে ডেকে আনার জন্যে।

খবর পেয়েই রওনা হয়ে গেলেন ডাক্তার সাহেব। পথে পিটারের সঙ্গে অনেক গল্প করলেন। পিটারের কাছে মানুষটাকে খুবই ভাল লাগল, কারণ তিনিও রেলওয়ে, খরগোশ এবং এরকম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আগ্রহী।

মা'কে দেখে ডাক্তার বললেন ইনফ্লুয়েঞ্জা।

'এই যে, গম্ভীর ভদ্রমহিলা,' ববিকে ডাকলেন ডাক্তার। 'মনে হচ্ছে, তুমিই হেড নার্সের ভূমিকা নিতে চাও?'

'নিশ্চয়ই,' বলল ববি।

'বেশ, তাহলে কিছু ওষুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঘরটা গরম রাখা জরুরী। জ্বরটা কমলেই গরুর মাংসের জ্যুস খেতে দেবে। এখন আঙুর, মাংসের সুপ, সোডা ওয়াটার, দুধ—এসব দিতে পারো। আর শোনো, এক বোতল ব্র্যান্ডি রেডি রাখো। ভাল ব্র্যান্ডি—

সস্তাগুলো বিষের চেয়েও খারাপ।'

ববি সব লিখে দিতে বলায় খুশি মনে লিখে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার।

তালিকাটা দেখে দুর্বল ভাবে হাসল মা। বলল, 'এসব কেনার টাকা কোথায় আমাদের? শোনো, তোমাদের আগামীকালকের ডিনারের জন্যে দুই পাউন্ড গলার মাংস কিনে এনে জ্বাল দিতে বলো মিসেস ভিনিকে। ওর থেকে খানিকটা ঝোল আমাকে দিলেই হবে। এখন আমাকে একটু পানি দাও তো, মা। তারপর একটা বেসিনে করে পানি এনে আমার হাত-পা মুছে দাও।'

মা'র কষ্ট কমানোর জন্যে সাধ্যমত সবই করল ববি, তারপর নিচে নেমে এল ভাই-বোনের কাছে। ঠোঁট দুটো চেপে রেখেছে পরস্পরের সঙ্গে, গাল দুটো লাল, চোখ দুটো মা'র মতই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ডাক্তার কি বলেছেন, আর মা তার কি জবাব দিয়েছে সবই বলল সে ওদেরকে।

'এখন যা করার,' সবশেষে বলল ববি, 'আমাদেরই করতে হবে। গলার মাংস কেনার পয়সা রয়েছে আমার কাছে।'

'বাদ, বাদ,' বলল পিটার। 'মাংসের কোনও দরকার নেই—রুটি-মাখন হলেই চলবে আমাদের। এর চেয়ে অনেক কম খাবার খেয়ে মানুষ মরু-দ্বীপে কাটিয়েছে দিনের পর দিন।'

'ঠিক বলেছ,' বলল দুই বোন।

কাজেই সবাই একমত হয়ে মিসেস ভিনিকে বাজারে পাঠাল এক শিলিং-এ যতটা সম্ভব ব্র্যান্ডি, সোডা ওয়াটার আর বীফ টী কিনে আনার জন্যে।

'কিন্তু আমরা যদি এখন থেকে আর কিছুই না খাই,' বলল ফিলিস, 'তবু যে-টাকা বাঁচবে তা দিয়ে বাকি জিনিসগুলো কেনা যাবে না।'

'না,' বলল ববি, চিন্তা করছে ভুরু কুঁচকে, 'যাবে না। আমাদের অন্য কোনও উপায় বের করতে হবে। চিন্তা করো সবাই, মাথা খাটাও।'

ভেবেচিন্তে উপায় বের করল ওরা শেষ পর্যন্ত। কিছু লাগবে কি না জানতে ববি মা'র ঘরে গেল, আর বাকি দুজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল এক টুকরো সাদা কাপড়, কাঁচি, একটা বাগানের বেড়া পেইন্ট করবার ব্রাশ আর এক কৌটো কালো রঙ নিয়ে।

ববির বিছানা নিয়ে যাওয়া হয়েছে মা'র ঘরে। রাতে বেশ কয়েকবারই ঘুম ভেঙে গেল ওর; উঠে আগুনটা উস্কে দিল, মাকে দুধ, ওষুধ আর সোডা ওয়াটার খাওয়াল। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে মা, বেশির ভাগই বোঝা গেল না কি বলছে। বাবার নাম উচ্চারণ করল দু-একবার। তারপর হঠাৎ জেগে উঠে ডাকল, 'আম্মু, আম্মু!' ববি বুঝতে পারল নানীকে ডাকছে মা, ভুলেই গেছে কবে মরে গেছে তার আম্মু।

খুব ভোরে নিজের নাম ধরে ডাকতে শুনে লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল ববি, ছুটে গেল মা'র খাটের পাশে।

'ওহ্...আহ্...হ্যাঁ, বোধহয় ঘুমের মধ্যে ডেকেছি, মা। ইশ্‌শ্, আমার হাঁসের ছানাটা একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রে। তোকে এত কষ্ট দিতে খুব খারাপ লাগছে, মা।'

'কষ্ট! কী বলছ, মা?'

'হ্যাঁ, রে সোনামণি! চিন্তা কোরো না, দু-একদিনেই সেরে উঠব।'

টানা দশ ঘণ্টা যার ঘুমানোর অভ্যেস, তাকে যদি ঘুম থেকে চার-পাঁচবার জেগে উঠে এটা-ওটা করতে হয়, তাহলে তার কাছে মনে হয় সারা রাতই বুঝি জেগে আছে। ববিরও সেই অবস্থা। মনে হচ্ছে বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে, আর শক্ত হয়ে আছে চোখের পাতা।

তবু ঘরটা গোছ-গাছ করে ফেলল ডাক্তার আসার আগেই।

সকাল সাড়ে আটটায় এলেন ডাক্তার।

'সব ঠিকমত চলছে তো, হেড নার্স?' দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার। 'ব্র্যান্ডি আনিয়েছ?'

'আনিয়েছি,' বলল ববি, 'ছোট একটা চ্যাপ্টা বোতলে।'

'আঙুর আর বীফ-টী দেখছি না...'

'কাল দেখতে পাবেন,' বলল ববি। 'বীফ টীর জন্যে খানিকটা মাংস জ্বাল দেয়া হচ্ছে চুলোয়।'

'এটা শিখলে কোথায়?' জানতে চাইলেন ডাক্তার হাসিমুখে।

'ছোট বোনের যখন মাম্পস্ হয়েছিল, তখন মাকে দেখেছি করতে।'

'ভেরি গুড,' বললেন ডাক্তার। 'এইবার তোমাদের কাজের মহিলাকে এসে মায়ের কাছে বসতে বলো। তারপর পেট ভরে নাস্তা খেয়ে সেঁটে ঘুম দাও দুপুর পর্যন্ত, কেমন? আমাদের হেড নার্স অসুখে পড়ে গেলে অসুবিধে আছে।'

ন'টা পনেরো টানেলের মুখ থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়তেই ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে তৈরি হলেন তিন বাচ্চার উদ্দেশে হাত নাড়বেন বলে। কিন্তু দেখলেন, আজ সকালে তিনজন নেই ওখানে। শুধু একজন আছে—ছেলেটা। তাও রেইলিঙের ওপর নয়, রেইলিঙের এপারে, মাটিতে। কী যেন দেখাচ্ছে আঙুল তুলে।

পিটারের তাক করা আঙুল অনুসরণ করে বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখতে পেলেন বেড়ার গায়ে পেরেক দিয়ে আটকানো একটা সাদা কাপড়, তার ওপর বড় বড় কালো অক্ষর। কোন কোন অক্ষর একটু চুপসে নিচের দিকে নেমে এসেছে, কিন্তু পড়া যাচ্ছে পরিষ্কার। ওতে লেখা:

স্টেশনে পৌঁছে অনেকেই এদিক-ওদিক তাকাল, কিন্তু বিশেষ কিছুই নজরে না পড়ায় হতাশ হলো। বৃদ্ধ ভদ্রলোকও প্রথমে অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পেলেন না; প্ল্যাটফর্মের নুড়ি পাথর, সকালের উজ্জ্বল রোদ আর স্টেশনের কিনারায় ফরগেট মি নট ফুল বরাবর যেমন থাকে তেমনি রয়েছে। কিন্তু ট্রেনটা যেই হুইসেল দিয়ে চলতে শুরু করবে, অমনি ফিলিসকে দেখতে পেলেন তিনি, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে।

'ওহ্, আমি ভেবেছিলাম, উফ্, বুঝি আর পৌঁছতে পারলাম না। আমার জুতোর ফিতে খালি খুলে যায়, দুই-দুইবার আছাড় খেয়েছি। এই যে, ধরেন।'

গরম, ভেজা-ভেজা একটা কাগজ বৃদ্ধের হাতে ধরিয়ে দিল ফিলিস, আর তখুনি চলতে শুরু করল ট্রেনটা। নিজের আসনে বসে সাবধানে চিঠির ভাঁজ খুললেন তিনি। ওতে লেখা:

জনাব (আমরা আপনার নাম জানি না),

মা অসুস্থ, ডাক্তার যা-যা খেতে বলেছে, মা বলে সে-সব কেনার পয়সা নেই। আমাদের জন্যে মাংস আনাতে পয়সা দিয়েছিল, নিজে সেই মাংসের খানিকটা ঝোল খাবে। আমরা এখানে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না, আর বাবা এখানে নেই, তার ঠিকানাও জানি না। নিচে ডাক্তারের তালিকাটা দিলাম। বাবা আপনার টাকা ফেরত দেবে। আর বাবা সব টাকা যদি হারিয়ে ফেলে, পিটার বড় হয়ে আপনার টাকা ফেরত দেবে। এটা আমরা শপথ করে বলছি।

ইতি পিটার

পুনশ্চ: প্যাকেটটা স্টেশনমাস্টারের হাতে দিলে খুব ভাল হয়, কারণ আপনি কোন্ ট্রেনে চড়ে ফেরত আসেন আমরা

জানি না। তাঁকে বলবেন, এটা পিটারকে দিতে হবে, যে কয়লার ব্যাপারে দুঃখিত। এটা বললেই তিনি আমাদের চিনতে পারবেন।

ইতি রবার্টা
ফিলিস
পিটার

এরপর ডাক্তারের তালিকাটা লেখা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক পুরো চিঠিটা একবার পড়লেন, তাঁর ভুরু উঠে গেল কপালে। তারপর দ্বিতীয়বার পড়লেন। একটু হেসে চিঠিটা পকেটে রেখে দ্য টাইম্‌স্ পত্রিকায় মন দিলেন।

সেই দিন সন্ধে ছয়টার দিকে ওদের পিছনের দরজায় টোকা পড়ল। কে এল দেখতে ছুটে গেল তিনজন একসঙ্গে। দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টেশনের সেই খোশমেজাজী দারোয়ান। রান্নাঘরের দাওয়ায় বড়সড় একটা বাস্কেট নামিয়ে রাখল সে।

'বুড়ো ভদ্রলোক এটা এখানে পৌছে দিতে বললেন।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,' বলল পিটার।

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ দিতে হবে না। শুনলাম তোমাদের আম্মার শরীর খারাপ, সেজন্যে গোটা কয়েক কাঁটা-গোলাপ নিয়ে এলাম। এগুলো শুঁকলে উপকার হবে।' একথা বলে এগিয়ে দিল একগুচ্ছ কাঁটা-গোলাপ।

'আবারও ধন্যবাদ!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলতে বলতে চলে গেল লোকটা।

বাস্কেটের ঢাকনা খুলল ওরা। প্রথমে বেরোল খড়, তারপর বেরোতে থাকল একে একে সব। তালিকার প্রতিটা জিনিস তো রয়েছেই, যথেষ্ট পরিমাণে, আরও অনেককিছু রয়েছে যা চাওয়া হয়নি। পিচফল, এক বোতল পর্ট ওয়াইন, দুটো ছেলা মুরগী, একটা

কার্ডবোর্ডের বাক্সে লম্বা ডাঁটিওয়ালা মস্ত কয়েকটা গোলাপ; সরু, লম্বা একবোতল ল্যাভেন্ডার ওয়াটার, ছোট-ছোট তিনটে শিশিতে রয়েছে ও-ডি-কলোন। সবশেষে একটা চিঠি।

'প্রিয় রবার্টা, ফিলিস ও পিটার,' চিঠিতে লেখা; 'তোমরা যা য়া চেয়েছিলে সবই আছে এখানে। তোমার আম্মা জানতে চাইবেন এগুলো কোত্থেকে এল। তাঁকে বোলো, তাঁর অসুখের খবর শুনে এক বন্ধু পাঠিয়েছে। যখন উনি সেরে উঠবেন, তখন অবশ্য সবকিছু খুলে বলা উচিত হবে। শুনে উনি যদি বলেন এসব চাওয়া তোমাদের ঠিক হয়নি, তাহলে বোলো, আমি বলেছি, তোমরা ঠিকই করেছ। আর বোলো, এসব পাঠিয়ে আমি যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে থাকি, তাহলে আশা করি তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

নিচের স্বাক্ষরের প্রথম দুটো অক্ষর জি.পি. পড়া গেল, পরেরটুকু আর পড়তে পারল না ওরা।

'আমার ধারণা ঠিকই করেছি আমরা,' বলল ফিলিস।

'কোনও সন্দেহ নেই,' বলল ববি।

'যাই বলো,' দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিটার বলল, 'মাকে সব খুলে বললে কি হবে বলা কঠিন।'

'সেরে না ওঠা পর্যন্ত তো আর বলতে যাচ্ছি না,' ববি বলল, 'মা সেরে উঠলে আমরা এতই খুশি হব যে খানিক বকাঝকা করলে গায়েই মাখব না। ওফ্, গোলাপগুলোর দিকে চেয়ে দেখো! যাই, ওপরে মা'র ঘরে সাজিয়ে রাখি গিয়ে।'

'আর কাঁটা-গোলাপ?' সশব্দে নাক টেনে শুঁকল ফিলিস, 'এগুলোর কথা ভুলে যেয়ো না আবার।'

চার

বাস্কেট পৌঁছবার ঠিক চোদ্দদিন পর আরেকটা ব্যানার দেখানো হলো সবুজ ড্রাগনকে। তাতে লেখা:

প্রায় সুস্থ। আপনাকে ধন্যবাদ!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখলেন ওটা ট্রেন থেকে। হাসিমুখে হাত নাড়লেন ওদের উদ্দেশে।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানানো হয়ে যেতেই ওরা টের পেল মাকে সব খুলে বলার সময় এসেছে। বুঝল, ব্যাপারটা যতটা সহজ হবে মনে করেছিল আসলে ঠিক তা নয়। তবু বলতে যখন হবেই, এক সময় বলে ফেলল ওরা।

মহা খাপ্পা হয়ে উঠল মা সব শুনে। মাঝেমধ্যে রাগতে দেখেছে ওরা মা'কে, তবে এত বেশি রাগতে দেখেনি কোনদিন। খুব খানিক চোটপাট করার পর হঠাৎ করেই কাঁদতে শুরু করে দিল মা। কান্না যেহেতু খুবই ছোঁয়াচে, অনেকটা হাম বা হুপিংকাফের মত, একে একে সব কজনের কান্না পেয়ে গেল। শেষে মনে হতে লাগল কান্না-পার্টিতে যোগ দিয়েছে ওরা, সবাই হাপুস নয়নে কাঁদছে।

সবার আগে থামল মা। চোখ মুছে বলল, 'এতটা রেগে যাওয়া আমার উচিত হয়নি, কারণ আমি জানি, তোমরা না বুঝে করেছ কাজটা।'

'খারাপ কোনও মতলব আমাদের ছিল না, মা,' ফোঁপানির ফাঁকে ফাঁকে বলল ববি, পিটার মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল, ফিলিস নাক টানল।

'শোনো, সোনামণিরা,' বলল মা; 'এটা ঠিক যে আমরা গরীব, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যে যতটুকু দরকার তা আমাদের আছে। নিজেদের অসুবিধার কথা মানুষের কানে তোলা ঠিক না। কোনও অবস্থাতেই অপরিচিত কারও কাছে কিছু চাওয়া একদম উচিত না। আর কক্ষনো করবে না এমন কাজ—মনে থাকবে?'

প্রত্যেকে মাকে জড়িয়ে ধরে তার গালে নিজের ভেজা গাল ঘষে শপথ নিল, কথাটা মনে রাখবে।

'আর তোমাদের সেই ভদ্রলোককে আমি একটা চিঠি দেব, তাতে লিখব তোমাদের এই কাজটা আমি অনুমোদন করতে পারিনি···অবশ্য তাঁকে তাঁর সদয় সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ জানাতে কসুর করব না। তোমরা চিঠিটা স্টেশনমাস্টারের হাতে দিয়ে আসবে। ব্যস, এরপর এ নিয়ে আর কোনও কথা উঠবে না।'

চিঠি নিয়ে স্টেশনমাস্টারের কাছে দিয়ে এল ওরা।

'এই না বলে এদিকে তোমাদের কোন বন্ধু নেই?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'নতুন পরিচয় হয়েছে,' বলল পিটার।

'কিন্তু ইনি তো ধারে-কাছে থাকেন না।'

'না। রেলপথে পরিচয়।'

ছোট্ট জানালার ওপাশে, যেখান থেকে টিকেট বিক্রি করা হয়, সেই কামরাটায় ঢুকে পড়লেন স্টেশনমাস্টার, ছেলেমেয়েরা চলে এল দারোয়ানের কামরায়। অনেক কিছু জানা গেল তার কাছে—তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো: ওর নাম হচ্ছে পার্ক্‌স্, বিবাহিত, তিনটে বাচ্চা আছে বাড়িতে, এঞ্জিনের সামনের ওই বাতিকে বলা হয়

হেডলাইট, আর পেছনের দুটোকে বলে টেইললাইট।

'কাজেই,' নিঃসন্দেহ হয়ে ফিসফিস করে বলল ফিলিস, 'বোঝা গেল যে ট্রেনগুলো আসলেই ছদ্মবেশী ড্রাগন, মাথা-লেজ সবই আছে।'

এইদিনই প্রথম ওরা লক্ষ করল সব এঞ্জিন একরকম নয়। পার্ক্‌স্‌কে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, 'কি করে হবে একরকম? একেকটা তো একেক কাজের জন্যে। তোমার আর আমার চেহারায় যতটা অমিল, ওদেরও একটার সঙ্গে আরেকটার চেহারায় ততটাই অমিল। এই যে একটু আগে একা একা ছোট একটা এঞ্জিন এদিক থেকে ওদিকে গেল, ওটাকে ট্যাঙ্ক বলে, ওদের কাজ শান্টিং করা। মালগাড়ির এঞ্জিন বড়ও হয়, খুব শক্তিশালীও হয়—দুইদিকে তিনটে করে ছয়টা চাকা। আর মেইন-লাইন এঞ্জিন হচ্ছে আরেক রকম, যেমন শক্তি তেমনি স্পীড—ন'টা পনেরো আপ হচ্ছে মেইন-লাইন এঞ্জিন।'

'আমরা নাম দিয়েছি সবুজ ড্রাগন,' বলল ফিলিস।

'আর আমরা নাম দিয়েছি শামুক,' বলল দারোয়ান, 'প্রায়ই লেট হয় ওর পৌঁছতে।'

পরদিন ববির জন্মদিন। সেদিন দুপুরে তাকে সরে থাকতে বলা হলো বিকেল পর্যন্ত।

'তুমি যাতে দেখতে না পাও তোমাকে অবাক করে দেয়ার জন্যে আমরা কে কি করছি,' ব্যাখ্যা করে বলল ফিলিস।

একা একা বাগানে ঘুরতে চলে গেল ববি। যদিও ভাই-বোনদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে, তবু ওর মনে হলো ওদের কাজে সাহায্য করতে পারলে অবাক হওয়ার চেয়ে বেশি ভাল লাগত।

যাই হোক, একা হয়ে যাওয়ায় ভাবনার সময় পেল ববি। ওর মনে পড়ল জ্বরের ঘোরে একদিন কি বলেছিল মা। বলেছিল,

'ইশ্‌শ্‌, না জানি কত টাকার বিল আসবে ডাক্তারের!'

গোলাপ ঝাড়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে হাঁটছে ববি, লাইল্যাক আর সিরিঙ্গাস ঝোপের পাশ দিয়ে হাঁটছে, করমচা গাছের ধার ঘেঁষে হাঁটছে—কিন্তু ডাক্তারের বিলের কথাটা আর ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। বাগানের একপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঢালু একটা মাঠ বেয়ে উঠে চলে এল খালের পাশের রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের কাছে চলে এল ববি। এখানেই রাস্তাটা খাল পেরিয়ে গ্রামের দিকে গেছে। এখানেই অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল ও। রোদে গরম হয়ে থাকা ব্রিজের পাথরে কনুই ঠেকিয়ে খালের নীল পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগছে ওর।

দুটো কারণে ওদের কাছে এই খালটা রেলওয়ের সমান প্রিয় হতে পারেনি। প্রথম কারণ রেলওয়েটাই প্রথম দেখতে পেয়েছে ওরা—প্রথম দিন এখানে পৌঁছেই চোখে পড়েছে ওদের রেল লাইন। খালটা পেয়েছে ওরা কয়েকদিন পরে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে রেলওয়ের সবাই ওদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছে—স্টেশনমাস্টার, দারোয়ান পার্ক্‌স্‌, সেই দয়ালু বৃদ্ধ ভদ্রলোক—সবাই। কিন্তু খালের লোকজন ওদের সঙ্গে মোটেই ভাল আচরণ করেনি।

খালের লোক মানে ওই বজরাগুলো যারা চালায়, বা গুণ টানা ঘোড়ার পাশে যারা হাঁটে খালের কিনার দিয়ে। পিটার একবার ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিল কয়টা বাজে; উত্তরে লোকটা 'ভাগো, ভাগো, সরে যাও এখান থেকে' বলে এমন কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল যে ভয় পেয়ে সরে এসেছিল ও ওখান থেকে।

আরেকদিন মাছ ধরতে গিয়েছিল ওরা খালে; বজরা থেকে

একটা ছেলে ওঁদের দিকে কয়লার টুকরো ছুঁড়ে মেরেছিল। একটা পাথর তো ফিলিসের ঘাড়ে এসে লেগেছিল—ভাগ্যিস ও তখন জুতোর ফিতে বাঁধার জন্যে সামনে ঝুঁকছিল, তাই তেমন ব্যথা পায়নি। কিন্তু সেই থেকে মাছ ধরার উৎসাহ বোধ করেনি ওরা আর।

ব্রিজের ওপর রয়েছে বলে ববির মনে কোনও ভয় নেই, কারণ কোনও বজরা থেকে কোনও দুষ্টু ছেলে যদি কয়লা ছুঁড়তে চায়, আগেভাগেই দেখে ফেলবে ও ওপর থেকে, চট্ করে মাথা নামিয়ে নিতে পারবে দেয়ালের এপাশে।

কিছুক্ষণ পরেই, যা ভেবেছিল, গাড়ির চাকার শব্দ কানে এল ওর। ও জানে, এই এক্কাগাড়িতে করেই চলাফেরা করেন ডাক্তার। ওকে দেখেই গাড়ি থামালেন ডাক্তার, হাঁক ছাড়লেন, 'এই যে, হেড নার্স! কি খবর? কোথাও পৌঁছে দিতে হবে?'

'আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি আমি,' বলল ববি।

'তোমার মায়ের শরীর আবার খারাপ হয়নি তো?'

'না। কিন্তু…'

'উঠে পড়ো তাহলে, চলতে চলতে শুনব তোমার কথা।'

গাড়িতে উঠে বসল রবার্টা, বাদামী রঙের ঘোড়ার মুখ উল্টোদিকে ঘোরালেন ডাক্তার অনেক সাধাসাধি করে। বোঝা গেল, খামোকা ঘোরাঘুরি পছন্দ করছে না ঘোড়াটা, কতক্ষণে বাড়ি ফিরে খাবার পাবে, সেদিকেই পড়ে রয়েছে মন।

'বাহ্, বেশ তো লাগে!' বলল ববি খাল-পারের রাস্তা ধরে এক্কাগাড়িটা ছুট শুরু করতেই।

'এখান থেকে তোমাদের তিন-চিমনির যে-কোনটার ভেতরে ইঁট ফেলা যায়, তাই না?' বললেন ডাক্তার। ওরা তখন বাড়ি ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ। তবে হাতের টিপ খুব ভাল হতে হবে।'

'কি করে জানলে আমার হাতের টিপ ভাল না?' বললেন ডাক্তার। 'যাক্, এবার বলো দেখি সমস্যাটা কি?'

ড্রাইভিং অ্যাপ্রনের একটা হুক নাড়াচাড়া করছে ববি।

'কি হলো, বলে ফেলো, খুকি!' তাড়া দিলেন ডাক্তার।

'বলা খুব কঠিন,' বলল ববি। 'কারণ, মা যা বলছিল…'

'কি বলছিলেন তোমার মা?'

'মা বলেছিল, আমরা যে গরীব একথা সবাইকে বলা ঠিক নয়। কিন্তু আপনি তো আর সবাই না, তাই না?'

'নিশ্চয়ই না,' বললেন ডাক্তার খুশি-খুশি গলায়। 'তারপর?'

'মানে, ডাক্তারদের ফী অনেক। কিন্তু মিসেস ভিনি বলছিল, একটা ক্লাবের সদস্য হলে নাকি সপ্তাহে দুই পেন্সের বেশি লাগে না…'

'বলেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। বলেছে আপনি মস্ত বড় একজন ডাক্তার। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার খরচ ও যোগাল কি করে, কারণ আমাদের চেয়ে ও বেশি গরীব। ও তখন ক্লাবের কথা বলল। আমি ভাবলাম, আপনাকে জিজ্ঞেস করব, মানে, মা খুব চিন্তায় পড়েছে তো, মানে, আমরা কি ওই ক্লাবে ঢুকতে পারি না? মিসেস ভিনিদের মতন?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন ডাক্তার। তিনি নিজেও অভাবগ্রস্ত, খুশি হয়ে উঠেছিলেন নতুন একটা পরিবারের চিকিৎসার ভার পেয়ে। কি বলবেন বুঝতে পারলেন না কিছুক্ষণ।

'আমার ওপর রাগ করেছেন আপনি?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল ববি।

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন ডাক্তার।

'রাগ করব? কি করে? তুমি এত চমৎকার একটা ছোট্ট

ভদ্রমহিলা, তোমার ওপর কেউ রাগ করতে পারে? শোনো, তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। তোমার মার সঙ্গে আমি বুঝব, কেমন?' গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন ডাক্তার। 'ডাক্তারের বিল নিয়ে তুমি কিচ্ছু ভেবো না, অত ভাবলে তুমিই অসুখে পড়ে যাবে, তখন এই খালের সমান লম্বা একটা বিল পাঠাব আমি। ঠিক আছে?'

বাড়ির কাছে ওকে নামিয়ে দিলেন ডাক্তার। ববির মনে হলো, ডাক্তারকে এসব বলে ও কোন অন্যায় করেনি। খুশি মনে ঢাল বেয়ে নেমে এল বাগানের কাছে।

পিছন দরজায় দেখা হলো ফিলিস ও পিটারের সঙ্গে। ওদেরকে অস্বাভাবিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। ফিলিসের মাথায় একটা লাল ফিতের ফুল। ববি নিজেকে ঠিক-ঠাক করে নিতেই 'ঠুন' করে বেজে উঠল একটা ঘণ্টা।

'এই যে!' বলল ফিলিস, 'এর মানে, সবাই তৈরি। আরেকবার বেল বাজলেই তুমি ডাইনিং-রূমে ঢুকতে পারবে।'

অপেক্ষায় থাকল ববি।

'ঠুন, ঠুন!' দুইবার বাজল ঘণ্টা। লাজুক লাজুক ভাব করে খাবার ঘরে ঢুকল ববি। ঢুকেই মনে হলো অন্য এক আলো, ফুল আর গানের জগতে প্রবেশ করেছে। মা, পিটার ও ফিলিস দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের ও-মাথায়। জানালার খড়খড়ি বন্ধ, টেবিলের ওপর জ্বলছে বারোটা মোমবাতি। গোটা টেবিল ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো, ববির দিকে ফরগেট-মি-নটের একটা মালা। আর আছে রঙিন কাগজে মোড়া কয়েকটা প্যাকেট।

গান শেষ হতেই সবাই একযোগে চেঁচিয়ে উঠল: 'থ্রী চিয়ার্স ফর ববি!' তারপর ঘরের ছাত ফাটিয়ে দেয়ার জন্যে হুঙ্কার ছাড়ল তিনবার: 'হিপ্-হিপ্-হুররে, হিপ্-হিপ্-হুররে, হিপ্-হিপ্-হুররে!'

খুশিতে কান্না পেল ববির, কিন্তু সে-সুযোগ পাওয়া গেল না,

তার আগেই সবাই একে একে বুকে টেনে নিয়ে চুমো খেল ওকে।

'এবার উপহারগুলো খোলো, দেখা যাক,' বলল মা।

চমৎকার সব উপহার। লাল আর সবুজ রঙের একটা নীডল-বুক অনেক যত্নে তৈরি করেছে ফিলিস আড়ালে আবডালে। মা'র দেয়া সুন্দর একটা রূপার ব্রূচ। মিসেস ভিনির দেয়া এক জোড়া কাঁচের ফুলদানী।

মোটাসোটা ফুলের মালাটা মুকুটের মত করে পরিয়ে দিল মা ববির মাথায়।

'এবার টেবিলের দিকে তাকাও,' বলল মা।

খাঁচাটা তুলতেই দেখা গেল 'ডিয়ার ববি' লেখা বড়সড় একটা কেক, সঙ্গে জ্যাম ও বনরুটি। টেবিলে রাখা প্রতিটা প্লেটের চারপাশে ফুল সাজিয়ে নকশা আঁকা হয়েছে।

'আর এই হচ্ছে আমার উপহার,' বলেই নিজের প্রাণ প্রিয় রেল এঞ্জিনটা রাখল পিটার ববির সামনে। পেছনের ছাদ খোলা বগিটা লজেন্স-চকোলেটে ভরা।

অভিভূত হয়ে পড়ল ববি পিটারের উপহার পেয়ে, বলল, 'তোমার প্রিয় এঞ্জিনটা কেন দিতে গেলে, পিটার?'

'না, না,' চট্ করে বলল পিটার, 'এঞ্জিন না। শুধু লজেন্স-চকোলেটগুলো।'

একটু লাল হলো ববির মুখটা। এঞ্জিন না পেয়ে হতাশ হয়েছে তা নয়; ও যে ভেবেছিল ওটা পিটার ওকে দিয়ে দিচ্ছে সেজন্যে লজ্জা পেল। ব্যাপারটা টের পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেল পিটারও, একটু ইতস্তত করে বলল, 'মানে, সবটা এঞ্জিন নয়, চাইলে তোমাকে অর্ধেকটা দিতে পারি।'

'সুন্দর উপহার,' বলল ববি। মনে মনে ঠিক করল যেমন করে পারে এঞ্জিনটা সারিয়ে পিটারকে ফেরত দেবে।

এরপর কেক কাটা হতেই শুরু হলো চা পর্ব।

চমৎকার কাটল ববির জন্মদিনটা। চায়ের পর খেলা। মজার মজার খেলা শেষ হতে হতে শুতে যাওয়ার সময় হলো। অপূর্ব এক নতুন গল্প শোনাল মা। তারপর গুড নাইট।

'তুমি কি রাত জেগে লিখবে, মা?' জানতে চাইল ববি।

'না, মা। তোমার বাবাকে চিঠি লিখেই শুয়ে পড়ব।'

শুয়ে পড়ার বেশ অনেকক্ষণ পর ববির মনে হলো: উপহারগুলো আরেকবার দেখি। মা'র ঘরে আলো দেখে চোখ রাখল ও দরজার ফাঁকে। চিঠি লিখছে না মা, দুই বাহু টেবিলে রেখে তার ওপর কপাল ঠেকিয়ে বসে আছে। মা'র দুঃখে ছোট্ট বুকটা ফেটে যেতে চাইল ববির। কিন্তু কিচ্ছু না বলে সরে এল সে, নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাবল, মা তার মনের অবস্থা আমাদের জানতে দিতে চায় না, কাজেই জানব না আমি, জানতে চাইব না। গভীর বিষাদের মধ্যে শেষ হলো ওর জন্মদিন।

পরদিন সকাল থেকেই ভাবতে শুরু করল ববি পিটারের এঞ্জিনটা কি করে গোপনে সারানো যায়। দুপুরেই এসে গেল সুযোগ।

কাছের শহরে টুকটাক কেনা-কাটা করতে মা প্রায়ই যায় ট্রেনে চড়ে। বাবার চিঠি যেদিন পোস্ট করে সেদিন তো যাবেই—কারও হাতে দেয় না মা বাবার চিঠি, এ-গ্রামেও পোস্ট করে না। অবশ্য শহরে যেতে হলে প্রায়ই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নেয়। আজও সবাইকে চট্ করে তৈরি হয়ে নিতে বলল মা। পিটার ও ফিলিস তো খুশিতে লাফাচ্ছে। ববির ইচ্ছে নেই সাথে যাওয়ার, কিন্তু উপযুক্ত কোন ছুতো খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ করেই পাওয়া গেল ছুতো: রান্নাঘরের একটা পেরেকে লেগে ওর জামার সামনের দিকটা ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল। তখন আর পোশাক পাল্টাবার সময় নেই। ওকে

সহানুভূতি জানিয়ে বাকি সবাই চলে গেল স্টেশনে ট্রেন ধরতে।

কাপড় বদলে রেল লাইন ধরে স্টেশনের দিকে চলল ববি। খেলনা এঞ্জিনটা বাদামী কাগজে মুড়ে নিয়েছে। ডাউন ট্রেন যখন থামে তখন এঞ্জিনটা থাকে প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় এদিকে মুখ করে, ঠিক ওই পানির ট্যাঙ্কের নিচে। ট্যাঙ্ক থেকে নেমে আসা লম্বা একটা হাতীর শুঁড়ের মত হোজ-পাইপ দিয়ে তখন পানি খাওয়ানো হয় এঞ্জিনকে। কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে বসে রইল সে আগামী ট্রেনের অপেক্ষায়।

একটা ট্রেন এসে দাঁড়াতেই লাইন টপ্‌কে এঞ্জিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। এত কাছ থেকে আর কোনদিন এঞ্জিন দেখেনি ও। খুব শক্ত আর বিশাল দেখাচ্ছে ওটাকে, পাশে নিজেকে মনে হচ্ছে খুবই দুর্বল, নরম আর ছোট্ট। উঠে পড়ল ও এঞ্জিনে ওঠার প্রথম ধাপে।

এঞ্জিন ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান ওকে দেখতে পেল না, তারা ওপাশের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দারোয়ান পার্ক্‌স্‌কে শোনাচ্ছে একটা কুকুর আর এক খাসীর ঠ্যাঙের গল্প।

'এই যে, একটু শুনবেন?' বলল ববি, কিন্তু এঞ্জিনের ফোঁস ফোঁস আওয়াজে কেউ শুনতে পেল না।

'এই যে, এঞ্জিনিয়ার সাহেব,' আরেকটু জোরে বলল ববি, কিন্তু একই সঙ্গে এঞ্জিনটাও আওয়াজ করে ওঠায় ওর নরম গলা কানে গেল না কারও।

ববি বুঝল, ওপরে উঠে কোট ধরে না টানলে ওরা টেরই পাবে না ওর অস্তিত্ব। বাকি দুটো ধাপ বেশ উঁচু, হাঁটু ঠেকিয়ে উঠতে হলো—কিন্তু উঠেই হোঁচট খেয়ে পড়ল কয়লার গাদায়। ওর মনে হলো দরকারের চেয়ে অনেক বেশি আওয়াজ করছে এঞ্জিনটা। ঠিক যখন আছাড় খেল ববি, পাশ ফিরল এঞ্জিন-ড্রাইভার, হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে রওনা হয়ে গেল। ববিকে দেখতে পায়নি লোকটা। ববি

যখন সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, ট্রেন তখন চলছে—যদিও খুব জোরে না, কিন্তু ওর নেমে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট জোরে।

এক মুহূর্তে অনেকগুলো ভয়াবহ চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। ও জানে, এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো কখনও কখনও একটানা কয়েকশো মাইল গিয়ে তারপর থামে—এটা যদি সেই রকম ট্রেন হয়? বাড়ি ফিরবে সে কি করে? ফিরতে হলে টাকা দরকার, টাকা কোথায় ওর কাছে? তাছাড়া এখানে আমি কি করছি—এর কি জবাব? এরা যদি চোর মনে করে পুলিশে দেয়, তাহলে? এদিকে ট্রেনের গতি বাড়ছে তো বাড়ছেই।

দু'বার কথা বলার চেষ্টা করল ও, কিন্তু আওয়াজ বেরোল না। লোক দুজন ওর দিকে পেছন ফিরে আছে। পানির কলের মত দেখতে অনেকগুলো চাবি এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে কাছের আস্তিনটা ধরে টান দিল ববি। চমকে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। আধ মিনিট কেউ কোনও কথা বলল না, তারপর একই সঙ্গে নীরবতা ভঙ্গ করল দুজনই।

লোকটা বলে উঠল, 'দেখো, দেখো, একটা ফুলের কুঁড়ি দেখা যায়!'

ডুকরে কেঁদে উঠল রবার্টা।

দ্বিতীয় লোকটা ফায়ারম্যান, রেগে উঠে বকা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু এতই অবাক হয়েছে যে গলার স্বরে তিক্ততা আনতে পারল না। বলল, 'তুমি একটা দুষ্টু বেয়াড়া মেয়ে, বুঝেছ?' বলতে বলতে চোখ দুটো হাসি-হাসি হয়ে উঠল ওর।

'দুষ্টু হলেও লক্ষ্মী একটা পরী মনে হচ্ছে আমার কাছে। বসো, এইখানটায় বসে পড়ো,' একটা লোহার সীট দেখাল এঞ্জিন ড্রাইভার। 'হ্যাঁ, এই তো, ভাল মেয়ে। এবার কান্না থামিয়ে বলো দেখি, আসলে ব্যাপারখানা কি? কোত্থেকে উদয় হলে?'

কান্না থামাল ববি। আসলে আপনিই থেমে গেল কান্না যখন ভাবল পিটার এঞ্জিনে ওঠার এই সুযোগের বিনিময়ে নিজের একটা কান কেটে দিতে দ্বিধা করত না। কতদিন আলাপ করেছে ওরা: যদি কোনও মহানুভব এঞ্জিন ড্রাইভার ওদের নিত সঙ্গে! চোখ মুছে লম্বা করে নাক টানল ববি।

'এইবার,' ফায়ারম্যান বলল, 'বলে ফেলো! এর মানেটা কি, আসল ব্যাপারটা কি।'

'বলছি,' আবার নাক টানল ববি।

এঞ্জিন ড্রাইভারের হাসি-হাসি মুখ দেখে সাহস ফিরে পেল ববি। 'লাইনে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলাম, কিন্তু আপনারা শুনতে পাননি। আমি ভেবেছিলাম ওপরে উঠে আপনার কোটের হাতা ধরে টান দেব—খুব জোরে না, আস্তে করে—কিন্তু তখনই কয়লায় পা বেধে পড়ে গেলাম। আপনারা ভয় পেয়ে থাকলে আমি খুব দুঃখিত। দয়া করে রাগ করবেন না, আমি সত্যিই দুঃখিত।' আবার নাক টানল সে।

আবার যেন ও কেঁদে না ফেলে সেজন্যে চট্ করে বলল ফায়ারম্যান, 'না, না, ততটা রাগ আসলে করিনি আমরা, তার চেয়ে বেশি কৌতূহলী হয়েছি। রোজ রোজ তো আর ছোট্ট একটা মেয়ে আকাশ থেকে আমাদের কয়লায় এসে পড়ে না, কি বলো, বিল? কিন্তু কেন এসেছ বলো তো, বাছা?'

'হ্যাঁ, সেইটাই আসল কথা,' বলল এঞ্জিন ড্রাইভার, 'কারণটা কি?' বলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল লোকটা। 'কোনও ভয় নেই, খুলে বলো সব।'

'আমি...আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, দয়া করে এটা ঠিক করে দিতে পারবেন কি না,' বলে কয়লার স্তূপ থেকে বাদামী কাগজে মোড়া প্যাকেটটা তুলে সুতার গিঁঠ খুলতে শুরু করল কাঁপা হাতে।

পা দুটো আগুনের আঁচ লেগে গরম হয়ে উঠেছে ওর, কিন্তু মুখে-গলায় ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ার পরশ। এঞ্জিনটা কাঁপছে, দুলছে আর খটাখট আওয়াজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, দম ছাড়ছে ফোঁস ফোঁস শব্দে। একটা ব্রিজের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো তালা লেগে যাবে কানে।

ঢাকনা খুলে আগুনের মধ্যে আরও কিছু কয়লা দিল ফায়ারম্যান।

'আমি মনে করেছিলাম আপনারা যখন এঞ্জিনিয়ার, হয়তো এটা ঠিক করতে পারবেন।'

ছোট্ট এঞ্জিনটা দেখে চোখ দুটো চকচক করে উঠল এঞ্জিন ড্রাইভারের, হাতে নিয়ে দেখছে উল্টেপাল্টে; ফায়ারম্যানও তাকিয়ে রয়েছে অপলক দৃষ্টিতে।

'আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার!' মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার, বলল, 'তোমার কি করে ধারণা হলো এসব খেলনা মেরামত করি আমরা?' চোখ টিপল সে ফায়ারম্যানের উদ্দেশে।

'এ রকম ধারণা করিনি,' বলল ববি, 'আমি জানতে চেয়েছিলাম পারবেন কি না। বড়রা অনেক কিছু পারে কি না, তাই।'

'তোমাদের বাড়িতে বড় কেউ নেই? তোমার বাবা কোথায়?'

'বাবা অনেকদিন বাড়িতে আসে না। মা'র সঙ্গে আমরা তিন ভাই-বোন গ্রামে চলে এসেছি।'

কি বুঝল সে-ই জানে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ও। আচ্ছা, শোনো এখন। আমার কাজ এঞ্জিন চালানো, ওগুলো মেরামত করা নয়—বিশেষ করে এরকম পিচ্চি এঞ্জিন। এখন বলো দেখি, তোমাকে ফেরত পাঠাই কি করে? আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে?'

'আগামী স্টেশনে আমাকে নামিয়ে দিন, আর একটা থার্ড ক্লাস

টিকিটের টাকা ধার দিন। আগামী কালই আপনার ধার আমি শোধ করে দেব। প্রমিজ।'

'তুমি ছোটখাট, কিন্তু আস্ত এক ভদ্রমহিলা দেখা যাচ্ছে,' বলল বিল। গলার সুর নরম হয়ে এসেছে। 'তুমি যাতে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছতে পারো সেটা আমরা দেখব। আর এই এঞ্জিনটা—জিম, সোল্ডারিং আয়রন চালাতে পারে এমন কোনও দোস্ত নেই তোমার? মনে হচ্ছে একটা-দুটো জায়গায় ঝালাই করলেই ঠিক হয়ে যাবে এটা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবাও ঠিক এই কথাই বলেছিল!' পিতলের একটা ছোট্ট চাকাকে আপনা-আপনি ঘুরতে দেখে চট্ করে আঙুল তুলে দেখাল, 'ওটা কি, ওটা দিয়ে কি হয়?'

'ওকে বলে ইঞ্জেক্টার।'

'ইন্...কি?'

'ইঞ্জেক্টার, বয়লারটা ভরার জন্যে।'

মনে মনে বার কয়েক নামটা উচ্চারণ করে মুখস্থ করে নিল ববি, তারপর বলল, 'খুব মজার তো! আর ওইটা?'

'ওটা হচ্ছে অটোমেটিক ব্রেক,' মেয়েটার আগ্রহ দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠল বিল। 'তুমি এই ছোট্ট হ্যান্ডেলটা ওদিকে সরিয়ে দাও, এক আঙুলেই পারবে—পুরো ট্রেন থেমে দাঁড়াবে তোমার ইশারায়।'

'তারপর পাঁচ পাউন্ড ফাইন দেব কোত্থেকে?'

হা-হা করে হাসল ড্রাইভার। ঘড়ির মত দেখতে ছোট দুটো ডায়ালের দিকে ওকে চাইতে দেখে বলল, ওগুলোর একটা দেখাচ্ছে বয়লারে কতটা বাষ্প আছে, আর পাশেরটা ব্রেক ঠিক আছে কি না তার ইন্ডিকেটার।

ইতোমধ্যে জিমের মনে পড়েছে, তার এক চাচাত ভাইয়ের

শালা সোল্‌ডারিঙের কাজ করে, ওকে দিয়ে এঞ্জিনটা মেরামত করানো যাবে, না পারলে ওর ওস্তাদকে দিয়ে ঠিক করিয়ে দেবে। অল্পক্ষণেই ববির মনে হলো, বিল আর জিমের সঙ্গে তার আজীবনের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে; ওর এই হুট করে এঞ্জিনের ভেতর ঢুকে পড়ায় ওদের মনে আর কোনও ক্ষোভ নেই।

স্ট্যাকপুল জাংশনে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বিদায় দিল ওরা ববিকে। উল্টোদিকে মুখ করা এক ট্রেনের গার্ডের হাতে তুলে দিল ওরা ওকে। লোকটা ওদের বন্ধু। ফিরতি পথে গার্ডের কাজকর্মও জানা হয়ে গেল ওর। কেউ কমিউনিকেশন কর্ডে টান দিলেই কি করে চোখের পলকে গার্ড এসে হাজির হয় বোঝা গেল; কেউ কর্ড টানলেই গার্ডের নাকের সামনে একটা চাকা ঘুরে যাবে, আর কানের কাছে জোরে বেজে উঠবে একটা বেল।

বিকেলে নাস্তার সময় বাড়িতে পৌঁছল ববি। মনে মনে কাপড় ছিঁড়ে দেয়ার জন্যে পেরেকটাকে ধন্যবাদ দিল। এতসব অভিজ্ঞতার পর ভেতর ভেতর দারুণ উত্তেজিত, কিন্তু বাইরে শান্ত একটা ভাব বজায় রাখল।

'কোথায় গেছিলে?' সবাই জিজ্ঞেস করল।

'কেন, স্টেশনে,' জবাব দিল ববি। কিছুতেই একটা কথাও বলা যাবে না এখন।

নির্ধারিত দিনে রহস্যময় হাসি হেসে ভাই-বোনকে নিয়ে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলো ববি। দুই হাতে দুটো ফুলের তোড়া। তিনটে উনিশ স্টেশনে এসে থামতেই ওর বন্ধু বিল ও জিমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল পিটার আর ফিলিসের। দেখা গেল, জিমের চাচাত ভাইয়ের শালা সত্যিই কাজ জানে, একদম নতুনের মত হয়ে গেছে খেলনা এঞ্জিনটা।

আন্তরিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তিন ভাই-বোন হাত নেড়ে বিদায় জানাল বিল ও জিমকে। লম্বা সিটি বাজিয়ে চলে গেল তিনটে উনিশ

মেইল ট্রেন ফুলের তোড়া নিয়ে।

প্রাণপ্রিয় এঞ্জিনটা বুকে জড়িয়ে ধরে আছে পিটার, পাহাড় বেয়ে বাড়ি ফেরার পথে একে একে সব ঘটনার বিবরণ শোনাল ববি ওদের—আনন্দে নাচছে ওর হৃদয়।

পাঁচ

একদিন একাই গেল মা মেইডব্রিজ শহরে। কথা থাকল, ছেলেমেয়েরা স্টেশনে যাবে মা'কে আনতে। ট্রেন আসবার এক ঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেল ওরা স্টেশনে। মাসটা জুলাই হলেও খুব ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। সকাল থেকেই গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, ওরা স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই নামল তুমুল বর্ষণ। সেই সঙ্গে প্রবল হাওয়া গাঢ় বেগুনী রঙের মেঘের ঝাঁককে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আকাশের এদিক থেকে ওদিকে। 'ঠিক যেন একপাল স্বপ্ন-হাতী,' বলল ফিলিস। 'আর বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দেখো, যেন শত্রুপক্ষের তীর। মনে হচ্ছে আক্রান্ত এক দুর্গের ভেতর রয়েছি!'

'ভালই করেছি, মা'র ছাতা আর বর্ষাতিটা সঙ্গে এনেছি,' বলল ববি। 'যা শুরু হয়েছে!'

অল্পক্ষণেই খেলায় মেতে গেল ওরা, নিজেদের তৈরি করা নানান ধরনের খেলা। এমনি সময়ে গুম্-গুম্ করে স্টেশনে এসে ঢুকল একটা ট্রেন। এঞ্জিনের জানালায় বিলকে দেখে ছুট দিল ওরা। কুশল বিনিময়ের পর খেলনা এঞ্জিনের খবর জানতে চাইল জিম।

বিদায়ের আগে ছোট ছোট তিনটে প্যাকেট গুঁজে দিল ববি জিমের হাতে। প্রত্যেকটিতে নাম লেখা আছে, ভেতরে ববির নিজ হাতে তৈরি করা চকোলেট। একটা জিমের জন্যে, একটা বিলের জন্যে, আর একটা চাচাত ভাইয়ের শালার জন্যে। অবাক হলেও খুব খুশি হলো ওরা ববির আন্তরিকতা দেখে, কথা দিল, একদিন পিটারকে এঞ্জিনে চড়াবে।

'এইবার সরে দাঁড়াও, ছোট্ট বন্ধুরা!' হাঁক ছাড়ল বিল, 'চললাম!'

ট্রেনের টেইললাইট দুটো যখন বাঁক পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, ওরা ফিরল দারোয়ানের কামরায় যাবে বলে। কিন্তু গেটের কাছে বড়সড় জটলা দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা।

'ব্যাপার কি!' চেঁচিয়ে উঠল পিটার খুশি হয়ে, 'কিছু একটা হচ্ছে, চলো দেখিগে!'

এক দৌড়ে চলে এল ওরা জটলার কাছে, কিন্তু এক দঙ্গল লোকের পিঠ আর কনুই দেখতে পাচ্ছে শুধু, ভেতরে কি তা দেখার উপায় নেই। প্রত্যেকটা লোক কথা বলছে একযোগে। অগত্যা এই কথা থেকেই আঁচ করবার চেষ্টা করল ওরা।

'আমার মনে হচ্ছে লোকটা আমাদের মতই এদেশী,' বলল দাড়ি গোঁফ কামানো এক লোক; খুব সম্ভব চাষাবাদ করে।

'আর আমি বলব: পুলিশ কেস!' কালো ব্যাগ হাতে একজন কমবয়েসী লোক বলল।

'উঁহুঁ, পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে…'

এবার স্টেশনমাস্টারের কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, 'হয়েছে, এবার যে-যার কাজে যান। ভিড় কমান, ভাই, ভিড় কমান; আমি দেখছি ব্যাপারটা।'

কিন্তু নড়ছে না কেউ। এবার একটা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে গেল ছেলেমেয়েরা। বিদেশী ভাষায় কথা বলছে লোকটা—কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। জার্মান বা ফ্রেঞ্চ নয়, ল্যাটিনও নয়—কারণ,

তাহলে পিটার কিছুটা হলেও বুঝতে পারত। এ একেবারে অচেনা কোনও ভাষা।

শুধু বাচ্চারা নয়, ভিড়ের একজনও বুঝল না একবর্ণ।

'বলে কী ব্যাটা?' জিজ্ঞেস করল চাষী।

'আমার কাছে ফ্রেঞ্চ মনে হচ্ছে,' বললেন স্টেশনমাস্টার।

'না, ফ্রেঞ্চ না!' চেঁচিয়ে বলল পিটার।

একাধিক গলায় প্রশ্ন ছুটে এল, 'তাহলে কী?' পিটারকে দেখার জন্যে ভিড়টা একটু ফাঁক হলো, দিব্যি তার মধ্যে সেঁধিয়ে একেবারে সামনের সারিতে চলে গেল সে।

'ঠিক কোন্ ভাষা তা জানি না,' বলল পিটার, 'কিন্তু এটুকু জানি, এটা ফ্রেঞ্চ না।' কথাটা বলেই দেখতে পেল ও লোকটাকে। বুঝল, এই লোকই বিচিত্র ভাষায় কথা বলে উঠেছিল একটু আগে। লম্বা চুল, চোখ দুটো বুনো, ময়লা জামা-কাপড় ভিন্ন ঢঙে ছাঁটা—লোকটার হাত আর ঠোঁট কাঁপছে। পিটারকে দেখেই আবার কথা বলে উঠল।

'না, ফ্রেঞ্চ না,' ঘোষণা করল পিটার।

'কথা বলে দেখো না, তুমি যদি এতই ফ্রেঞ্চ জানো,' বলল চাষী।

'পাখলে ভু ফ্রংসে?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

দেয়ালে হেলান দিয়ে ছিল লোকটা এতক্ষণ, পিটারের কথা শুনেই এক লাফে সামনে এসে পিটারের হাত চেপে ধরল। লোকটাকে আচমকা লাফ দিতে দেখে দুই কদম পিছিয়ে গেল ভিড়। কিন্তু লোকটা এখন হড়বড় করে কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছে দেখে চেপে এল আবার।

'এইটা…এইটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ,' ঘাড় ফিরিয়ে ভিড়ের উদ্দেশে বলল পিটার এক ফাঁকে।

'কি বলছে লোকটা?'

'তার আমি কি জানি?' জবাব দিল পিটার। 'অতটা বুঝি না।'

'এই যে,' আবার বললেন স্টেশনমাস্টার, 'যান তো, ভাই, আপনারা। দয়া করে নিজ-নিজ কাজে যান। আমি দেখছি কি করা যায়।'

কয়েকজন কেটে পড়ল। ফিলিস আর ববি এই সুযোগে পিটারের কাছে চলে এল। ওদের তিনজনকেই স্কুলে ফ্রেঞ্চ পড়ানো হয়েছে, এখন দুঃখ হচ্ছে—কেন মন দিয়ে শেখেনি।

লোকটার উদ্দেশে মাথা নাড়ল পিটার, অর্থাৎ কিচ্ছু বুঝছি না, আমার বিদ্যার দৌড় ওই প্রশ্ন করা পর্যন্তই। তবে লোকটার হাত ধরে আন্তরিকতার সঙ্গে ঝাঁকাল সে, বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ওর চোখে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন খানিক ইতস্তত করে হঠাৎ বলে উঠল, 'নো কম্‌প্রেনি!' বলেই লজ্জায় লাল হয়ে মাথা নিচু করে কেটে পড়ল।

'একে আপনার কামরায় নিয়ে যান,' ফিসফিস করে বলল ববি স্টেশনমাস্টারকে। 'মা খুব ভাল ফ্রেঞ্চ জানে। আগামী ট্রেনেই ফিরবে মেইডব্রিজ থেকে।'

খপ্‌ করে লোকটার হাত ধরলেন স্টেশনমাস্টার। লোকটা ভয় পেয়ে মুচড়ে ছাড়িয়ে নিল হাত, কুঁজো হয়ে কাশতে কাশতে পিছিয়ে গেল; কাঁপছে থর থর করে, তারপরও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল স্টেশনমাস্টারকে।

'আহা, এভাবে না, প্লীজ!' বলল ববি। 'দেখছেন না কিরকম ভয় পেয়েছে বেচারা? ও মনে করেছে ওকে আপনি আটকে রাখবেন। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেন!'

'ফাঁদে পড়লে শেয়ালের চোখ হয় ওরকম,' বলল চাষী।

'আমাকে চেষ্টা করতে দিন,' বলল ববি। 'আমি দু'একটা ফরাসী শব্দ জানি, খালি যদি এখন মনে করতে পারতাম!'

অনেক সময় ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে মানুষের ক্ষমতা বেড়ে

যায়, আশ্চর্য কিছু করে বসে। ববি ফ্রেঞ্চ ক্লাসে একটুও মন দেয়নি পড়ায়, কিন্তু কিছু শিখেছে সে নিজের অজান্তেই। এখন এই লোকটার ভীত, উদ্ভ্রান্ত, অসহায় চোখের দিকে তাকিয়ে একটা দুটো করে শব্দ মনে আসতে শুরু করল।

নরম গলায় বলল ও, 'ভু আতোন্দ্রে। মা ম্যার পাখলো ফ্রাঁসে। নু—' ফরাসীতে 'দয়ালুকে কি বলে?'

কেউ জানে না।

'ভালকে বলে বং,' বলল ফিলিস।

'নু অ্যাত্রে বং পুখ ভু।'

লোকটা ববির কথা বুঝতে পারল কি না কে জানে, কিন্তু এক হাতে ওর একটা হাত ধরে অন্য হাতটা আদরের ভঙ্গিতে আস্তীনে বুলিয়ে দেয়াটা ঠিকই বুঝতে পারল। আস্তে করে স্টেশনমাস্টারের কামরার দিকে টানল ওকে ববি, লোকটাও অবোধ শিশুর মত অনুসরণ করল ওকে, তার পিছন পিছন চলল পিটার ও ফিলিস। কামরায় ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিলেন স্টেশনমাস্টার। বাকি লোক কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে থেকে গজর-গজর করতে করতে চলে গেল যে-যার কাজে।

স্টেশনমাস্টারের কামরাতে এসেও লোকটার হাত ধরে থাকল ববি, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর বাহুতে। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল লোকটার। ওকে কাঁদতে দেখে চট্ করে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করল ববি, যাতে আর কারও চোখে না পড়ে, আলগোছে নিজের রুমালটা বের করে দিল লোকটার হাতে।

এদিকে স্টেশনমাস্টার বলে চলেছেন, 'দেখো ঝামেলা! টিকেট নেই, কোথায় যাচ্ছে বা যেতে চায়, তাও জানে না। এখন একে পুলিশে না দিয়ে আর কোনও উপায় দেখছি না।'

'না, না, প্লীজ,' ওরা তিনজন একযোগে বলে উঠল। ফিলিস বলল, 'অন্তত মা'র জন্যে আর একটু অপেক্ষা করেন। খুব সুন্দর

ফ্রেঞ্চ বলতে পারে মা।'

পিটার বলল, 'আমার ধারণা ও এমন কিছুই করেনি যেজন্যে জেল খাটতে হবে ওকে।'

'হ্যাঁ, কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে,' বললেন স্টেশনমাস্টার। 'ঠিক আছে, তাহলে অপেক্ষাই করা যাক, আসুন তোমাদের মা। যা খটর-মটর কথা—কোন্ দেশের লোক জানার খুব ইচ্ছে আমার।'

কথাটা শুনে পিটারের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। পকেট থেকে খাম বের করল একটা। হরেক রকম বিদেশী স্ট্যাম্প লাগানো আছে ওটার পিঠে। বলল, 'এটা দেখালে হয়তো জানা যাবে কোন্ দেশের লোক।'

একখানা ইটালিয়ান স্ট্যাম্পের ওপর তর্জনী ঠেকাল পিটার, তারপর সেটা ঠেকাল বিপদগ্রস্ত লোকটার বুকে, তারপর ভুরু নাচাল। মাথা নাড়ল লোকটা। এরপর নরওয়েজিয়ান স্ট্যাম্পের ওপর আঙুল ঠেকাতেই মাথা নাড়ল লোকটা। তাহলে স্প্যানিশ? না। পিটারের হাত থেকে খামটা নিয়ে কাঁপা হাতে চোখের সামনে তুলল লোকটা, তারপর নিজের তর্জনী ঠেকাল একটা রাশান স্ট্যাম্পের ওপর।

'লোকটা রাশান,' ঘোষণা করল পিটার।

এমনি সময়ে মেইডব্রিজ থেকে ট্রেন আসার সিগন্যাল পড়ল।

'আমি আছি এর সঙ্গে,' বলল ববি, 'তোমরা দুজন গিয়ে মা'কে নিয়ে এসো।'

'তোমার ভয় লাগবে না, খুকী?'

'না তো,' কথাটা বলেই অপরিচিত লোকটার দিকে ভাল করে তাকাল ববি। 'তুমি তো আমার কোন ক্ষতি করবে না, তাই না?'

কথা কিছুই বুঝল না, কিন্তু ববির মুখে হাসি দেখে হাসল লোকটাও। হড়-হড় করে এসে দাঁড়াল ট্রেন। পিটার ও ফিলিসকে

নিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্টেশনমাস্টার। একটু পর ফিরে এলেন মা'কে নিয়ে।

মাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে 'বাউ' করল রাশান। মা ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রশ্ন করতেই সে-ও উত্তর দিল ফরাসীতে, প্রথমে একটু থেমে থেমে, তারপর সহজ অনর্গল ভঙ্গিতে।

মা'র মুখের দিকে চেয়ে ছেলেমেয়েরা বুঝল, লোকটার কথা শুনে করুণা, দুঃখ, ক্ষোভ ও মমতা বোধ করছে মা।

'কি বলছে, ম্যাম?' ধৈর্য ধরতে না পেরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন স্টেশনমাস্টার।

'ইনি রাশান, টিকেট হারিয়ে ফেলেছেন। মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থ। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে এখুনি এঁকে আমি বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। একেবারে ভেঙে পড়ার দশা হয়েছে বেচারার। কাল আমি এসে এঁর সম্পর্কে সবকিছু জানাব আপনাকে। ঠিক আছে?'

'আধ-মরা সাপ বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন কি না ভাবছি,' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললেন স্টেশনমাস্টার।

'না, না!' হেসে উঠে বলল মা, 'আপনি ভাববেন না। আমি বুঝেশুনেই ওঁকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। ওঁর দেশে উনি একজন মস্ত বড় বিখ্যাত লোক, সাহিত্যিক, দারুণ সব বই লেখেন—আমি বেশ কয়েকটা পড়েছি। কাল এসে আমি সব জানাব আপনাকে।'

আবার লোকটার দিকে ফিরে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলল মা। সবাই দেখল, বিস্ময় ফুটে উঠল লোকটার চোখে-মুখে, তারপর খুশি, এবং শেষে কৃতজ্ঞতা। উঠে দাঁড়িয়ে স্টেশনমাস্টারকে নম্র ভঙ্গিতে 'বাউ' করে হাত বাড়িয়ে দিল মা'র দিকে। মা সেই হাত ধরল, কিন্তু বোঝা গেল, সে মা'কে নয়, বরং মা-ই তাকে সাহায্য করছে হাঁটতে।

'মেয়েরা দৌড়ে বাসায় গিয়ে বসার ঘরের চুলোয় আগুন দাও,'

বলল মা, 'আর পিটার যাও, এক ছুটে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।'

কিন্তু ডাক্তারের কাছে গেল ববি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ময়লা জামা পরা এক রাশান অতিথিকে বাসায় নিয়ে এসেছে মা। মনে হচ্ছে, একেও আপনার ক্লাবে ভর্তি করে নিতে হবে। লোকটার কাছে টাকা-পয়সা কিচ্ছু নেই। স্টেশনে পেয়েছি ওকে আমরা। অসুস্থ।'

'পেয়েছ! হারিয়ে গেছিল না কি?' কথাটা বলেই কোটের দিকে হাত বাড়ালেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ, খুব সম্ভব হারিয়েই গেছে। ফ্রেঞ্চ ভাষায় তার দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছে মাকে। মা বলে দিয়েছে, লোকটা খুব কাশছে, খানিক আগে কাঁদছিল—একটু যদি তাড়াতাড়ি করতেন...'

ববি যখন ডাক্তারকে নিয়ে তিন-চিমনিতে পৌঁছল, রাশান লোকটা তখন বাবার আর্মচেয়ারে বসে আগুনের দিকে পা লম্বা করে দিয়ে মা'র বানিয়ে দেয়া চা খাচ্ছে।

'শারীরিক-মানসিক দু'দিক থেকেই লোকটা চরম পরিশ্রান্ত,' দেখেশুনে বললেন ডাক্তার; 'কাশিটা খারাপ দিকে চলেছে, অবশ্য চিকিৎসা পেলে সেরে যাবে। রোগীর এখুনি বিছানায় যাওয়া দরকার, আর রাতে ওর ঘরে আগুনের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।'

'একমাত্র আমার শোবার ঘরেই ফায়ারপ্লেস আছে; অর্থাৎ, ওই ঘরটাই ওঁকে দিতে হবে,' বলল মা। ডাক্তার সাহায্য করলেন অতিথিকে ওপরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়াতে।

মা'র ঘরে মস্ত এক কালো, তালা মারা ট্রাঙ্ক রয়েছে। আগুন জ্বালানো হয়ে গেলে ওটা খুলে কয়েকটা পুরুষের পোশাক বের করে আগুনের ধারে ঝুলিয়ে দিল। আরেক বোঝা কাঠ নিয়ে ঘরে ঢুকেই নাইট-গাউনের ওপর বাবার নাম লেখা দেখে খোলা ট্রাঙ্কের দিকে তাকাল ববি। ওর ভেতর ঠাসা রয়েছে বাবার সমস্ত কাপড়-

চোপড়। একটা কাপড়ও না নিয়ে চলে গেছে বাবা। কেন? কাপড় নেয়নি কেন বাবা? ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ট্রাঙ্কে তালা লাগানোর শব্দ পেল ববি। বুকের মধ্যে ঝড় বইছে ওর। তাহলে কি···তাহলে কি···

মা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দুই হাতে শক্ত করে মা'র কোমর জড়িয়ে ধরল ববি। অস্ফুট স্বরে বলল, 'মা—মাগো! বাবা কি···বাবা···মারা যায়নি তো?'

'না, সোনা, না! কেন তোমার এমন ভয়ঙ্কর কথা মনে হলো?'

'আমি···আমি ঠিক জানি না।' নিজের ওপরই রেগে গেছে ববি। মা ওর কাছ থেকে যা গোপন রাখতে চায়, সেটা জানার চেষ্টা করবে না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে ও, এখনই ভঙ্গ হতে যাচ্ছিল সে-প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু ওর উদ্বেগটুকু অনুভব করতে পারল মা। ববিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার বাবা ভালই আছে। অন্তত শেষ চিঠির খবর: সুস্থ আছে। একদিন ফিরে আসবে আমাদের কাছে। লক্ষ্মী, সোনা, এসব অলক্ষুণে কথা কল্পনাও করতে নেই।'

রাশান অতিথি ঘুমিয়ে পড়তেই মেয়েদের ঘরে চলে এল মা। ফিলিসের বিছানায় মা শোবে, ফিলিস শোবে মাটিতে তোশক পেতে—ওর জন্যে এটা মস্ত এক রোমাঞ্চকর নতুনত্ব। মা ঘরে ঢুকতেই দুটো ফর্সা মুখ বালিশ ছেড়ে উঁচু হলো, 'এবার সব বলো, মা। ওই রাশান ভদ্রলোক সম্পর্কে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! আগেই শুরু করে দিয়ো না!' লাফিয়ে ঘরে ঢুকল পিটার, পিছনে টেনে আনছে ওর লেপটা।

'অনেক ধৈর্য ধরেছি, মা,' করুণ মিনতি পিটারের কণ্ঠে। 'যাতে ঘুম না এসে যায়, জিভ কামড়ে জেগে আছি অনেক কষ্টে। লম্বা করে বলো গল্পটা।'

'ওরেব্বাপ! আজ অত লম্বা গল্প বলতে পারব না। খুব ক্লান্ত

আমি।'

গলার স্বরে ববি টের পেল একটু আগে কেঁদেছে মা। বাকি দুজন অবশ্য বুঝতে পারেনি।

'ঠিক আছে, যতটা পারো ততটুকুই লম্বা করো,' বলল ফিল। ববি সরে গিয়ে মা'র কোমর জড়িয়ে ধরে কলজের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করল।

'গল্পটা লম্বা করে বললে বিরাট এক বই হয়ে যাবে। ভদ্রলোক একজন লেখক, চমৎকার কয়েকটা বই লিখেছেন। জার শাসিত রাশিয়ায় কোনও বইয়ে বড়লোকদের অন্যায়ের কথা লেখার সাহস নেই কারও; এমন কি, কি করলে গরীবদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব—একথাও বলা যাবে না। কেউ যদি এরকম বই লেখে, সোজা জেলে ভরে দেয়া হয় তাকে।'

'জেলে কেন দেবে?' আপত্তি তুলল পিটার, 'অন্যায় করলে তবেই তো জেল হওয়ার কথা।'

'কিংবা জজ সাহেব যদি মনে করেন কেউ অন্যায় করেছে—তাহলেও জেল হবে,' বলল মা। 'একথা এখানে, এই ইংল্যান্ডে খাটে। কিন্তু রাশিয়ার ব্যাপার আলাদা। এই ভদ্রলোক বড় সুন্দর একটা বই লিখেছেন গরীবদের নিয়ে, কিভাবে ওদের সাহায্য করা যায় লিখেছেন। আমি পড়েছি ওটা। দয়া-মায়া আর মঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই ওতে। কিন্তু এরই জন্যে ওঁকে ধরে জেলখানায় আটকে দিল ওরা। তিন বছর ভয়ানক বিচ্ছিরি আলো-বাতাসহীন এক ভেজা স্যাঁৎসেঁতে কুঠুরিতে আটক ছিলেন উনি। ভেবে দেখো, তিন-তিনটে বছর, একা, জেলখানায় বন্দী!' মা'র গলাটা একটু কাঁপল, তারপর থেমে গেল।

'কিন্তু, মা, এসব অত্যাচারের কথা তো মধ্যযুগের ইতিহাসে পড়া যায়, কিন্তু এখনও...'

'হ্যাঁ, এখনও,' পিটারের কথার মাঝখানে বলল মা, 'এখনও

মানুষ ওই একই রকম জানোয়ার রয়ে গেছে। যা হোক, এরপর অন্যান্য আরও কয়েদীর সঙ্গে ওঁকে পাঠানো হলো সাইবেরিয়ায়। একজনের সঙ্গে চেইন দিয়ে বাঁধা আরেকজন। হাঁটছে তো হাঁটছেই, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ক্লান্ত হয়ে কেউ থামতে চাইলে চাবুক মারে ওভারশিয়াররা, হ্যাঁ, চাবুক। কেউ কেউ খোঁড়া হয়ে গেল, কেউ কেউ পড়ে গেল, পিটিয়েও যখন আর খাড়া করা গেল না, ওদের ওখানেই মরার জন্যে ফেলে রেখে এগিয়ে গেল ওরা আর সবাইকে নিয়ে। বড় সাংঘাতিক! অবশেষে খনিতে পৌঁছল ওরা—ওখানেই কাজ করতে করতে এক সময় মৃত্যুমুখে ঢলে পড়তে হবে ওদের। ভেবে দেখো, কেন এই ভয়ানক শাস্তি—আর কিছু না, চমৎকার, মহৎ একটা বই লেখার জন্যে, মানুষের মঙ্গল কামনার জন্যে।'

'উনি ছাড়া পেলেন কি করে?'

'যখন যুদ্ধ বাধল, তখন কোনও-কোনও বন্দীকে সৈন্যদলে যোগ দেয়ার সুযোগ দেয়া হলো। ইনি যোগ দিলেন। এবং প্রথম সুযোগেই পালালেন...'

'কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষের কাজ না?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'যে-দেশ ওঁর সঙ্গে ওই রকম আচরণ করেছে, সে-দেশের কাছে কিসের ঋণ? সেই দেশ রক্ষার জন্যে কেন প্রাণ দেবেন উনি? বরং নিজের বউ-ছেলেমেয়ের দাবি তাঁর ওপর অনেক বেশি। তারা কোথায় কেমন আছে কিচ্ছু জানতেন না তিনি।'

'তার মানে, যতদিন জেলখানায় ছিলেন, আর সব কষ্টের সঙ্গে বৌ-বাচ্চার চিন্তাও তাঁকে কষ্ট দিয়েছে? আহা, বেচারা!' ববির কণ্ঠে মমতা ঝরে পড়ল রাশান লেখকের জন্য।

'হ্যাঁ। তাদেরকেও অন্য কোথাও জেলখানায় আটকে রাখা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আসলে উনি যখন সাইবেরিয়ার খনিতে

শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন, তখনই কয়েকজন বন্ধুর পাঠানো গোপন খবর পেয়ে জানতে পারেন যে তাঁর স্ত্রী-সন্তান নিরাপদে রাশিয়া থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ডে চলে গেছে। কাজেই প্রথম সুযোগেই সৈন্যদল থেকে পালিয়ে এখানে চলে এসেছেন তিনি।'

'ঠিকানাটা জানা আছে নিশ্চয়ই?' বলল পিটার।

'না। শুধু জানেন ইংল্যান্ডে। লন্ডনের দিকেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমাদের স্টেশনে ট্রেন থামায় এখানে গাড়ি বদলাতে হবে মনে করে নেমে পড়েছেন। আর নেমেই দেখেন টিকেট বা মানিব্যাগ কিছুই নেই পকেটে।'

'তোমার কি মনে হয়, মা, খুঁজে পাবেন উনি?' জিজ্ঞেস করল ফিলিস।

'মানিব্যাগ?'

'না, না। বৌ-ছেলেমেয়েদেরকে।'

'আশা করি। আশা করছি, প্রার্থনাও করছি যেন উনি স্ত্রী-সন্তানকে ফিরে পান।'

এতক্ষণে ফিলিসও অনুভব করল মা'র গলাটা কাঁপছে। 'কেন, মা?' জিজ্ঞেস করল সে, 'ওঁর জন্যে তুমি এত কেন কষ্ট পাচ্ছ, মা?'

এক মিনিট চুপ করে থাকল মা। তারপর শুধু বলল, 'হ্যাঁ।' মনে হলো কি যেন ভাবছে মা। বাচ্চারাও চুপ। বেশ অনেকক্ষণ পর আবার কথা বলে উঠল মা, 'সোনা-মাণিকেরা, তোমরা প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের কাছে বোলো, পৃথিবীর সমস্ত বন্দী আর কয়েদীর ওপর যেন তিনি তাঁর করুণা বর্ষণ করেন।'

'সমস্ত বন্দী আর কয়েদীর ওপর—ঠিক না, মা?'

'হ্যাঁ, সমস্ত বন্দী আর কয়েদীর ওপর। স-ম-স্ত বন্দী আর কয়েদী!'

ছয়

পরদিনই অনেকটা ভাল হয়ে উঠলেন রাশান ভদ্রলোক, তারপরদিন আরও ভাল, আর তৃতীয়দিন এতটাই ভাল যে বাগানে পেতে দেয়া বাস্কেট-চেয়ারে গিয়ে বসলেন। বাবার জামা-কাপড় পরেছেন।

ক্লান্তি আর ভীতি দূর হওয়ায় দেখা গেল ভদ্রলোকের চেহারাটা শান্ত ও সৌম্য, ছেলেমেয়েদের দেখলেই মিষ্টি করে হাসছেন। বাচ্চারা ভাবছে, আহা, উনি যদি খালি ইংরেজিটা জানতেন, কত গল্প শোনা যেত ওঁর কাছে।

অনেকগুলো চিঠি ছাড়ল মা বিভিন্ন ঠিকানায়। যাদের পক্ষে জানা সম্ভব একজন রাশান ভদ্রলোকের স্ত্রী ও সন্তানেরা কোথায় থাকতে পারে তাদের সবার কাছে লিখল। কিন্তু পূর্ব-পরিচিতদের কাউকে কিছু লিখল না। তিন-চিমনিতে আসার আগে শহরে যাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তাদের কাউকে কখনও চিঠি লেখে না মা। পার্লামেন্টের মেম্বার, কাগজের সম্পাদক, বিভিন্ন সমিতির সচিব—যে-কজনকে চেনে, সবাইকে লিখল।

গল্প লেখা কমে গেল মা'র, এখন শুধু রাশান ভদ্রলোকের পাশে রোদে বসে প্রুফ দেখে, আর মাঝে-মধ্যে তাঁর সাথে কথা বলে।

গরীবের দুঃখকষ্ট দূর করবার কথা লিখতে গিয়ে যে-মানুষটাকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, জেল খাটতে হয়েছে, সাইবেরিয়ার খনিতে কাজ করতে হয়েছে, তার প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ও মমতা জন্মে গেছে বাচ্চাদের মনে। তার ওপর বেচারা কতদিন

আপন লোকদের দেখে না। মানুষটার দুঃখ ভোলাবার পথ খোঁজে ওরা। হাসি আর কতবার দেয়া যায়, বেশি হাসলে বোকার মত দেখায়, কাজেই নিত্য নতুন পথ খোঁজে ওরা ভদ্রলোককে খুশি করার জন্যে। প্রথম দুদিন তিন বোঝা করে ফুল নিয়ে এল তিনজন।

তৃতীয় দিন ফিলিস বলল, 'পার্ক্‌স্ বলেছিল ওর বাগানের স্ট্রবেরি পাকলে দেবে, মনে আছে? চলো দেখি গিয়ে, হয়তো পেকে গেছে এতদিনে। তাহলে ওগুলো উপহার দেয়া যাবে ওঁকে।'

কথা অনুযায়ী মা গিয়ে স্টেশনমাস্টারকে রাশান বন্দীর গল্প শুনিয়ে এসেছে। কিন্তু ওরা তিনজন যায়নি, আঠার মত লেগে রয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে; যখন যা দরকার এগিয়ে দিচ্ছে, চা এনে দিচ্ছে, বাগান থেকে ঘর পর্যন্ত পৌছে দিচ্ছে হাত ধরে। রেলওয়ের আকর্ষণও ওদের আর টানতে পারছে না।

তিনদিন পর চলল ওরা স্টেশনের দিকে।

কিন্তু পার্ক্‌স্-এর শীতল ব্যবহার ওদের বিস্মিত করল। দারোয়ানের ঘরে উঁকি দিতেই নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল সে, 'ওহ্, দারুণ সম্মানিত বোধ করছি!' বলে হাতের কাগজে মন দিল।

কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিতে কাটল। তারপর ববি বলল, 'কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে রাগ করেছেন?'

'কে, আমি? নাহ্! কেন?' যেন আকাশ থেকে পড়ল পার্ক্‌স্। 'ওসব তো আমার কোনও ব্যাপার না।'

'কোন্‌সব আপনার ব্যাপার না?' জানতে চাইল পিটার।

'কোনও কিছুই না। কোথায় কি ঘটছে, আমার জানার কি দরকার! আমি আবার একটা মানুষ না কি? কারও গোপন কথা জানার অধিকার তো আর আমার নেই। থাক তোমাদের গোপন কথা তোমাদেরই কাছে—তাই বলছি।'

একেবারে থ হয়ে গেল ওরা। তিনজনই থমকে গিয়ে ভেবে বের করবার চেষ্টা করল কী গোপন করেছে ওরা পার্ক্‌সের কাছে।

'আপনার কাছে লুকাবার মত কোন গোপন কথা নেই আমাদের,' অবশেষে ঘোষণা করল ববি।

'থাকলেই কি, আর না থাকলেই বা কি,' উদাস কণ্ঠে বলল পার্ক্স্; 'কে আমি, কেউ না!' বলেই পেপার তুলে নিজেকে আড়াল করল ওদের থেকে।

'আহ্, এ রকম কোরো না তো!' রেগে গেল ফিলিস, 'কি হয়েছে খুলে বলো আমাদের!'

'যাই করে থাকি, সেটা ইচ্ছাকৃত না—বিশ্বাস করুন,' বলল ববি।

জবাব নেই। মন দিয়ে পেপার পড়ছে পার্ক্স্, উল্টে নিয়ে শেষের পাতায় মন দিল।

'দেখুন,' হঠাৎ বলল পিটার, 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কেউ যদি কোনও দোষ করে থাকে, তাকে কি কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা না জানিয়ে শাস্তি দেয়া যায় না—এটা তো আর রাশিয়া নয়।'

'রাশিয়ার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না, জানতে চাইও না।'

'কে বলেছে জানেন না? মা নিজে এসে আমাদের ওই রাশান লেখক সম্পর্কে মিস্টার গিল্স্ আর আপনাকে জানিয়ে গেছে।'

'তাহলে জানি না কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল পার্ক্স্। 'তোমরা কি মনে করেছ কথাটা শোনার জন্যে মিস্টার গিল্স্ আমাকে ডেকেছিল?'

'তার মানে, কিচ্ছু শোনেননি আপনি?'

'কোনও আভাস্ও না। আমি জিজ্ঞেস করায় সাফ জবাব: এসব রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, পার্ক্স্! কিন্তু আমি আশা করেছিলাম তোমরা কেউ চলে আসবে আমাকে জানাতে। বুড়ো পার্ক্সের কাছে কিছু চাইতে হলে তো দিনের মধ্যে দশবারও আসতে পারো—' স্ট্রবেরির কথা ভেবে লজ্জায় লাল হয়ে গেল ফিলিস— 'আচ্ছা, ওই এঞ্জিনটা উল্টো চলছে কেন; আচ্ছা, সিগন্যাল যদি না নামে?' শেষের দুটো বাক্য

বাচ্চাদের নকল করে শোনাল পার্ক্‌স্।

'আমরা জানতাম না যে আপনি জানেন না।'

'আমরা ভেবেছি মা বলেছে আপনাকে।'

'আমরা ভেবেছি বাসি খবর আর কি জানাব।'

এরপরেও পার্ক্‌সের কাগজ নামে না দেখে এক থাবা দিয়ে ওটা কেড়ে নিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরল ফিলিস। 'রাগ করে না, লক্ষ্মী! আমরা তো বলছিই তুমি যে জানো না একথা আমরা জানতাম না। ঠিক আছে আমরা দুঃখিত—হলো এবার?'

'হ্যাঁ, আমরা দুঃখিত,' বলল বাকি দুজন।

এতক্ষণে অভিমান ভাঙল পার্ক্‌সের। বাইরে ঘাসের ওপর বসে কখনও একজন, কখনও একই সঙ্গে তিনজন শোনাল ওকে রাশান বন্দীর গল্প। সব শুনে দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দারোয়ান, 'আহা, বেচারা! আহা, বেচারা!' বলল কয়েকবার।

ঘণ্টা পড়তেই উঠে দাঁড়াল পার্ক্‌স্। 'তিনটা চোদ্দ আপ্ আসছে। তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো, ওটাকে বিদায় দিয়ে আসছি; তারপর আমার বাসায় নিয়ে যাব তোমাদের—স্ট্রবেরির কথা বলেছিলাম না? পেকেছে।'

স্ট্রবেরি পেয়ে রাশান ভদ্রলোক খুবই খুশি হলেন। তাই দেখে ওরা ভাবতে লাগল আর কী দেয়া যায়। ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে গেল বুনো চেরির কথা। গত বসন্তে ফুল দেখেছে ওরা গাছে, এখন যখন চেরির সময়, নিশ্চয়ই পেকেছে ওগুলো। যে পাহাড়ের গায়ে টানেলের মুখ দেখা যায়, সেখানেই বুনো চেরির গাছ আছে অনেকগুলো, বার্চ, বীচ, বেবি ওক আর হ্যাজেল গাছের মাঝে।

টানেলের মুখ, অর্থাৎ যেটার ভেতর থেকে সবুজ ড্রাগন বেরিয়ে আসে রোজ সকালে, তিন-চিমনি থেকে বেশ অনেকটা দূরে। মাকে বলতেই একটা বাস্কেটে ভরে ওদের লাঞ্চ দিয়ে দিল সঙ্গে। ওই বাস্কেটে করেই চেরি আনতে পারবে ওরা, যদি পায়। বলে দিল

বিকেলে চায়ের আগেই যেন বাড়ি ফিরে আসে।

রওনা হয়ে গেল তিন ভাই-বোন। গুহামুখের কাছে গিয়ে ওপর থেকে তাকিয়ে রেললাইন দেখতে পেল ওরা। ধূসর রঙের পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে সুড়ঙ্গ। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে নানান জাতের ফুলগাছ, কাঁটা ঝোপ, ঘাস। নিচে রেললাইনের কাছে যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি আছে।

'চলো, কিছুদূর নিচে নামি,' বলল পিটার, 'তাহলে চেরি পাড়তে সুবিধে হবে।'

বেড়ার ধার ঘেঁষে ছোট্ট সুইং-গেটের কাছে চলে এল ওরা। এই গেটের পরই নেমে গেছে তক্তা বসানো ধাপগুলো। গেট পেরোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ববি।

'দাঁড়াও। আরে! কিসের শব্দ?'

সবাই কান পাতল। অদ্ভুত একটা শব্দ আসছে। মৃদু শব্দ, কিন্তু গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি, হাওয়ার ফিসফাস আওয়াজ আর টেলিগ্রাফ তারের গুঞ্জন ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। কেমন যেন খস্‌খসে, কিন্তু গম্ভীর। শুনছে ওরা। এমনি সময় থেমে গেল শব্দটা দুই সেকেন্ডের জন্যে, তারপর শুরু হলো আবার।

এবার কিন্তু থামল না, বরং ক্রমেই বাড়তে থাকল শব্দটা, গুম্-গুম্ করছে।

'দেখো, দেখো!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পিটার, 'ওদিকের গাছগুলো দেখো!'

যে গাছটার দিকে ও আঙুল তাক করেছে সেটার পাতাগুলো ধূসর, ফুল সাদা। জামের মত ফল ধরে, উজ্জ্বল লাল রঙের, কিন্তু বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে কালো হয়ে যায়। পিটারের আঙুল বরাবর গাছটা নড়ছে—বাতাস লেগে এদিক-ওদিক দোলা নয়, রীতিমত চলছে গাছটা, জ্যান্ত প্রাণীর মত আস্ত গাছটা গুহামুখের ওপাশ দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

'চলছে ওটা!' চেঁচিয়ে উঠল ববি। 'হায়, হায়! ওর সঙ্গে অন্যগুলোও! ম্যাকবেথের জঙ্গলের মতন।'

'জাদু-মন্ত্র!' বলল ফিলিস।

জাদুমন্ত্রের মতই দেখাল ব্যাপারটা ওদের চোখে। অপর পারের বিশ গজের মধ্যে যত গাছ আছে, সব ধীর ভঙ্গিতে নামতে শুরু করল রেললাইনের দিকে।

'ব্যাপারটা কি হচ্ছে?' আবার বলে উঠল ফিলিস। 'এসব ভূতুড়ে কাণ্ড, ভাল লাগছে না আমার। চলো, বাড়ি ফিরে যাই।'

রেলিং আঁকড়ে ধরে রুদ্ধশ্বাসে দেখছে ঘটনাটা ববি আর পিটার। সারি বেঁধে চলেছে গাছগুলো। ওগুলোর পায়ের কাছ থেকে ছিটকে নিচের রেললাইনে গিয়ে পড়ছে পাথরের চাঁই আর আল্‌গা মাটি।

'ধসে পড়ছে সব,' বলতে চেষ্টা করল পিটার, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। দেখতে দেখতেই যে বিশাল পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল চলন্ত গাছগুলো, সেটা কাত হতে শুরু করল। গাছগুলো হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে এখন। বিশাল পাথরটার সঙ্গে ধীরে ধীরে কাত হচ্ছে গাছগুলোও। তারপর পাথর, গাছ, ঘাস, ঝোপ সব একসঙ্গে বিকট শব্দে পড়ল গিয়ে রেল লাইনের ওপর। এতই জোরে শব্দ উঠল যে মনে হলো তিন-চিমনি থেকেও শোনা যাবে। কেঁপে উঠল গোটা পাহাড়, ধুলোর মেঘ উঠে এল নিচ থেকে।

'ঠিক এভাবেই বোধহয় ধস নামে কয়লা-খনিতে!' বলল পিটার বড় বড় চোখ করে।

'কি বিশাল স্তূপ, চেয়ে দেখো!' ববির গলা কাঁপছে।

'হ্যাঁ, ঠিক লাইনের ওপর পড়েছে,' বলল ফিলিস।

'এত সব সরানো কঠিন হবে,' আবার বলল ববি।

'হ্যাঁ,' বিস্ময় সামলে নিয়েছে পিটার। এখনও ঝুঁকে আছে বেড়া

ধরে। বলল, 'ঠিক।' বলেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'এগারোটা উনত্রিশ ডাউন এখনও যায়নি। এক্ষুণি স্টেশনে খবর দিতে হবে, নইলে ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্ট হবে।'

'দৌড়াও,' বলেই দৌড় শুরু করল ববি।

কিন্তু পিটার থামাল ওকে। 'দাঁড়াও, ববি! ফিরে এসো!' ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ঠিক বড়দের মত সপ্রতিভ আচরণ করছে পিটার, ওর ফর্সা মুখটা আরও ফর্সা দেখাচ্ছে এখন। 'সময় নেই। দশ মাইল দূরে স্টেশন। আর এখন এগারোটা বেজে গেছে।'

'আচ্ছা,' অস্থির কণ্ঠে বলল ফিলিস, 'একটা টেলিগ্রাফ পোস্ট বেয়ে উঠে ওই তারগুলোতে কিছু করা যায় না?'

'কিভাবে কি করে জানি আমরা?' বলল পিটার।

'যুদ্ধের সময় করে,' বলল ফিলিস, 'আমি শুনেছি।'

'ওরা তার কেটে দেয়, বুদ্ধু,' বলল পিটার, 'সেটা করে কোনও লাভ নেই এখন। পোস্ট বেয়ে যদি ওপরে উঠতে পারিও, তার কাটব কি দিয়ে? তাছাড়া অত ওপরে উঠতেই তো পারব না। লাল কিছু থাকলে লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে নাড়া যেত।'

'নাড়লে কি হবে? মোড় ঘোরার আগে তো আমাদের দেখতেই পাবে না!' যুক্তি দেখাল ফিলিস। 'যখন আমাদের দেখতে পাবে, তখন ওই গাছ-পাথরও দেখতে পাবে; আমাদের চেয়ে বরং ওগুলোই চোখে পড়বে আগে। কিন্তু থামাবার সময় পাবে না।'

'লাল কিছু পেলে বাঁকটার ওপাশে গিয়ে ট্রেনটা থামানো যেত,' বলল পিটার ফিলিসের যুক্তি মেনে নিয়ে।

'চলো, খালি হাতই নাড়ি গিয়ে,' ববি পরামর্শ দিল।

'তাহলে ওরাও হাত নাড়বে। ওরা তো রোজই দেখে আমাদের হাত নাড়তে। যাই হোক, চলো, আগে নিচে তো যাই।'

খাড়া ধাপ বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। ববিকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, একটু একটু কাঁপছে। পিটারেরও মুখ শুকিয়ে গেছে।

ফিলিসের মুখটা লাল হয়ে গেছে, ঘামছে।

'ওহ্, খুব গরম লাগছে এখন!' বলল ফিলিস। 'ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা হবে দিনটা। আজ ওই...' থেমে গেল সে এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর ভিন্ন সুরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের ফ্ল্যানেলের পেটিকোট!'

'তাই তো!' বলল ববি, 'লাল ফ্ল্যানেল! এসো, চট্ করে খুলে ফেলি।'

পেটিকোট খুলে বগল তলায় চেপে ছুটল ওরা রেলপথ ধরে। গাছ, পাথর আর মাটির স্তূপকে পাশ কাটিয়ে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। সবার আগে পিটার, মেয়েরাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। বাঁক ঘুরে আরও বেশ কিছুদূর গিয়ে তারপর থামল পিটার। ফিলিসের বগল তলা থেকে একটানে পেটিকোটটা নিয়ে বলল, 'এইবার!'

'তুমি কি...' কথা হারিয়ে ফেলল ফিলিস, 'তুমি কি ছিঁড়ে ফেলবে ওটা?'

'চোপ রাও!' ধমক দিল পিটার।

'নিশ্চয়ই ছিঁড়বে,' ফিলিসের কথার জবাব দিল ববি, 'বুঝতে পারছ না, আমরা যদি ট্রেনটাকে থামাতে না পারি, তাহলে সাঙ্ঘাতিক একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে, অনেক মানুষ মারা যাবে। কি বীভৎস! এই যে, পিটার, ফিতে বাঁধার দিকটা দিয়ে ছিঁড়তে পারবে না, পায়ের দিক থেকে ছেঁড়ো।' একটা পেটিকোট কিছুটা ছিঁড়ে দেখাল সে।

কায়দা বুঝে নিয়ে দুটো পেটিকোটকে ছয় টুকরো করল পিটার। 'এবার আমাদের হলো ছয়টা ফ্ল্যাগ।' ঘড়ির দিকে চাইল। 'আর মাত্র সাত মিনিট। এবার কাঠি দরকার ছয়টা।'

দুঃখের বিষয় ছেলেদেরকে যেসব ছুরি দেয়া হয়, কোনদিনই তার ধার থাকে না। কাটতে পারল না পিটার ছুরি দিয়ে, ছোট ছোট গাছ ভেঙে নিতে হলো; কোন কোনটা আবার টান দিতেই

শেকড়সুদ্ধ উঠে এল। পাতাগুলো অবশ্য ছুরি দিয়ে ছাঁটা গেল।

'ফ্ল্যাগের গায়ে ছিদ্র করতে হবে এবার,' বলল পিটার। 'ওগুলোর ভেতর দিয়ে কাঠি ঢুকিয়ে দিলেই পুরোদস্তুর ফ্ল্যাগ হয়ে যাবে ফ্ল্যানেলের টুকরোগুলো।'

ফ্ল্যাগ তৈরি হতে বেশি সময় লাগল না, পিটারের ছুরি দিয়ে কাপড় কাটা গেল ঠিকই। দুটো ফ্ল্যাগ ডাউন লাইনের দুপাশে পাথরে গুঁজে খাড়া করা হলো। একটা করে নিল ববি ও ফিলিস।

'বাকি দুটো আমি নেব,' বলল পিটার, 'কারণ লাল কিছু দেখানোর বুদ্ধিটা ছিল আমার।'

'যদিও পেটিকোটগুলো আমাদের,' ফিলিস কোমর বাঁধতে যাচ্ছিল, বাধা দিল ববি:

'ট্রেন থামানোটাই আসল কথা। কে কয়টা ফ্ল্যাগ নাড়ল তাতে কী এসে যায়?'

পিটারের হিসেবে সম্ভবত ভুল ছিল, ওর হিসেব করা সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ট্রেনের আর দেখা নেই। অবশ্য এগারোটা উনত্রিশ ডাউন আজ লেট করে থাকতে পারে। ওদের মনে হতে লাগল শত শত বছর পার হয়ে যাচ্ছে, ট্রেন আর আসেই না।

ধৈর্য হারিয়ে ফিলিস বলল, 'আমার মনে হয় তোমার ঘড়ি ভুল; ট্রেন হয়তো আগেই চলে গেছে।'

ফ্ল্যাগ নাড়বে বলে পিটার যে নায়কোচিত ভঙ্গি নিয়ে তৈরি হয়েছিল, ঢিল পড়ল তাতে।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় গা বমি-বমি করছে ববির। মনে হচ্ছে, এই যে ওরা কয়েকটা হাস্যকর লাল কাপড়ের টুকরো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাইনের ধারে, যতই নাড়া হোক না কেন, কেউ হয়তো দেখতেই পাবে না। তিনটে বাচ্চাকে ফ্ল্যাগ নাড়তে দেখলেই বা থামতে যাবে কেন ট্রেন? হয়তো পরোয়া না করে চলে যাবে ট্রেন, বাঁক ঘুরে বিকট শব্দে ধাক্কা খাবে ওই পাথরগুলোর গায়ে—একটা লোকও

বাঁচবে না ট্রেনের। হাত ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর, কোনমতে ধরে আছে ফ্ল্যাগ। এমনি সময় গুম-গুম শব্দ শুনে তাকিয়ে বহুদূরে দেখতে পেল ওরা ট্রেনটা, দুপাশে সাদা বাষ্প ছেড়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও,' বলল পিটার, 'পাগলের মত নাড়াবে ফ্ল্যাগ! ট্রেনটা যখন ওই বড় ফার্জ ঝোপটার কাছে আসবে, সামনে থেকে সরে যাব আমরা একপাশে—কিন্তু ফ্ল্যাগ নাড়ানো থামবে না। লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ো না, ববি!'

খট্-খটাখট্ আওয়াজ তুলে এসে পড়ল ট্রেন তুমুল বেগে।

'আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা! নাহ্, কোনও লাভ নেই! দেখবেই না ওরা আমাদের!' ফোঁপাচ্ছে আর বিড়বিড় করছে ববি।

লাইনের পাশে পাথরে গুঁজে দেয়া ফ্ল্যাগের একটা শুয়ে পড়ল। চট্ করে সেটাও তুলে নিল ববি—এখন পিটারের মত দুই হাতে দোলাচ্ছে ফ্ল্যাগ।

ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে ট্রেন, অনেক কাছে চলে এসেছে।

'লাইন থেকে সরে এসো, বুদ্ধু কোথাকার!' ধমক দিল পিটার ফিলিসকে।

ববি বলল, 'কই, থামছে না তো!'

'এইখানে দাঁড়াও!' হাত ধরে একটানে পিছনে নিয়ে এল পিটার ফিলিসকে, 'এবার নাড়ো!'

'থামে না কেন, থামে না কেন!' বিড় বিড় করছে ববি, দুই হাতে নাড়ছে ফ্ল্যাগ। কালো এঞ্জিনটাকে বিশাল দেখাচ্ছে এখন। প্রচণ্ড, কর্কশ আওয়াজ ওটার।

'থামো! থামো! থামো!' চেঁচাচ্ছে ববি। কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না কেউ। ট্রেনের প্রচণ্ড শব্দে ঢাকা পড়ে গেছে ওর কচি গলা। কেউ শুনছে না। ওর মনে হলো খুব সম্ভব এঞ্জিনটা ওর কথা শুনতে পেয়েছে শেষ পর্যন্ত। কারণ, হঠাৎ গতি কমে গেল, আওয়াজও কমে যাচ্ছে দ্রুত, তারপর থেমে দাঁড়াল ট্রেনটা—ববির থেকে মাত্র

কয়েক গজ দূরে। থেমে দাঁড়িয়েছে বিশাল কালো এঞ্জিন, কিন্তু ববি থামতে পারছে না, নেড়েই চলেছে ফ্ল্যাগ দুটো। ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান নেমে এল এঞ্জিন থেকে, পিটার আর ফিলিস এগিয়ে গিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে শোনাল ওদের পাহাড় ধসের কথা। তখনও ফ্ল্যাগ দোলাচ্ছে ববি দুর্বল ভাবে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

সবার নজর যখন ওর দিকে গেল, দেখা গেল লাইনের ওপর আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে আছে ববি, হাতে শক্ত করে ধরা আছে ফ্ল্যাগ দুটো।

ববিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল এঞ্জিন ড্রাইভার, একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় কুশনের ওপর শুইয়ে দিল জ্ঞানহীন দেহটা।

'ঠিক হয়ে যাবে,' পিটার আর ফিলিসকে বলল ড্রাইভার, 'জ্ঞান হারিয়েছে বেচারী। কোনও চিন্তা নেই। বাঁক ঘুরে একবার লাইনের অবস্থাটা দেখেই তোমাদের নিয়ে স্টেশনে ফিরে যাব আমরা।'

ববিকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে ফিলিসের চেহারা। হাঁ করে ববির রক্তশূন্য মুখের দিকে, নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটোর দিকে চেয়ে রইল ও কিছুক্ষণ, তারপর ফিস-ফিস করে বলল, 'মরে গেলে মানুষকে এই রকম দেখায়!'

'আহ্! থামো!' বকা দিল পিটার।

ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের নীল গদিতে বসে ফিরে চলেছে ওরা। স্টেশনে পৌঁছবার আগেই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ মেলল ববি, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাই দেখে খুশি হয়ে উঠল বাকি দুজন। ওকে আগেও বহুবার কাঁদতে দেখেছে ওরা, কিন্তু জ্ঞান হারাতে দেখেনি, তাই ঘাবড়ে গিয়েছিল খুব। কারণ, জ্ঞান হারালে কি করতে হয় জানা নেই ওদের। কাঁদতে দেখে নিশ্চিন্ত মনে ববির পিঠ চাপড়ে দিল ওরা, কাঁদতে বারণ করল। তারপর কান্না যখন থামল, হাসাহাসি করল ওরা, ঠাট্টা করল ওকে ভীরু বলে।

স্টেশনে পৌঁছেই দেখা গেল হিরো হয়ে গেছে ওরা মানুষজনের কাছে। ভয়ানক এক দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়ে ওদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল সবাই। ফিলিস খুব মজা পেল, পিটারের কান গরম হয়ে গেল, ববির পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল।

'কোম্পানীর কাছ থেকে খুব সম্ভব চিঠি পাবে তোমরা,' বললেন স্টেশনমাস্টার।

এসব কিচ্ছু ভাল লাগছে না ববির কাছে, মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন দেখে উঠেছে—এ নিয়ে আর ভাবতে চায় না। পিটারের জ্যাকেট ধরে টানল সে, 'চলো, চলে এসো! বাড়ি যাব।'

বাড়ি ফিরে চলল ওরা। স্টেশনমাস্টার, পোর্টার পার্ক্স্, গার্ড, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান আর যাত্রীরা সবাই ওদের নামে চিয়ার্স দিয়ে 'হিপ-হিপ-হুররে!' ধ্বনি দিল।

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল পিটারের। 'ভাগ্যিস লাল কিছু দোলাবার কথা মাথায় এসেছিল আমার!'

'হ্যাঁ,' বলল ফিলিস, 'আর ভাগ্যিস লাল পেটিকোট পরেছিলাম আমরা!'

'আমরাই বাঁচালাম ওদের,' বলল পিটার।

'কি বিচ্ছিরি হত ওরা মারা গেলে, তাই না, ববি?' জিজ্ঞেস করল ফিলিস।

'একটা চেরিও কিন্তু আনতে পারিনি আমরা,' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চায় ববি। ভাবতে চায় না এসব আর।

সাত

রাশান ভদ্রলোকের ব্যাপারে মা'র লেখা চিঠিগুলোর উত্তর এল একে একে। কিন্তু কেউ তাঁর পরিবারের কোনও হদিস দিতে পারল না। বিনয়ের সঙ্গে ওরা সবাই জানিয়ে দিল মি. শেপ্যান্স্কি-র স্ত্রী-সন্তানের কোনও খবর তাদের জানা নেই।

এদিকে রাশান ভদ্রলোক কিছু কিছু ইংরেজি শিখে ফেলেছেন। গুড মর্নিং, গুড নাইট, প্লীজ, থ্যাঙ্ক ইউ, প্রিটি, ভের্‌গুড—এসব শব্দ সঠিক ভাবে ব্যবহার করছেন ইদানীং।

এই ভদ্রলোককে ফুল-ফল এনে দেয়া ছাড়া আর কোনও সাহায্য করতে পারেনি ছেলেমেয়েরা—যদিও অনেক মাথা ঘামিয়েছে ওরা এঁর ব্যাপারে, কিন্তু কোনদিকে কোনও পথ দেখতে পায়নি।

এক সকালে চিঠি এল একটা। পিটার, ববি ও ফিলিসের নামে লেখা চিঠি। আগ্রহের সঙ্গে খুলল ওরা চিঠিটা। তাতে লেখা:

ডিয়ার স্যার অ্যান্ড লেডিজ,

আপনাদের দ্রুত ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে অত্র কোম্পানীর একটি ট্রেন ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনার কবল হতে রক্ষা পেয়েছিল, যে দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। অত্র কোম্পানী আপনাদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সম্মানার্থে আপনাদেরকে যৎ কিঞ্চিৎ উপহার দিতে ইচ্ছুক। এই উপলক্ষে আগামী ৩০ তারিখ বিকাল তিন ঘটিকায় রেল-

স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, যদি উপরোক্ত স্থান ও কাল আপনারা অনুমোদন করেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
জাবেয ইঙ্গলউড
সেক্রেটারি, গ্রেট নর্দার্ন অ্যান্ড
সাউদার্ন রেলওয়ে কোম্পানী।

এত আনন্দের মুহূর্ত ওদের জীবনে খুব কমই এসেছে। চিঠি নিয়ে ছুটল ওরা মা'র কাছে। সন্তানদের কৃতিত্বে মা-ও এত খুশি হলো যে একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল ছেলেমেয়েরা।

মা বলে দিল, 'উপহার যদি টাকা হয়, তোমরা বলবে, "ধন্যবাদ, কিন্তু টাকা আমরা নেব না।" আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করবে। তোমাদের সবচেয়ে ভাল কাপড় ধুয়ে ইস্তিরি করে রাখব আমি। এমন একটা উপলক্ষে সুন্দর করে সেজেগুজে যেতে হবে তোমাদেরকে।'

ওরা একা হতেই পিটার বলল, 'উপহার! কি উপহার দেবে ভাবছি।'

'অনেক কিছুই হতে পারে,' বলল ফিলিস। 'আমি চাই একটা হাতীর বাচ্চা—কিন্তু ওরা তা জানবে কি করে?'

'যদি স্টীম-এঞ্জিনের সোনার তৈরি মডেল দেয় একটা করে?' ববির মন্তব্য।

'যদি ওই ঘটনার বড়সড় একটা মডেল দেয়?' পিটার কল্পনা করছে। 'ছোট্ট করে একটা ট্রেন বানানো থাকবে, আমাদের মত পোশাক পরা তিনটে পুতুল থাকবে, আর থাকবে এঞ্জিন ড্রাইভার, ফায়ারম্যান আর প্যাসেঞ্জাররা।'

'আসলে একটা ট্রেনকে বিপদ থেকে রক্ষা করে পুরস্কার পেতে তোমাদের ভাল লাগবে?'

ববির এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে এক সেকেন্ডও ভাবতে হলো না

কাউকে। পিটার বলে উঠল, 'হ্যাঁ। একশোবার। তোমার ভাল লাগবে না, একথা বলতে এসো না। আমি জানি লাগবে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ববি, 'আমিও জানি। কিন্তু কোনও পুরস্কারের আশা না করে এমনিই যদি কাজটা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম, সেটাই ভাল হত না?'

'কে চাইতে গেছে, বুদ্ধু?' পিটার হাসল, 'কোনও সৈনিক কি ভিক্টোরিয়া ক্রস চায়? না। কিন্তু পেলে সবাই খুশি হয়। হয়তো মেডেল দেবে। আমি যখন থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে যাব, তখন আমার নাতি-নাতনীকে ওটা দেখিয়ে বলব: আমরা শুধু আমাদের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। গর্বে ওদের বুক ভরে যাবে।'

'তাহলে তোমাকে বিয়ে করতে হবে,' সাবধান করল ফিলিস, 'নইলে তোমার নাতি-নাতনী হবে না।'

'মনে হয় এক সময় বিয়ে আমার করতেই হবে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল পিটার, 'কিন্তু ও যে সারাক্ষণ চারপাশে ঘুরঘুর করবে, একথা ভাবতেই বিরক্তি লাগে। এমন মেয়ে পেলে ভাল হত যে সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, বছরে এক-আধবার জেগে ওঠে শুধু।'

'শুধু তোমাকে এটুকু জানাবার জন্যে যে তুমিই তার জীবনের আলো, আর কথাটা বলেই যেন ঘুমিয়ে পড়ে আবার। হ্যাঁ। এরকম হলে মন্দ হত না,' মাথা ঝাঁকাল ববি।

'আর আমি যখন বিয়ে করব,' বলল ফিলিস, 'আমি চাইব ও যেন চায় আমি সারাক্ষণ জেগে থাকি, যাতে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে পারে আমি কত ভাল।'

'আমার মনে হয়,' সবশেষে ববি বলল, 'খুব গরীব দেখে কোনও ছেলেকে বিয়ে করা ভাল। মেয়েটা সারাদিন খাটবে, আর তাই দেখে ছেলেটা ওকে আরও বেশি করে ভালবাসবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে ছেলেটা দেখবে নীল ধোঁয়া বেরোচ্ছে চিমনি দিয়ে, গরম হয়ে আছে তার সুখের নীড়। কিন্তু—ওই চিঠিটার

তো উত্তর দিতে হয় যে; স্থান-কালে আমাদের আপত্তি নেই। চলো, ফিল, তোমার জন্মদিনে যে চিঠি লেখার গোলাপী প্যাড উপহার পেয়েছিলে, ওটা কাজে লাগাবার সময় হয়েছে।'

জবাবে ওরা লিখল:

ডিয়ার মিস্টার জাবেয ইঙ্গলউড,

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। যদিও পুরস্কারের জন্য কাজটা আমরা করিনি, মানুষের প্রাণ রক্ষাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য, আপনি আমাদের কিছু উপহার দিতে চেয়েছেন জেনে আমরা আনন্দিত। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ। আপনার নির্ধারিত স্থানে সময়মত উপস্থিত হতে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।

আপনাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

রবার্টা, পিটার ও ফিলিস

পুনশ্চ: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ওদের মনে হলো কয়েক বছর পার করে তারপর এল সেই দিনটা। সেজেগুজে ঠিক সময় মত হাজির হলো ওরা স্টেশনে। স্টেশনমাস্টার বেরিয়ে এলেন ওদের অভ্যর্থনা জানাতে, মধুর হাসি উপহার দিয়ে নিয়ে গেলেন ওয়েটিংরুমে। ঘরটা অন্য রকম লাগছে আজ। কার্পেট বিছানো হয়েছে মেঝেতে, আগুনের ধারের তাকে গোলাপ সাজানো ফুলদানী, সবুজ পাতা ভর্তি ডাল দিয়ে সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে দেয়াল। কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন চেয়ারে, পার্ক্‌স্ অভ্যাগত দু'তিনজন মহিলাকে বসাচ্ছে, রেল কোম্পানীর আরও লোকজন তো আছেই। বেশ কয়েকজন ভদ্রলোককে চিনতে পারল ওরা—এঁরা সেদিন ট্রেনে ছিলেন। সবচেয়ে ভাল লাগল ওদের পছন্দের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখে। আজ তাঁর জামা-কাপড় আরও ধোপ-দুরস্ত, কোট-হ্যাট-কলার অন্যদের থেকে আরও আলাদা। ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি।

সবাই জায়গামত বসে পড়তেই একজন চশমা পরা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। জানা গেল ইনিই ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তিনি ওদের এতই প্রশংসা করলেন যে লজ্জায় কান গরম হয়ে গেল বাচ্চাদের। ওদের সাহস, উপস্থিত-বুদ্ধি, সর্বোপরি কর্তব্যবোধ এসব এতই সুন্দর ভাবে বর্ণনা করলেন যে করতালিতে ঘরের ছাত উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সবাই বলল, 'হিয়ার, হিয়ার!'

এবার ওদের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে অনেক কথা বললেন, ওদের তারিফ করলেন। তারপর একজন একজন করে নাম ধরে ডেকে নিয়ে প্রত্যেককে একটা সুন্দর সোনার ঘড়ি আর চেইন উপহার দিলেন। প্রতিটি ঘড়ির ভেতর খোদাই করে লেখা রয়েছে মালিকের নাম। নামের নিচে ছোট অক্ষরে লেখা: নর্দার্ন অ্যান্ড সাউদার্ন রেলওয়ের ডিরেক্টরদের তরফ থেকে ১৯০৫ সালের —তারিখে তোমাদের দ্রুত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে যে সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছিল, তার সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিস্বরূপ।

অপূর্ব সুন্দর ঘড়ি ও চেইন, সেইসঙ্গে প্রত্যেকের ঘড়ি রাখার জন্যে একটা করে চমৎকার নীল চামড়ার কেস।

পিটারের কানে কানে স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এবার তোমাকে কিছু বলতে হবে, সবাইকে ধন্যবাদ দিতে হবে তাঁদের সহৃদয়তার জন্যে,' সামনে ঠেলে দিলেন তাকে, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্ট্ল্‌মেন দিয়ে শুরু করো।'

'এই সেরেছে!' বলল পিটার, কিন্তু পিছিয়ে এল না।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্ট্ল্‌মেন,' বলেই থেমে গেল সে, ধুপধাপ ড্রাম বাজছে বুকের ভেতর শুনতে পেল স্পষ্ট। আবার বলল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্ট্ল্‌মেন,' এইবার হড়বড় করে বেরিয়ে এল বাকি কথাগুলো, 'আপনাদের বদান্যতায় আমরা মুগ্ধ। সারাজীবন যত্ন

করে রাখব আমরা এই ঘড়ি। আর একটি কথা, আমরা যা করেছি, সেজন্যে পুরস্কারের কোনও দরকার আসলে ছিল না। মানে, আমি বলতে চাইছি, কাজটা করে আমরা খুব মজা পেয়েছি, মানে, খুবই এক্সাইটিং ছিল কাজটা—আপনাদের সবাইকে অনেক, অনেক, অনেক ধন্যবাদ।'

পিটারের বক্তৃতার পর জোর হাততালি দিল সবাই, হাত মেলাল সবাই আগ্রহের সঙ্গে। তারপর ছাড়া পেয়েই ঘড়ি নিয়ে ছুটল ওরা পাহাড় বেয়ে তিন-চিমনির দিকে। মাকে দেখাবে।

অপূর্ব একটা দিন—মানুষের জীবনে এত আনন্দের দিন খুব কমই আসে। চলতে চলতে ববি বলল, 'ওই বুড়ো ভদ্রলোককে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম, অন্য একটা কথা, কিন্তু এত লোকের সামনে বলতে পারলাম না।'

'কি বলতে চেয়েছিলে?' জানতে চাইল ফিলিস।

'পরে বলব, আর একটু ভেবে নিই।'

ভাবা হয়ে গেলে একটা চিঠি লিখল ববি।

আমার প্রিয় ভদ্রলোক [এখনও আপনার নাম জানি না],

আপনার কাছে আমার একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ আছে। আপনি যদি এই ট্রেন থেকে নেমে পরের ট্রেনে যান, তাহলে কথাটা বলতে পারি। আমি কোনও জিনিস চাইব না আপনার কাছে। কারও কাছে কিছু চাইতে নিষেধ করে দিয়েছে মা। তাছাড়া আমাদের কিছু দরকারও নেই। আমি শুধু একজন কয়েদী সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলব আপনাকে। ইতি

আপনার স্নেহের ছোট্ট বন্ধু, ববি।

স্টেশনমাস্টারের মাধ্যমে চিঠিটা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছাল সে এবং তারপরের দিন ঠিক সময় মত পিটার ও ফিলিসকে নিয়ে চলে এল স্টেশনে। ভদ্রলোককে কি বলতে চায় জানাল ও ছোট দুই ভাই-বোনকে, এবং ওরা অকুণ্ঠ সমর্থন জানাল:

ট্রেন থেমে দাঁড়াতেই নেমে পড়লেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইছেন ওদের খোঁজে। এগিয়ে গেল ওরা। হাসিমুখে ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি।

'কি ব্যাপার বলো তো?' জানতে চাইলেন।

'আপনার খুব কষ্ট হলো,' বলল ববি।

'না, না! কে বলেছে? চলো ওয়েটিং রুমে বসে তোমার কথা শোনা যাক।' ববির হাত ধরে এগোলেন তিনি প্ল্যাটফর্মের ওপর গটমট জুতোর আওয়াজ তুলে। ফিলিস ও পিটার অনুসরণ করল। 'বলো দেখি, বলো এবার শুনি কি বলবে।'

'বলছি,' ইতস্তত করছে ববি।

'হ্যাঁ?'

'মানে, যে কথাটা...' আবার থামল ও।

'হ্যাঁ?'

'একজন মানুষের বিপদের কথা,' বলল ববি।

'বলে ফেলো।'

'হয়েছে কি,' এইবার গড়গড় করে বেরিয়ে এল ব্যাপারটা। গরীবের মঙ্গলের জন্যে চমৎকার একটা বই লেখার কারণে রাশান ভদ্রলোকের জেলখাটা, সাইবেরিয়ার খনিতে কাজ করা, সব বলে ফেলল এক নিঃশ্বাসে।

'আমরা ওঁর স্ত্রী ও সন্তানের ব্যাপারে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, কিন্তু কোথাও কোন খবর পাইনি,' বলল ববি। 'আপনি নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধিমান মানুষ, নইলে রেলওয়ের ডিরেক্টর হতে পারতেন না। আপনি কি একটা বুদ্ধি দিতে পারেন? কিংবা কোনরকম সাহায্য? ওঁর জন্যে আমরা সব করতে রাজি আছি, আমাদের ঘড়িগুলো দিয়ে দিতে পারি, যদি ওগুলো বিক্রি করে সেই টাকা খরচ করে ওঁর বউয়ের খবর পাওয়া যায়।'

'হুম্!' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ওয়েইস্ট কোটটা খুললেন, 'কি

নাম বললে লোকটার—ফ্রাইংপ্যান্স্কি?'

'না, না,' মাথা নাড়ল ববি। 'আমি লিখে দেখাচ্ছি। শুনতে ওরকম শোনায়, কিন্তু লিখলে দেখায় আরেক রকম। আপনার কাছে পেন্সিল আছে, আর এক টুকরো খাম?'

পকেট থেকে একটা কলম আর সবুজ চামড়া মোড়া একটা নোটবই বের করে সাদা একটা পৃষ্ঠা খুললেন বৃদ্ধ, বললেন, 'এই যে, এখানে লেখো।'

ববি ইংরেজি অক্ষরে লিখল 'Szczepansky', তারপর বলল, 'লিখলে দাঁড়ায় এরকম, কিন্তু মুখে বলে শেপ্যান্স্কি।'

একটা চশমা বের করে নাকে বসালেন বৃদ্ধ। নামটা পড়েই আরেক রকম হয়ে গেল চেহারার ভাব।

'আরে, এই লোক? হায় খোদা! এঁর বই তো পড়েছি আমি! ইউরোপের প্রত্যেকটি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এঁর বই। চমৎকার লেখক—মহৎ লেখক। আচ্ছা! তোমার মা তাহলে এই ভদ্রলোককে বাসায় জায়গা দিয়েছেন। দারুণ! একটা কথা তোমাদের বলতে পারি, খোকা-খুকুরা—তোমাদের মা সত্যিই একজন খুব ভাল মানুষ। খুবই বড় মাপের মানুষ।'

'নিশ্চয়ই!' এমন সুরে কথাটা বলল ফিলিস, যেন অবাক হয়েছে বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতদিনে বুঝলেন বলে।

'আর আপনিও একজন সত্যিকার ভাল মানুষ,' এমন সুরে বলল রবি, যেন এতেও কোনও সন্দেহ নেই।

'এই দেখো, তুমি আমাকে লজ্জা দেয়ার চেষ্টা করছ,' হাসলেন ভদ্রলোক, টুপি খুলে প্রশংসা গ্রহণ করছেন এমন ভঙ্গি করলেন, তারপর বললেন, 'এবার আমি বলি তোমাদের সম্পর্কে আমার কি ধারণা?'

'প্লীজ না, বলবেন না,' চট্ করে বলল ববি।

'কেন?'

'ঠিক জানি না,' আমতা আমতা করে বলল ববি, 'যদি খারাপ কিছু হয়, আপনার কাছে শুনতে চাই না; আর যদি ভাল কথা হয়, নাই বা বললেন।'

জোরে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ।

'বেশ, তাহলে এইটুকু বলি, এই ব্যাপারে যে তোমরা আমার সাহায্য চেয়েছ সেজন্যে আমি খুবই খুশি হয়েছি, সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আর বলা যায় না, শীঘ্রিই হয়তো খোঁজ বের করে ফেলা সম্ভব হতে পারে। কারণ, অনেক ক'জন লন্ডনবাসী রাশানকে চিনি আমি, আর প্রত্যেক রাশান যে এই ভদ্রলোকের নাম জানবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবার তোমাদের কথা বলো, শুনি।'

ফিলিসকে পাওয়া গেল না আশেপাশে—কাপড় নোংরা হয়ে গেছে বলে আলগোছে কেটে পড়েছে।

'তোমাদের সব কথা বলো আমাকে,' আবার বললেন ভদ্রলোক। কিন্তু পিটার যেন বোবা হয়ে গেছে।

'ঠিক আছে, মনে করো পরীক্ষা দিচ্ছ,' বললেন ভদ্রলোক, 'তোমরা দুজন এই টেবিলে বসো, আমি বেঞ্চে বসে প্রশ্ন করি।'

প্রশ্নের উত্তরে একে একে বেরিয়ে এল ওদের পুরো নাম, বয়স, বাবার নাম, বাবা কি করেন, কতদিন থেকে ওরা তিন-চিমনিতে বাস করছে, এবং এরকম আরও অনেক কথা। গল্প করতে করতেই এসে পড়ল পরের ট্রেন। বিদায় নিয়ে চলে গেলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

'মনে হচ্ছে এইবার সত্যি সত্যিই একটা হিল্লে হবে ভদ্রলোকের,' পিটার মন্তব্য করল।

এবং ফলে গেল কথাটা।

দিন দশেক পর নিচে নামার পথে যে বড় পাথরটার ওপর প্রথম দিন ভোরে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেটার ওপর বসে গল্প করছে ওরা, দেখছে স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে পাঁচটা পনেরো। কয়েকজন লোককে নামতে দেখেছে ওরা ওই ট্রেন থেকে। গ্রামের দিকে

চড়াই বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওরা, হঠাৎ একজন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিন-চিমনির পথ ধরল।

'আরে! কে আসে?' পাথর থেকে নেমে পড়ল পিটার।

'চলো দেখি গিয়ে,' বলল ফিলিস।

ছুট লাগাল তিনজন। কিছুটা কাছে গিয়েই চিনতে পারল—ওদের প্রিয় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পড়ন্ত রোদ লেগে চকচক করছে পিতলের বোতামগুলো, ওয়েইস্টকোটটা চারপাশের সবুজের মধ্যে আরও সাদা দেখাচ্ছে।

চেঁচিয়ে উঠল ওরা, হাত নাড়ল।

তিনিও টুপি খুলে নাড়লেন।

কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ওরা, 'কেমন আছেন?'

'খুব ভাল। খবরও আছে চমৎকার,' বললেন বৃদ্ধ। 'তোমাদের রাশান বন্ধুর বউ আর মেয়ের ঠিকানা পেয়ে গেছি—নিজেই চলে এসেছি খবরটা জানাতে।' ববির দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন ওর মনের কথা। বললেন, 'এক কাজ করো, ববি, দৌড়ে গিয়ে খবরটা ওঁকে জানাও, আমি ধীরে-সুস্থে আসছি পিটার আর ফিলিসের সঙ্গে।'

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে ছুটল ববি। বাগানে বসে গল্প করছিল মা রাশান লেখকের সঙ্গে, খবরটা দিতেই উজ্জ্বল হাসি ফুটল মা'র মুখে, কয়েকটা ফ্রেঞ্চ শব্দ উচ্চারণ করল ভদ্রলোকের উদ্দেশে। কথাটা শোনা মাত্র এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, যে বুকটা কেঁপে গেল ববির। এই একটি আওয়াজেই বোঝা গেল পরিবারের প্রতি তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা। মা'র হাতে চুমো দিলেন ভক্তি ভরে, তারপর আর্মচেয়ারে বসে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক পৌঁছতে পৌঁছতে নিজেকে সামলে নিলেন

রাশান। পরিচয় পর্ব শেষ হতেই ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন তিনজন। একদৌড়ে গ্রাম থেকে কেক আর বনরুটি নিয়ে এল পিটার, মেয়েরা চা তৈরি করে পরিবেশন করল বাগানে। কথা বলার ফাঁকে মা'র কাছে অনুমতি নিলেন বৃদ্ধ বাচ্চাদের জন্যে কিছু উপহার এনেছেন, দেবেন কি না। তাঁর প্রতি এতটাই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে মা যে আঁই-গুঁই না করে এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

ব্যাগ থেকে সবুজ রিবন দিয়ে বাঁধা তিনটে বড়সড় বাক্স বের করলেন ভদ্রলোক, খুলে দেখে ওদের মনে হলো সারাজীবন খেয়েও এত চকোলেট শেষ করা যাবে না।

রাশান ভদ্রলোককে ট্রেনে তুলে দিল সবাই। সবাইকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন তিনি লন্ডনের পথে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে ফিরে মা বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যিই ভাল লাগল। তবে আমরা সাদামাঠা ভাবে নিরিবিলিতে থাকি, কাজেই আপনাকে আবার কখনও বাড়িতে আসার জন্যে বলতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

ছেলেমেয়েদের কাছে মনে হলো, এত ভাল একজন মানুষকে এমন শক্ত কথা বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। অনেক কষ্টে ওরা একজন বন্ধু পেয়েছে, মাঝে মাঝে উনি যদি আসেন, ক্ষতি কি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কথাটা কেমন ভাবে নিলেন বোঝা গেল না। তিনি শুধু বললেন, 'আপনার ওখানে একবার যেতে পেরেই নিজেকে আমি মস্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি।'

'আমি জানি,' মা বলল, 'আমার কথাটা খুব খারাপ শোনাচ্ছে, এমন কি অকৃতজ্ঞ...'

'না।' মাথা ঝুঁকিয়ে 'বাউ' করলেন ভদ্রলোক। 'আমার কাছে আপনি অত্যন্ত বড় মনের একজন সম্মানিত ভদ্রমহিলা।'

বাড়ি ফেরার পথে মা'র মুখটা দেখে চমকে গেল ববি। 'মা, তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন? আমার ওপর ভর দিয়ে হাঁটো।'

'না, আমার ওপর,' বলল পিটার। 'বাবা নেই, এখন আমিই পরিবারে একমাত্র পুরুষ।'

ওদের দুজনেরই হাত ধরল মা।

'কী মজা হবে!' খুশিতে লাফাচ্ছে ফিলিস। 'রাশান ভদ্রলোক যখন হারিয়ে যাওয়া বউকে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরবে! আচ্ছা, মা, বাচ্চাটা তো নিশ্চয়ই এতদিনে অনেক বড় হয়ে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল মা।

'আমার মনে হয় বাবাও আমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে। আমিও তো অনেক বড় হয়ে গেছি, তাই না, মা?'

'হ্যাঁ।' ববি আর পিটার অনুভব করল মা'র দু'হাত শক্ত করে চেপে বসল ওদের বাহুতে।

মনে মনে বলল ববি: আহা-রে, মা, তোমার সব দুঃখ যদি ঘুচিয়ে দিতে পারতাম!

আট

ওরা যখন গ্রামে এসে তিন-চিমনিতে বাস করতে শুরু করল, প্রথম প্রথম বাবার কথা খুব বলত, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করত: বাবা কোথায় আছে, কি করছে এখন, কবে আসবে, আমরা কি এখানেই থাকব, আর লন্ডনে ফিরে যাব না ইত্যাদি। যতটুকু বলা যায় বলেছে

মা, কিন্তু সেটুকু মোটেই যথেষ্ট নয়—প্রশ্নের উত্তর ওরা পায়নি। কাজেই, যতই দিন গেল, ধীরে ধীরে কমে গেল প্রশ্ন। মা গল্প-কবিতা লেখায় ব্যস্ত, ওরা নিত্য-নতুন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাচ্ছে। কেমন আবছামত হয়ে এল বাবার স্মৃতি।

কি করে যেন বুঝে ফেলেছে ববি, এসব প্রশ্ন করলে মা আঘাত পায়, বিষণ্ন হয়ে যায়। অন্যেরাও, সচেতন ভাবে না হলেও, টের পেয়েছে মা'র দুঃখ। তাই বাবা সম্পর্কে মাকে কোনও প্রশ্ন আর করে না ওরা।

একদিন মা যখন ভয়ানক ব্যস্ত, দশমিনিটের জন্যেও টেবিল ছেড়ে উঠতে পারছে না, এক কাপ চা পৌঁছে দিল ববি। মা যে-ঘরে বসে লেখে সেটাকে ওরা বলে মা'র কারখানা। ঘরে আসবাব সামান্যই—একটা টেবিল, একটা চেয়ার আর একটা কম্বল। কিন্তু জানালার ধারে, চুলোর ধারের তাকে বড় বড় পাত্রে ফুলের কোনও কমতি নেই। ছেলেমেয়েরা যোগান দেয় হরেক রকম ফুল। জানালা তিনটেয় পর্দা নেই, কিন্তু দূরে বিস্তীর্ণ মাঠ, জলাভূমি আর পাহাড় এবং আকাশে ছোট-বড় মেঘের আনাগোনা দেখা যায়—মনে হয় তিনটে মস্ত পেইন্টিং ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

'এই যে চা, আম্মু মণি,' বলল ববি, 'গরম থাকতে খেয়ে নিয়ো।'

একগাদা কাগজের ওপর কলমটা নামিয়ে রাখল মা। দুই হাত ঢোকাল চুলের ভেতর, যেন মুঠো মুঠো চুল ছিঁড়ে আনবে।

'মাথাটা ব্যথা করছে, মা?' জিজ্ঞেস করল উৎকণ্ঠিত ববি।

'না…হ্যাঁ…বেশি না,' বলেই অন্য প্রসঙ্গে গেল মা, 'ববি, তোমার কি মনে হয় পিটার আর ফিল বাবাকে ভুলে যাচ্ছে?'

'না তো, কেন?'

'তোমরা কেউ যে আর ওর কথা জিজ্ঞেস করো না?'

প্রথমে এক পায়ে দাঁড়াল ববি, তারপর অন্য পায়ে।

'আমরা নিজেরা তো প্রায়ই বাবার কথা আলাপ করি।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে না,' বলল মা। 'কেন?'

উত্তর দেয়াটা সহজ হলো না ববির পক্ষে। বলল, 'আমি…তুমি…' থেমে গেল, জানালার ধারে গিয়ে বাইরে তাকাল।

'ববি, এখানে এসো,' বলল মা, ববি এসে দাঁড়াল।

'এবার,' এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মাথাটা রাখল মা, 'চেষ্টা করো বলতে।'

ইতস্তত করছে ববি।

'মা-কে সব খুলে বলতে হয়।'

'ঠিক আছে, বলছি। আমার মনে হয়েছে, বাবা নেই বলে তোমার মনে খুব দুঃখ, আমি যখনই তার কথা বলি তোমার মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়। তাই আমি আর বাবার কথা বলি না।'

'আর অন্যেরা?'

'ওদের কথা জানি না। এ-নিয়ে কখনও আমি আলাপ করিনি ওদের সঙ্গে। আমার মনে হয় ওরাও টের পেয়েছে তোমার কষ্ট।'

'ববি সোনা,' এখনও মা'র মাথাটা ববির কাঁধে, 'শোনো, বলি তোমাকে। তোমার বাবা নেই, এটা একটা দুঃখ; কিন্তু ও আর আমি এর চেয়েও অনেক-অনেক বড়, সহ্য করা যায় না এমন একটা দুঃখ পেয়েছি—তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না সেটা কত কষ্টের—সেইজন্যেই প্রথম প্রথম তোমাদের প্রশ্ন আমাকে ব্যথা দিয়েছে। তোমরা তো আর জানো না কি গোলমাল ঘটে গেছে, তাই যেন সবই আগের মত আছে, এমনভাবে প্রশ্ন করেছ—আমার ভেতরেও উথলে উঠেছে দুঃখ, কেন সব এমন ওলট পালট হয়ে গেল, তাই ভেবে। কিন্তু তোমরা যদি বাবাকে ভুলেই যাও সেটা সহ্য করা আরও কঠিন হবে আমার জন্যে।'

'গোলমাল…' নরম গলায় বলল ববি, 'মা, তোমাকে কোনও প্রশ্ন করব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আজ পর্যন্ত কিছু জিজ্ঞেস করিনি, করেছি, বলো? কিন্তু যে গোলমালের কথা বললে. সেটা

কি চিরকালের জন্যে...'

'না, লক্ষীসোনা,' মাথা নাড়ল মা। 'অসুবিধে দূর হলেই বাবা ফিরে আসবে তোমাদের কাছে।'

'তোমার কষ্ট যদি একটু কমাতে পারতাম, মা!'

'কমাচ্ছ না বলতে চাও? তোমরা না থাকলে তো পাগলই হয়ে যেতাম আমি। তাছাড়া তোমরা যে কত ভাল হয়ে চলছ, ঝগড়া না করে মিলেমিশে থাকছ, এসব আমি লক্ষ করছি না ভেবেছ? তারপর এই যে রোজ রোজ ফুল এনে দেয়া, জুতো পরিষ্কার করে রাখা, সন্ধে হলেই বাতি জ্বালা, সবার বিছানা সাট করে রাখা—আমি কিচ্ছু দেখি না বুঝি! তোমরা আমার কলজের টুকরো, তোমরা আমার জান, তোমরাই তো আমার সব!' ববিকে একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল মা। 'এখন যাও, কাজটা শেষ করতে হবে। কাউকে কিচ্ছু বোলো না। কেমন?'

মাথা কাত করে বেরিয়ে গেল ববি কারখানা থেকে। মা তাহলে সবই লক্ষ করে! স-অ-ব জানে! অথচ ওরা ভেবেছিল কিচ্ছু টের পাচ্ছে না!

সেই রাতে ঘুমানোর আগে বাচ্চাদের গল্প বা কবিতা পড়ে না শুনিয়ে বাবার গল্প শোনাল মা। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে কি কি খেলা খেলেছে সেই গল্প, দুই মামার সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব, তাদের তিনজনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প, হাসি-কৌতুকের ঘটনা। এমন মজা করে বলে মা যে হেসে খুন হয়ে যেতে হয়।

'এডওয়ার্ড মামা তো বড় হওয়ার আগেই মরে গেছে, তাই না, মা?' জিজ্ঞেস করল ফিলিস।

'হ্যাঁ। ও থাকলে ওকে খুব ভাল লাগত তোমাদের। খুবই সাহসী ছেলে ছিল, তেমনি দুর্দান্ত পাজি। সারাক্ষণ দুষ্টামি করত ঠিকই, ওদিকে সবার সঙ্গেই বন্ধুত্ব ছিল। সবাই ভালবাসত ওকে। ওরা কেউ নেই এখানে, তোমাদের রেগি মামা সিলোনে, বাবা রয়েছে

আরেক জায়গায়—আমার মনে হয়, আমরা যে ওদের নিয়ে গল্প করছি, ওরা কে কিরকম পাগল ছিল তাই নিয়ে আলাপ করে মজা পাচ্ছি, জানতে পারলে ওদের খুব ভাল লাগত। খুশি হত...'

'এডওয়ার্ড মামা জানবে কি করে?' বাধা দিল ফিলিস, 'এখানকার কথা কিছুই মনে নেই। উনি তো স্বর্গে।'

'তাতে কি? ঈশ্বর ওকে এখান থেকে সরিয়ে আরেক জায়গায় রেখেছেন,' বলল মা। 'আমার যেমন তার সব কথা মনে আছে, তারও নিশ্চয়ই মনে আছে কবে আমি ফ্রক ছিঁড়ে যাওয়ায় কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলাম। নাহ্, ঠিকই মনে আছে। কিছুদিনের জন্যে আলাদা আছি আমরা, আবার একদিন দেখা হবে।'

'রেগি মামার সাথেও, বাবার সাথেও?' বলল পিটার।

'নিশ্চয়ই। রেগি মামা, বাবা—দুজনের সাথেই। আচ্ছা, এবার তোমরা ঘুমাতে যাও সবাই। গুড নাইট।'

চেষ্টা করেও মন থেকে দূর করতে পারছে না ববি, সময় ও সুযোগ পেলেই মনে প্রশ্ন জাগে—কিসের গোলমাল? এডওয়ার্ড মামার মত মারা যায়নি বাবা—মা একথা নিজের মুখে বলেছে। অসুস্থও নয়, তাহলে মা তার কাছে থাকত এখন। তাহলে কী? কেন এখুনি চলে আসতে পারছে না বাবা? গরীব হয়ে গেছে? নাহ্, সেটা কারণ নয়।

'ও-নিয়ে ভাবব না,' নিজেকেই বলল ববি। 'ওটা বড়দের ব্যাপার, নইলে কিসের গোলমাল মা তো বলতই। এসব নিয়ে চিন্তা করা আমার উচিত না। যাক, আমরা যে এখন ঝগড়া কম করছি, মা সেটা লক্ষ করেছে বলে ভাল লাগছে। সদ্ভাবটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে।'

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পরদিনই দুপুরে পিটারের সঙ্গে লেগে গেল ববির।

তিন-চিমনিতে আসার সাত দিনের মধ্যেই মা'র কাছ থেকে

বাগানের তিনখণ্ড জমি চেয়ে নিয়েছে ওরা তিনজন, আলাদা ভাবে নিজস্ব বাগান করবে বলে। দক্ষিণ সীমান্তে পীচগাছের নিচের জমিটা তিনটুকরো করে দেয়া হয়েছে তিনজনকে—যার যা খুশি লাগাবে।

ফিলিস মিনিয়ানেট, নাস্টাশিয়াম আর ভার্জিনিয়া লাগিয়েছে। তর-তর করে বেড়ে উঠেছে ভার্জিনিয়া, ফিলিসের বাগান এখন উজ্জ্বল গোলাপী, সাদা, লাল আর বেগুনী ফুলে ছেয়ে গেছে। খুশির সীমা নেই ওর।

পিটার তার জমিতে সবজির বীজ লাগিয়েছে—গাজর, পেঁয়াজ, শালগম, এইসব। কিন্তু এসব সবজি আলোর মুখ দেখার আগেই জমিতে গর্ত খুঁড়ে খাল কেটেছে সে, খালের তীরে দুর্গ, তার পাশে খেলনা সোলজারদের জন্যে ট্রেঞ্চ।

ববি লাগিয়েছিল গোলাপের ঝাড়। সব পাতা শুকিয়ে ঝরে গেছে। ও জানে না মে মাসে গোলাপ গাছ লাগাতে নেই। তবে ও আশায় আশায় পানি দিয়ে যাচ্ছিল ওগুলোতে গতকাল পর্যন্ত, কিন্তু পার্কস্‌ এসে ওর সব আশা ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে গেছে। বলে, ওগুলোর সঙ্গে নাকি দরজার পেরেকের কোনও তফাৎ নেই, সমান তাজা!

'ওগুলো খড়ি হয়ে গেছে, খুকি,' বলেছে সে, 'ওগুলো মাটি খুঁড়ে তুলে জ্বালিয়ে ফেলো, আমি কাল আমার বাগান থেকে চার-পাঁচ রকম ফুলের তাজা চারা তুলে দিয়ে যাব।'

সেজন্যে গোলাপের ঝাড় তুলে বাগানের অন্যপ্রান্তে রেখে এসেছে সে, এবার জমি তৈরি করবে আঁচড়া দিয়ে কুপিয়ে।

এদিকে আজই পিটার তার প্ল্যান পরিবর্তন করেছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্গ-ট্রেঞ্চ সব সমান করে রেলওয়ে টানেল, ব্রিজ, ক্যানাল, অ্যাকুইডাক্ট ইত্যাদির মডেল বানাবে।

ববি যখন গোলাপ ঝাড়ের শেষ বোঝাটা বাগানের ও-প্রান্তে ফেলে ফিরে এল, পিটার তখন আঁচড়া নিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত।

'ওটা দিয়ে আমি কাজ করছিলাম,' বলল ববি।

'আর আমি এখন করছি,' বলল পিটার।

'কিন্তু প্রথমে আমি নিয়েছিলাম!'

'অতএব এবার আমার পালা।' শুরু হলো ঝগড়া। আরও কয়েকটা গরম-গরম বাতচিতের পর রায় দিল পিটার, 'সব সময় তুমি সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো।'

'আঁচড়া দিয়ে আমিই কাজ শুরু করি প্রথমে,' হ্যান্ডেল চেপে ধরল ববি ওটার।

'সকালেই বলিনি আমি আঁচড়া লাগবে আমার? কি ফিল, বলিনি?'

ফিলিস সাফ জানিয়ে দিল ওদের ঝগড়ায় নিজেকে জড়াতে চায় না সে। অবশ্য কথাটা বলেই জড়িয়ে পড়ল সে-ও।

'মনে থাকলে তোমার বলা উচিত!'

'ওর কিছুই মনে নেই!' ঘোষণা দিল ববি, 'থাকলে বলত।'

'ইশ্‌শ্‌! দু-দুটো ঝগড়াটে, ছিচ কাঁদুনে বোনের বদলে যদি একটা ভাই থাকত আমার!'

এর উত্তরে ববি বলল, 'ছোট ছোঁড়াদের যে কে আবিষ্কার করল বুঝে পাই না!' কথাটা বলেই ওপর দিকে চাইল ববি, মায়ের কারখানার তিন জানালার কাঁচে লালচে রোদ প্রতিফলিত হয়ে চোখে লাগছে। মা'র প্রশংসার কথা মনে পড়ল: ঝগড়া না করে মিলেমিশে থাকছ!

ববির ইচ্ছে হলো বলে, 'এসো, ঝগড়া বাদ দিই; মা পছন্দ করে না।' কিন্তু পিটারের আগ্রাসী হাবভাব অত্যন্ত অপমানজনক বলে বোধ হওয়ায় বলতে পারল না। 'ঠিক আছে, নাও তোমার আঁচড়া!' বলেই হঠাৎ ছেড়ে দিল হ্যান্ডেলটা। পিটার এতক্ষণ টেনে রেখেছিল আঁচড়াটা, হঠাৎ ঢিল পড়তেই চিৎ হয়ে পড়ে গেল পিছন দিকে, আঁচড়ার দাঁতগুলো পড়ল পায়ের ওপর।

'ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে!' বলে উঠল ববি ওকে পড়ে যেতে দেখে।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ পড়ে থাকল পিটার, তারপর ববিকে ভয় পাইয়ে দিয়ে উঠে বসে একটা চিৎকার দিল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, শুয়ে পড়ল আবার, তারপর গোঙাতে লাগল নিচু গলায়। মনে হচ্ছে, সিকি মাইল দূরে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কোনও জন্তু।

জানালায় মা'র মাথা দেখা গেল, তার আধমিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল মা, পিটারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, ববি?'

'ওই আঁচড়াটা,' বলল ফিলিস, 'দুজন টানছিল দুদিক থেকে, ববি ছেড়ে দিতেই ও উল্টে পড়েছে।'

একটানা গোঁ-গোঁ করে চলেছে পিটার। মা বলল, 'থামো, পিটার। চুপ করো। একদম চুপ!'

শেষ একটা গোঙানির শব্দ করে থেমে গেল পিটার।

'এবার বলো, ব্যথা লেগেছে কোথাও?'

'অভিনয় করছে, মা,' বলল ববি, রেগে আছে এখনও। 'কিচ্ছু হয়নি। সত্যি সত্যিই ব্যথা পেলে এরকম গ্যাঙরাত না। ও তো আর ভীতু না।'

'আমার মনে হচ্ছে পা-টা কাটা পড়েছে,' উঠে বসে বলল পিটার। 'ব্যস, এর বেশি আর কিছু না।' কথাটা বলেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল পিটারের চেহারা। চট্ করে এক হাতে জড়িয়ে ধরে পতন ঠেকাল মা।

'ব্যথা পেয়েছে। ববি, জ্ঞান হারিয়েছে ও, চট্ করে বসে ওর মাথাটা কোলে নাও।'

আঁচড়াটা সরাতেই বুটের গায়ে ফুটো দেখা গেল। ডান পায়ের জুতো খুলে দেখা গেল মোজা ভিজে গেছে রক্তে। মোজা খুলে

ফেলল মা। তিনটে গর্ত থেকে অল্প অল্প রক্ত বেরোচ্ছে এখনও। আঁচড়ার তিনটে দাঁত বেশ গভীর গর্ত করেছে ওর পায়ে।

'দৌড় দাও, বেসিন ভর্তি করে পানি নিয়ে এসো,' বলল মা। কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ছুটল ফিলিস। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বেশির ভাগ পানিই পড়ে গেল পথে, কাজেই আবার ছুটতে হলো তার জগ ভরে আনার জন্যে।

পা-টা রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল মা, তারপর ববির সঙ্গে ধরাধরি করে পিটারকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গিয়ে একটা কাঠের বেঞ্চিতে শুইয়ে দিল। ইতোমধ্যে ফিলিস ডাক্তারের বাড়ির অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেছে।

পিটারের পাশে বসে ওর পা-টা ধুইয়ে দিচ্ছে মা, ববি গেল চায়ের ব্যবস্থা করতে।

'ইশ্‌শ্! পিটার যদি মরে যায়, কিংবা জীবনের তরে অসহায়, পঙ্গু হয়ে যায়?' নিজের মনে বিড়বিড় করছে ববি। 'যদি ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়!'

নিজেকে ভয়ানক এক অপরাধী বলে মনে হচ্ছে ববির, মনের মধ্যে একের পর এক অশুভ চিন্তা আসছে। হঠাৎ বেশ জোরে বলে উঠল, 'আমি যদি না জন্মাতাম তাহলেই ভাল হত।'

'অ্যাঁ? বলে কি! বালাই ষাট, কি হয়েছে?'

চমকে চেয়ে দেখল ববি একটা বাস্কেটে ওর জন্যে ফুলের চারা নিয়ে এসেছে পার্ক্‌স্।

'ওহ্, তুমি,' বলল সে, 'আঁচড়া দিয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে পিটার—তিন জায়গায় জখম হয়েছে কাঁটা বিঁধে। এর জন্যে বেশ অনেকটা দোষ আমার।'

'তোমার দোষ নেই, এ আমি হলফ করে বলতে পারি,' বলল পার্ক্‌স্, 'ডাক্তার দেখেছে?'

'ফিলিস ডাকতে গেছে।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে। দেখো তুমি, না হলে বোলো,' সান্ত্বনা দিল পার্কস্। 'আরে, আমার বাবার আপন চাচাত ভাইয়ের গায়ে একবার হে-ফর্কের কাঁটা গেঁথে গেছিল, ঠিক তিন সপ্তাহের মাথায় দিব্যি হেঁটে বেড়িয়েছে। তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। তোমার আজ আর বাগানের কাজ করার দরকার নেই, তুমি খালি আমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দাও, আমি এই ডালগুলো পুঁতে দিচ্ছি। তারপর নাহয় ওই সামনের দিকটায় ঘুরঘুর করব খানিকক্ষণ, ডাক্তার বেরোলে অবস্থা কি জেনে নিয়ে তোমাকে জানিয়ে বাড়ি যাব। তুমি মন খারাপ কোরো না, খুকী। এক পাউন্ড বাজি রাখতে পারি আমি, কিচ্ছু হয়নি ওর, তেমন কিছুই না।'

আসলে পার্কসের কথা ঠিক নয়, ভালই ব্যথা পেয়েছে পিটার। ডাক্তার সুন্দর করে পা-টা ব্যান্ডেজ করে দিয়ে বলেছেন, এক সপ্তাহ মাটিতে পা ফেলা চলবে না।

'ও খোঁড়া হয়ে যাবে না তো,' ফিসফিস করে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল ববি, 'সারাজীবন ক্রাচে ভর দিয়ে...'

'আরে না রে, বুড়ি!' হেসে উঠলেন ডা. ফরেস্ট, 'দুই সপ্তাহ যেতে না যেতেই দেখবে সারা দুনিয়া টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে! কিচ্ছু ভেবো না তুমি।'

মা গেল গেট পর্যন্ত ডাক্তারকে এগিয়ে দিতে, ফিলিস গেল চায়ের কাপ ধুতে। পিটারকে একা পেয়ে নরম গলায় বলল ববি, 'উনি বললেন খোঁড়া হয়ে যাবে না তুমি।'

'তা তো হবই না, বুদ্ধু,' বলল পিটার। কিন্তু চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল।

একটু চুপ করে থেকে ববি বলল, 'পিটার, আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'আরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'আসলে সবটুকুই আমার দোষ।'

'বাজে কথা,' বলল পিটার।

'ঝগড়া না করলে এটা ঘটতই না। আমি জানতাম ঝগড়া করা ঠিক হচ্ছে না। কথাটা বলতেও চেয়েছিলাম, কিন্তু কেন জানি পারিনি।'

'নাকি কান্না কেঁদো না,' বলল পিটার। 'তুমি বললেও আমি থামতাম না। মনে হয় না। তাছাড়া ঝগড়ার জন্যে তো আর এটা হয়নি। কোদালের কোপ পায়ে পড়তে পারত, ডাল ছাঁটার কাঁচিতে আঙুল কাটতে পারত, মানে, ঝগড়া না করলেও ওসব হতে পারত, কিন্তু একই সমান ব্যথা পেতাম।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম ঝগড়া করা উচিত না,' পানি টলমল করছে ববির চোখে, 'এরকম একটা জখম হয়ে গেলে, অথচ আমার কিছুই হলো না...'

'দেখো, এসব প্যাচাল ছাড়ো তো! তোমার যে কিছু হয়নি, তাই জানে বেঁচে গেছি আমি। জখমটা আমার হয়েছে বলে আমি খুব খুশি। বুঝলে? তোমার যদি হত, সোফায় শুয়ে পরিবারের মধ্যমণি হয়ে কোঁ-কোঁ করতে, আর সবাই অস্থির হয়ে থাকত তোমাকে নিয়ে...আহা, কী আনন্দ! সেটা আমি সহ্য করতে পারতাম মনে করেছ?'

'আমি ওরকম করতাম না!' বলল ববি।

'হ্যাঁ, করতে!' বলল পিটার।

'সত্যি বলছি, করতাম না!'

'আমি বলছি, করতে!'

'ওরে পাজিরা,' দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ল মা। 'শুরু হয়ে গেছে আবার? এরই মধ্যে!'

'ঠিক ঝগড়া না, মা,' বলল পিটার। 'মতের মিল হচ্ছে না, এটাকেও তুমি যদি ঝগড়া মনে করো...'

মা চলে যেতেই ববি বলল, 'পিটার, তুমি ব্যথা পেয়েছ,

সেজন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু তুমি যেসব শব্দ ব্যবহার করলে—প্যাচাল, কোঁ-কোঁ—সেজন্যে মনে হচ্ছে তুমি একটা জানোয়ার।'

'খুব সম্ভব ঠিকই ধরেছ,' ববিকে অবাক করে দিয়ে মেনে নিল পিটার। 'ঠিক আছে, ববি, রাগের মাথায়ও তুমি আমার প্রশংসা করেছ, বলেছ আমি ভীতু নই। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করাটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি আমার চেয়ে সব দিক দিয়ে ভাল, সেজন্যে মাঝে মাঝে তোমাকে খোঁচাতে ইচ্ছে করে। যাক্, শোধ-বোধ, ঠিক আছে? কেউ কিছু মনে রাখব না।'

'ঠিক আছে,' খুশি মনে রাজি হয়ে গেল ববি।

পিটারের আর সময় কাটে না। কয়েকটা দিন বড় কষ্ট হলো ওর। যেভাবেই শোয়, আরাম হয় না। বালিশ উঁচু করে, নিচু করে, এপাশে দিয়ে, ওপাশে দিয়ে দেখে—কিছুতেই স্বস্তি হয় না। আসল কথা বাইরে বেরোবার জন্যে ছটফট করছে ওর মনটা। বেঞ্চিটা জানালার পাশে সরিয়ে দেয়া হলো, ট্রেন দেখা যায় না, কিন্তু এখান থেকে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যায়।

দুই বোন সারাটা সপ্তাহ ওর এত যত্ন নিল যে মত পাল্টে ফেলল পিটার—নাহ্, ভাইয়ের চেয়ে বোনই ভাল। ওরা ক্লান্তিহীন ভাবে এত সেবা করে কি করে! বোনেরা কোনও কাজে বাইরে গেলে মাকে ডেকে দিয়ে যায়, পাশে বসে মা কত কি গল্প শোনায়। ওর সাহসের প্রশংসা করায় পায়ে যত ব্যথাই হোক ট্যাঁ-ফোঁ করল না পিটার একটুও। যদিও মাঝেমাঝে খুবই কষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে রাতে।

মাঝে মাঝেই পার্ক্স্ এসে দেখে যায়, স্টেশনমাস্টারও এলেন একদিন, গ্রামে যে দোকান থেকে ওরা বনরুটি কেনে সেই দোকানিও এলেন একটা ছোটখাট সুন্দর কেক নিয়ে। কিন্তু সময়

কাটে বড় ধীরে।

'ইশ্‌শ্‌! যদি পড়ার কিছু থাকত!' একদিন বলল পিটার। 'প্রত্যেকটা বই পড়া হয়ে গেছে পঞ্চাশেরও বেশি বার।'

'এক কাজ করি,' বলল ফিলিস, 'ডাক্তার সাহেবের কাছে যাই। ওঁর কাছে নিশ্চয়ই থাকবে ভাল বই।'

'ওসবে পাওয়া যাবে শুধু রোগের লক্ষণ, আর খুব সম্ভব মানুষের বিশ্রী নাড়িভুঁড়ির রঙিন ছবি,' বলল পিটার। 'তবু দেখো।'

'পার্ক্‌সের কাছে অনেক ম্যাগাজিন আছে। ট্রেনের যাত্রীরা পড়া হয়ে গেলে ফেলে যায়।' উঠে দাঁড়াল ববি, 'এক দৌড়ে গিয়ে চেয়ে দেখি।'

দুই বোন দুদিকে গেল।

সিগন্যাল বাতির কাঁচ পরিষ্কার করছিল পার্ক্‌স্‌, ববিকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'পিট সাহেবের খবর কি?'

'অনেকটা ভাল,' বলল ববি। 'কিন্তু একঘেয়েমিতে ভুগছে খুব। আপনার কাছে কি পড়তে দেয়ার মত ম্যাগাজিন হবে?'

'এই দেখো,' ময়লা, তেলতেলে একটা তেনা দিয়ে পার্ক্‌স্‌ কানের লতি ঘষল, 'কথাটা আমার মাথায় এল না কেন? আজই সকালে ভাবছিলাম সময় কাটানোর জন্যে ওকে কি দেয়া যায়—গিনিপিগ ছাড়া কিছুই এল না মাথায়। একটা ছেলেকে আনতে পাঠিয়েছি, বিকেলে নিয়ে আসবে।'

'বাহ্‌, জ্যান্ত একটা গিনিপিগ পেলে দারুণ খুশি হবে পিটার। ম্যাগাজিন পেলেও হবে।'

'বহুত আছে,' ঘরের কোণে মেঝেতে সাজিয়ে রাখা এক গাদা কাগজের দিকে এগিয়ে গেল পার্ক্‌স্‌, 'ভাল কিছু রঙিন সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে, ছবিওয়ালা সাপ্লিমেন্ট আছে,' ছয় ইঞ্চির মত পুরু পত্র-পত্রিকা তুলে নিল সে হাতে। 'দাঁড়াও, একটা কাগজ মুড়ে

সুতো দিয়ে বেঁধে দিই।'

সুন্দর একটা খবরের কাগজ মোড়া প্যাকেট তুলে দিল পার্ক্‌স্‌ ববির হাতে। বলল, 'অনেক ছবি আছে, ইচ্ছে করলে তার ওপর তুলি বা রঙ পেন্সিল বুলিয়ে হাত মকশো করতে পারবে—নষ্ট হলে কোনও অসুবিধে নেই, ফেরত দিতে হবে না।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,' বলে প্যাকেট নিয়ে রওনা হলো ববি। বেশ ভারী প্যাকেট। লেভেল ক্রসিং-এ থামতে হলো, ট্রেন যাচ্ছে। গেটের ওপর রাখল ববি প্যাকেটটা। পরমুহূর্তে, যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে পাথর-হয়ে গেল ও। হাত দুটো শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে প্যাকেটটা।

একটা খবর।

যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে।

পড়তে শুরু করল ববি। কলামের শেষটুকু ভাঁজ হয়ে গেছে ভেতর দিকে—সবটুকু পড়া গেল না। কিভাবে বাড়ি পৌঁছল বলতে পারবে না ও। পা টিপে নিজের ঘরে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। বাঁধন খুলে কাগজটা নিয়ে বিছানার কিনারে বসে আবার পড়ল খবরটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু কান দিয়ে ছুটছে গরম ভাপ। সবটা পড়ার পর দীর্ঘ একটা কাঁপা-কাঁপা শ্বাস টানল।

'এতদিনে জানলাম!' বলল মনে মনে।

খবরের হেডিং ছিল: বিচার শেষ। রায়। দণ্ডাদেশ।

যে লোকটির বিচার শেষ হলো, তিনি ওর বাবা। রায় হয়েছে—দোষী। দণ্ড—পাঁচ বছরের কারাদণ্ড।

'বাবা!' কেঁদে ফেলল ববি। কাগজটা মুচড়ে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'বাবা! আমি বিশ্বাস করি না! এসব সত্যি নয়। তুমি করোনি ও-কাজ। কিছুতেই করতে পারো না! কোনদিন না!'

দমাদম দরজা পিটছে কেউ।

'কি হলো?' কেশে নিয়ে সাড়া দিল ববি।

'আমি,' ফিলিসের গলা, 'চা তৈরি, মা ডাকছে। একটা ছেলে সুন্দর একটা গিনিপিগ এনেছে পিটারের জন্যে। জলদি নেমে এসো।'

চোখ মুছে নিচে নেমে গেল ববি।

নয়

গোপন কথাটা এখন জানে ববি। হঠাৎ করেই জেনে ফেলেছে সে একটা প্যাকেটে জড়ানো পুরানো খবরের কাগজ পড়ে। চা খেতে নেমে এমন ভাব করল যেন কিছুই জানে না, কিছুই হয়নি। কিন্তু অভিনয়ে তেমন সফল হলো না। ওকে দেখেই বুঝে ফেলল সবাই, কিছু একটা হয়েছে।

চোখ তুলেই দেখে ফেলল মা, লাল হয়ে আছে ওর চোখ, গালে অশ্রুর দাগ।

লাফিয়ে চেয়ার ছাড়ল মা, 'কী হয়েছে, লক্ষ্মীসোনা? কি হয়েছে তোমার?'

'মাথাটা ধরেছে খুব।'

'কেউ কিছু বলেছে?'

'না, মা, ওসব কিছু না,' চোখের দৃষ্টিতে অনুনয় ঝরে পড়ল, যেন সবার সামনে তাকে কিছু বলতে বাধ্য করা না হয়।

চায়ের আসর তেমন জমল না। পিটার বুঝে ফেলেছে, খারাপ কিছু একটা হয়েছে ববির, তাই খুব গম্ভীর হয়ে গেল। ফিলিস বোনের বাহুতে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে উল্টে ফেলল চায়ের কাপ। একটা কাপড় এনে টেবিল মোছার ছুতোয় কিছুটা সামলে নিল ববি। কিন্তু ওর মনে হতে লাগল চা খাওয়া বুঝি আর কোনদিন শেষ হবে না। সব কষ্টেরই শেষ আছে, চা-পর্বও শেষ হলো এক সময়। ট্রে তুলে নিল মা, ববি গেল তার সঙ্গে।

'দোষ স্বীকার করতে গেল,' পিটারকে বলল ফিলিস, 'কী করেছে তাই ভাবছি।'

'আর কি হবে, ভেঙেছে কিছু একটা,' বলল পিটার, 'কিন্তু সেজন্যে বোকার মত কাঁদাকাটির কোনও অর্থ হয় না। দুর্ঘটনা ঘটে গেলে মা কোনদিন চেঁচামেচি করে না। শোনো! হ্যাঁ, ওপরে যাচ্ছে মাকে নিয়ে।-খুব সম্ভব সারস আঁকা ওই কাঁচের জগটাই—নিয়ে যাচ্ছে দেখাতে।'

ওদিকে রান্নাঘরে ট্রে-টা নামিয়ে রাখতেই মা'র হাত চেপে ধরেছে ববি।

'কি রে?'

'ওপরে চলো, মা, যেখানে কেউ আমাদের কথা শুনতে না পায়!' চাপা গলায় বলেছে ববি।

মাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল ববি, তারপর কথা হারিয়ে ফেলে দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মত। চা খেতে খেতে ভেবেছে ও কিভাবে শুরু করবে। 'আমি সব জেনে ফেলেছি, মা' কিংবা 'তোমার গোপন কথা আর গোপন নেই, মা' এরকম কিছু বলে শুরু করবে ভেবেছিল, কিন্তু বন্ধ ঘরে মা'র সঙ্গে একা হয়ে একটি কথাও বের করতে পারল না মুখ দিয়ে। হঠাৎ মাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে শুরু করল, বারবার শুধু বলছে। 'মা, মাগো!'

মা ওকে জড়িয়ে ধরে অপেক্ষায় থাকল।

কিছুটা সামলে নিয়ে মাকে ছেড়ে বিছানার ধারে গেল ববি। তোশকের নিচ থেকে কাগজটা বের করে আঙুল দিয়ে দেখাল খবরটা।

'ববি!' কাগজটার দিকে এক নজর চেয়েই বুঝে ফেলল মা সব। কাতর কণ্ঠে বলল, 'নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বাস করোনি? তোমার কি মনে হয়, তোমার বাবা এ-কাজ করতে পারে?'

'অসম্ভব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ববি। কান্না থেমে গেছে ওর।

'ঠিক বলেছ,' বলল মা। 'ওসব মিথ্যা কথা। ওরা ওকে জেলখানায় পুরে দিয়েছে, কিন্তু আমি জানি, কোনও অন্যায় করেনি তোমার বাবা। ও অত্যন্ত ভাল, মহৎ চরিত্রের, সম্মানিত একজন মানুষ; আমাদের আপন লোক, আমরা ওকে চিনি। ভুল একদিন মানুষের ভাঙবেই, ততদিন আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। অন্যায়ের কাছে মাথা নিচু করলে চলবে না।'

আবার মা'র বুকে ঢুকল ববি। বলছে, 'বাবা! কত কষ্টে আছ তুমি, বাবা!' একটু পর সামলে নিয়ে বলল, 'আমাকে বলোনি কেন, মা?'

'তুমি ওদেরকে বলবে?' জিজ্ঞেস করল মা।

'অসম্ভব!' জবাব দিল ববি।

'কেন?'

'কারণ···কারণ···মন ছোট হবে ওদের। খুব বেশি বাচ্চা তো···'

'ঠিক। এইজন্যেই তোমাকে বলিনি। এখন আমরা দুজন একে অপরকে সাহস যোগাতে পারব।'

'হ্যাঁ,' বলল ববি। 'আচ্ছা, মা, সবটা আমাকে খুলে বলতে কি তোমার খুব কষ্ট হবে? পরিষ্কার ভাবে বুঝতে চাই আমি।'

সব খুলে বলল মা। সেদিন রাতে বাবা যখন গল্প করছিল সবার সঙ্গে, খেলনা এঞ্জিনটা মেরামত করা নিয়ে কথা হচ্ছিল, ওই লোক দুজন আসলে এসেছিল তাকে গ্রেপ্তার করতে। অভিযোগ: বাবা নাকি রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য পাচার করছে রাশানদের কাছে; সে নাকি একজন বিশ্বাসঘাতক স্পাই। বিচার কক্ষে হাজির ছিল মা। বাবার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে বেশ কিছু চিঠি হাজির করা হয়েছে কোর্টে, সেগুলো নাকি পাওয়া গেছে বাবার অফিসের ডেস্কে। ওই সব চিঠি পড়ে জুরিদের ধারণা হয়েছে যে বাবা দোষী।

'ওরা কি করে ভাবতে পারল বাবা এমন কাজ করতে পারে? কারও পক্ষেই কি এমন কাজ করা সম্ভব?'

'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই করেছে,' বলল মা, 'তবে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ ছিল তোমার বাবার বিরুদ্ধে। ওই চিঠিগুলো...'

'হ্যাঁ। চিঠিগুলো বাবার ডেস্কে গেল কি করে?'

'কেউ একজন নিজে বাঁচবার জন্যে ওগুলো রেখে দিয়েছিল তোমার বাবার ডেস্কে। আসলে সেই লোকটাই কাজটা করছিল এতদিন ধরে গোপনে। জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ধরা পড়বার আগেই দোষটা চাপিয়ে দিয়েছে তোমার বাবার ঘাড়ে।'

'নিশ্চয়ই ওর খুব খারাপ লাগছে কাজটা করে?' বলল ববি।

'খারাপ লাগতে হলে হৃদয় থাকতে হয়,' বলল মা কঠোর কণ্ঠে, 'আর হৃদয় থাকলে কেউ এ-কাজ করতে পারে না।'

'এমনও তো হতে পারে, ধরা পড়ার ভয়ে লোকটা চিঠিগুলো বাবার ডেস্কে লুকিয়েছিল। উকিলকে বলো না কেন যে, আসলে বাবা নয়, দায়ী ওই লোকটাই? বাবার ক্ষতি করতে চায় এমন লোক তো নিশ্চয়ই ছিল অফিসে?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু সে যে ঠিক কোন্ জন, কি করে বলা যাবে? যে লোকটা তোমার বাবার অধীনে কাজ করত, সেই এখন

পদোন্নতি পেয়ে তার জায়গায় বসেছে। কাজে-কর্মে-বুদ্ধিতে তোমার বাবা ওর চেয়ে অনেক বেশি উপযুক্ত ছিল বলে লোকটা তোমার বাবাকে হিংসা করত। আর তোমার বাবাও ওই লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করত না।'

'এসব যদি ব্যাখ্যা করে উকিল বা জজ সাহেবকে বলা যায়, তাহলে কাজ হবে না?'

'কেউ শুনবে না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মা। 'কেউ না। চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমি, সব কিছু করেছি। রায় হয়ে গেছে, সাজা হয়ে গেছে, এখন আর কিছুই করবার নেই। আমরা এখন সাহসের সঙ্গে বুক বাঁধতে পারি, ধৈর্য ধরতে পারি, আর···আর···প্রার্থনা করতে পারি ঈশ্বরের কাছে।'

'মা, তুমি কিন্তু খুব শুকিয়ে গেছ,' হঠাৎ বলল ববি।

'কিছুটা।'

'তুমি শুধু ভাল না, মা, দুনিয়ার সবচেয়ে সাহসী মানুষ!'

'এ-নিয়ে আর কোনও কথা নয়, কেমন?' শান্ত কণ্ঠে বলল মা, 'এটা একটা বিপদ, সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, কষ্ট সহ্য করতে হবে। এসব কথা আর ভাবতে যেয়ো না, লক্ষ্মী। তোমরা··· তোমরা যদি হাসি-আনন্দে-মজায় থাকো, আমার কষ্ট অর্ধেক দূর হয়ে যায়। চলো, মুখটা ধুয়ে নাও, আমরা কিছুক্ষণ বাগানে হাঁটব।'

অপর দুজন ববির সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করল। কেউ কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না। কী দোষ করে অমন কাঁদাকাটি করছিল জানার জন্যে ফিলিসের মনটা বড়ই আকুলি-বিকুলি করছিল, কিন্তু পিটার বলেছে, যাই ভাণ্ডুক, প্রশ্ন করে ববিকে বিব্রত করাটা মোটেও উচিত হবে না; হাজার হোক আপন বোন। এতই ভাল করে বুঝিয়েছে পিটার যে, রাতে ববিকে একা পেয়েও, উশখুশ করেছে, কিন্তু

একটিও প্রশ্ন করেনি ফিলিস।

সপ্তাহ খানেক পর সময় ও সুযোগ বের করে নিয়ে একা হলো ববি। আবার একটা চিঠি লিখতে বসল। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে।

প্রিয় বন্ধু,

এই কাগজে কি লেখা আছে একটু পড়ে দেখুন। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাবা এ-কাজ করেনি। মা আমাকে বলেছে আর কেউ বাবার ডেস্কে রেখেছিল কাগজগুলো। বলেছে, যে লোকটি বাবার অধীনে কাজ করত, সে এখন বাবার জায়গায় কাজ করছে। লোকটা নাকি বাবাকে খুব হিংসা করত, বাবাও ওকে অনেকদিন থেকেই সন্দেহ করত। কিন্তু কেউ মা'র কোনও কথা শোনেনি, ভুল বিচার করে শাস্তি দিয়ে দিয়েছে বাবাকে। আপনার মাথায় অনেক বুদ্ধি আছে, আপনি রাশান ভদ্রলোকের স্ত্রীকে খুঁজে বের করেছেন—তাছাড়া আপনার মত ভাল মানুষ হয় না।

আপনি কি চেষ্টা করলে বের করতে পারবেন না, আসলে কে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছিল? আমি জানি আমার বাবা এ-কাজ করেনি, কারণ একজন সত্যিকার সৎ ইংরেজ এটা কিছুতেই করতে পারে না। তাছাড়া আমার বাবাকে তো আমি চিনি—আমি শপথ করে বলতে পারি, এ-ধরনের কাজ করা তার পক্ষে সম্ভবই না। আসল অপরাধীকে ধরতে পারলে ওরা নিশ্চয়ই বাবাকে ছেড়ে দিত।

মা'র অবস্থা খুব খারাপ, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে আমাদের বলেছিল দুনিয়ার সব বন্দী আর কয়েদীর জন্যে যেন প্রার্থনা করি। কেন বলেছিল, হঠাৎ এই পুরানো কাগজটা পড়ে এখন বুঝতে পারছি।

আমাকে সাহায্য করুন, প্লীজ। পিটার আর ফিল কিচ্ছু

জানে না। মা ছাড়া আর কেউ নেই আমাদের যে সাহায্য করবে। আপনি একটু চেষ্টা করে দেখবেন? আমরা কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।

ইতি—

আপনার স্নেহের ছোট্ট বন্ধু

রবার্টা

পুনশ্চ: এই চিঠির কথা মা জানে না। বলিনি এই জন্যে যে, যদি আপনার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না হয়, মা শুধু-শুধুই আশায় আশায় থাকবে। তবে আমি জানি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে।

স্নেহের ববি

খবরের কাগজ থেকে বিচারের খবরটা কেটে চিঠির সঙ্গে খামে ভরল ববি, তারপর চলল স্টেশনের দিকে। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা ধরে গেল, যাতে ভাই-বোন কেউ টের না পায়। স্টেশনমাস্টারের হাতে খামটা দিয়ে অনুরোধ করল ববি যেন পরদিন সকালে তিনি ওটা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাতে দেন।

বাগানের পাঁচিলের ওপর চড়ে বসে আছে পিটার ও ফিলিস, ওকে দেখেই চিৎকার ছাড়ল, 'কোথায় গেছিলে?'

'কোথায় আবার, স্টেশনে,' বলল ববি। দরজার তালার ওপর একপা রেখে হাত বাড়িয়ে দিল ওপর দিকে, 'হেঁইয়ো বলে একটা টান লাগাও দেখি, পিট।' হাতটা ধরে দেয়ালে উঠতে সাহায্য করল ওকে পিটার। ওদের জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল ববি, 'ব্যাপারটা কি? কাদা মেখে ভূত হলে কি করে?'

দেয়ালের ওপর গোটা কয়েক ভেজা মাটি দিয়ে তৈরি ব্যাকা-ত্যাড়া শিল্পকর্ম দেখা গেল—মোটা পাইপের মত দেখতে, তবে একদিকের মুখ বন্ধ।

'এগুলো হচ্ছে বাসা, পাখির বাসা,' ঘোষণা করল পিটার,

তারপর আরও একটু ব্যাখ্যা করল, 'সোয়ালো পাখির বাসা। চুলোয় সেঁকে শুকিয়ে নেব, তারপর ঝুলিয়ে দেব কোচহাউসের ছাতের কিনারায়।'

'হ্যাঁ,' বলল ফিলিস; 'আর এখন থেকেই তুলো, চুল আর উল জমাতে শুরু করব।'বসন্তকালে ওগুলো দিয়ে সুন্দর লাইনিং করে দেব ঘরের ভেতর—সোয়ালোরা কত খুশি হবে!'

'অসহায় বোবা জানোয়ার আর পাখিদের কষ্ট দূর করার জন্যে মানুষের আরও অনেক কিছু করা উচিত,' বলল পিটার গম্ভীর চালে। 'আমাদের আগে আরও মানুষের ভাবা উচিত ছিল সোয়ালোদের কথা।'

'সবাই যদি সব ভেবে ফেলে, তাহলে আর কারও কিছু ভাবার থাকবে না,' মন্তব্য করল ববি।

'বাসাগুলো দেখো, সুন্দর হয়েছে না?' বলেই ধরার জন্যে হাত বাড়াল ফিলিস।

'সাবধান! সাবধান! ফিল, আরে ছাগলী...' পিটারের সাবধানবাণী কোন কাজে এল না, ইতোমধ্যেই যা ঘটার ঘটে গেছে, আঙুলের চাপে একমুঠো কাদায় পরিণত হলো পাখির বাসা। 'দেখো, দেখো। দেখলে এবার?'

'আরে যেতে দাও,' ববির সান্ত্বনা।

'এটা আমারগুলোর একটা,' বলল আহত ফিলিস, 'কাজেই তোমার বকাবকির কোনও দরকার নেই, পিট। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বাসায় আমাদের নামের প্রথম অক্ষর লেখা আছে, যাতে সোয়ালোরা বুঝতে পারে কোন্টা কে বানিয়েছে, কার প্রতি ওদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, কাকে ভালবাসতে হবে।'

'আরে, বুদ্ধু, সোয়ালোরা কি পড়তে জানে?'

'তুমি বুদ্ধু,' খেপে গেল ফিলিস, 'তুমি কি করে জানো পারে কি

না?'

'বাসা বানাবার বুদ্ধিটা কার মাথায় এসেছিল, শুনি?' চেঁচিয়ে উঠল পিটার।

'আমার মাথায়,' সমান জোরে চেঁচাল ফিলিস।

'আরে ন্যা,' ভেঙচি কাটল পিটার, 'তুমি চড়ুই পাখিদের জন্যে আইভি ডালে খড় জড়িয়ে দেয়ার কথা ভেবেছিলে। সেটা করলে ডিম দেয়ার অনেক আগেই পচে গলে নষ্ট হয়ে যেত সব। আমিই মাটি দিয়ে সোয়ালোদের জন্যে ঘর বানানোর কথা বলেছি।'

'তাতে কি? তুমি কি বলেছ তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

'আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বলল ববি; 'এই দেখো, তোমার ভাঙা বাসাটা আবার ঠিক হয়ে গেছে। একটা কাঠি দাও, তোমার নামের প্রথম অক্ষরটা বসিয়ে দিই। কিন্তু তোমাদের দুজনেরই তো নামের প্রথম অক্ষর "P"—পাখিরা আলাদা করে চিনবে কি করে? হাতের লেখা দেখে?'

'আমি "F" লিখেছি। ফ-এর মতই শোনায় তাই "F" দিয়েছি; "P" দিলে ওরা ভুলভাল উচ্চারণ করত; আমাকে ডাকত "পিলিস" বলে, আর পিটারকে ডাকত "ফিটার"।'

'ওরা বানানও জানে না, উচ্চারণও জানে না,' পিটার তার মত পাল্টাবে না।

'তাহলে ক্রিসমাস বা ভ্যালেন্টাইন্স কার্ডে ওদের গলায় রিবন বাঁধা অক্ষর ঝুলানো থাকে কেন? ওরা যদি পড়তে না পারে তাহলে কি করে বোঝে কার কাছে কোথায় যেতে হবে?'

'আরে, ওসব ছবি। আঁকা ছবি। সত্যিকার কোনও পাখির গলায় অক্ষর ঝুলানো দেখেছ কোনদিন?'

'ওহ্-হো!' হঠাৎ বলে উঠল ববি, 'আগামীকাল পেপার চেজ হবে।'

'কাদের?' চট্ করে জানতে চাইল পিটার।

'গ্রামার স্কুল। পার্কসের ধারণা, খরগোশটা রেল লাইন ধরে যাবে বেশ কিছুদূর। সুড়ঙ্গের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে।'

পাখির অক্ষরজ্ঞান উড়ে গেল পেপার চেজের হাওয়ায়, ওরা তিনজন মেতে উঠল সেই গল্পে, মা'র কাছে গিয়ে আগামীকাল লাঞ্চ সঙ্গে নিয়ে সারাদিনের জন্যে পেপার চেজ দেখতে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নিল।

'গুহার ওদিকে গেলে পেপার চেজ যদি মিস্ করি শ্রমিকদের কাজ দেখতে পারব,' রওনা হয়ে বলল পিটার।

সেই যে পাথরধস নেমেছিল রেল লাইনের ওপর, ছেলেমেয়েরা লাল ফ্ল্যানেল উড়িয়ে ট্রেন থামিয়ে দুর্ঘটনা ঠেকিয়েছিল—সেখানে কাজ চলছে। রেল লাইনের ওপর থেকে পাথর-মাটি-গাছ সরিয়ে ট্রেন চালু করে ফেলা হয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু আশপাশটা পরিষ্কারের কাজ চলছে এখনও। কোদাল, কুঠার, শাবল, গাঁইতি—এসব নিয়ে যারা কাজ করে তাদের কাজ দেখায় দারুণ মজা। ওরা তিনজন এমনই মগ্ন হয়ে গেল কাজ দেখায় যে পেপার চেজের কথা ভুলেই গেল বেমালুম। হঠাৎ চমকে উঠল পিছন থেকে কেউ কথা বলে ওঠায়।

'আমাকে একটু রাস্তা দাও, প্লীজ,' বলে উঠেছে খরগোশ। বেশ বড়সড় একটা ছেলে, ঘামে ভেজা কালো চুল কপালের সঙ্গে লেপ্টে আছে। ছেঁড়া কাগজের একটা ব্যাগ ফিতে দিয়ে বাঁধা রয়েছে কাঁধের সঙ্গে, ঝুলছে বগলের নিচে। ওরা সরে দাঁড়াতেই লাইন ধরে ছুটল খরগোশ, বেলচায় ভর দিয়ে দেখছে শ্রমিকরা। একটানা দৌড়ে গুহামুখ দিয়ে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটা।

'কাজটা বে-আইনী,' বলল ফোরম্যান।

'যেতে দিন,' বলল সবচেয়ে বয়স্ক শ্রমিক। 'আপনি কি কোনদিন তরুণ ছিলেন না, মি. বেট্‌স্‌?'

'রিপোর্ট আমাকে করতেই হবে,' বলল ফোরম্যান।

'একটা খেলা চলছে, সেটা নষ্ট করার কি দরকার?'

'কোনও ছুতোতেই প্যাসেঞ্জাররা লাইন ডিঙাতে পারবে না,' উপবিধি আওড়াল ফোরম্যান বিড়-বিড় করে।

'ও তো কোনও প্যাসেঞ্জার না,' বলল আরেক শ্রমিক।

'তাছাড়া লাইনের ওপারেও যায়নি, অন্তত যতক্ষণ দেখা গেল,' বলল আরেকজন।

'কোনও ছল-ছুতাও তো করল না,' মুচকি হেসে বলল তৃতীয় জন।

'আরে চোখের আড়াল মানে মনের আড়াল,' বলল বয়স্ক শ্রমিক, 'ভুলে যান, ভুলে যান।'

এইবার ছোট-ছোট কাগজের টুকরো দেখে দেখে খরগোশকে অনুসরণ করে এসে হাজির হলো হাউন্ডের দল। ত্রিশ জন ওরা। নেমে এল খাড়া সিঁড়ি বেয়ে। ববি, ফিলিস আর পিটার প্রত্যেকেই গুনল—ত্রিশটা হাউন্ড ছুটছে খরগোশের পিছনে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে ওদের দলপতি একটু ইতস্তত করল, তারপর লাইনের ধারে কাগজের টুকরো দেখে ছুটল গুহামুখের দিকে। তাকে অনুসরণ করছে একজন, দুজন, তিনজন, ছয়জন আর সাতজনের দল বেঁধে হাউন্ডের দল। অন্ধকার গুহার ভিতর হারিয়ে গেল ওরা। লাল-জার্সি পরা শেষ ছেলেটাকে দেখে মনে হলো একটা জ্বলন্ত মোমবাতি, গিলে নিল অন্ধকার গুহা।

'গেল তো,' বলল ফোরম্যান, 'কিন্তু জানে না কিসের মধ্যে গেল। অন্ধকারে দৌড়ানো চাট্টিখানি কথা না। তারওপর দু-তিনটে বাঁক আছে গুহার ভেতর।'

'অনেকক্ষণ লাগবে ওদের গুহা থেকে বেরোতে?' জানতে চাইল পিটার।

'কমপক্ষে একঘণ্টা, কিংবা আরও কিছু বেশি।'

'তাহলে চলো আমরা তিনজন ওপর দিয়ে ওপাশে চলে যাই,' বলল পিটার। 'ওদের অনেক আগেই পৌঁছে যাব আমরা। দেখতে পাব বেরিয়ে আসছে ওরা একের পর এক।'

কথাটা পছন্দ হলো সবার। ছুটল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। এই সিঁড়িরই মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রাশান অতিথির জন্যে চেরিফল পাড়তে চেয়েছিল ওরা। যে পাহাড় কেটে গুহা তৈরি করা হয়েছে খাড়াই বেয়ে সেটার চুড়োর দিকে চলল ওরা। বেশ খাটনি।

'একেবারে আল্পস্-এর মত,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ববি।

'আন্দেজও বলতে পারো,' পিটার জবাব দিল।

'আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা হিমি... কি যেন নাম?' প্রায় ফোঁপাচ্ছে ফিলিস। 'ওই যে, মাউন্ট এভারলাস্টিং। এসো থামি।'

'আর একটু টিকে থাকো,' পিটারও হাঁপাচ্ছে, 'আর এক মিনিটের মধ্যে দম ফিরে পাবে, মানে, দ্বিতীয় দম।'

রাজি হলো ফিলিস। ছুটতে থাকল ওরা, কিছুটা সমতল ঢাল পেলে দৌড়াচ্ছে। মাঝেমাঝেই বড় পাথর ডিঙাতে হচ্ছে ওদের, গাছের ডাল ধরে চার হাত পায়ে এগোচ্ছে, কখনও বা গাছের গুঁড়ি আর পাথরের ফাঁক গলে উঠে যাচ্ছে ওপরে। এইভাবে উঠতে উঠতে অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল তিনজন—বহুদিনের একটা ইচ্ছা পূরণ হলো।

'হল্ট!' হাঁক ছাড়ল পিটার, তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। পাহাড়ের চূড়ায় এত সুন্দর ঘাসের গালিচা পাতা আছে ভাবতেই পারেনি ওরা। এক-আধটা শেওলা পড়া পাথর, আর ছোট

কয়েকটা অ্যাশ-ট্রী রয়েছে কেবল ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

মেয়েরাও শুয়ে পড়ল।

'যথেষ্ট সময় আছে,' ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাসের ফাঁকে বলল পিটার, 'এবার খালি নিচে নামা।'

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই উঠে বসল ওরা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে ববি বলল, 'দেখো, দেখো!'

'কী দেখব?' জানতে চাইল ফিলিস।

'দৃশ্য,' বলল ববি।

'দৃশ্য বিশ্রী লাগে আমার,' বলল ফিলিস, 'তোমারও তো, তাই না, পিটার?'

'চলো, নামি এবার,' সোজা-সাপটা বলল পিটার।

'এটা সমুদ্রের দৃশ্যের মত না—খালি লোনা পানি, বালি আর ন্যাড়া পাহাড়। এটা হচ্ছে মা'র কবিতার বইয়ে আঁকা রঙিন কাউন্টির মত।'

'হ্যাঁ,' ওকে সমর্থন করল পিটার, 'ধুলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গির্জার চুড়োটা দেখো, গাছপালার মাঝখান দিয়ে ঠেলে ওপরে উঠেছে: মনে হচ্ছে, কলমদানিতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলম।'

'সত্যিই সুন্দর!' মুগ্ধ দৃষ্টি বুলাল ববি চারপাশে, 'কষ্ট করে ওঠাটা সার্থক হলো।'

'ওঠা সার্থক হবে পেপার চেজ দেখতে পেলে,' বলল বাস্তববাদী ফিলিস। 'চলো, এবার খালি নিচে নামা।'

'দশ মিনিট আগেই বলেছি আমি কথাটা,' বলল পিটার।

'আর আমি বলছি এখন—তাতে কী হয়েছে? চলো নামি।'

'অনেক সময় আছে, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।'

কিন্তু পিটারের আশ্বাসে আস্থা রাখতে পারছে না ফিলিস, বার বার তাগাদা দিচ্ছে—ফলে আবার শুরু হলো নামা। হিসেবে ভুল

করে ফেলেছে ওরা, টানেলের মুখ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে নেমে এসেছে, কাজেই আবার হেঁটে আসতে হলো এতটা পথ। কিন্তু কারও কোন চিহ্ন নেই— না খরগোশের, না হাউন্ডদের।

'অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে ওরা,' হতাশ কণ্ঠে বলল ফিলিস।

'আমার তা মনে হয় না,' ইঁটের তৈরি প্যারাপেটের ওপর দিয়ে নিঁচের দিকে চেয়ে বলল ববি। 'আর যদি চলেও গিয়ে থাকে, এখান দিয়ে ট্রেন বেরোতে দেখা যাবে—ঠিক যেন ড্রাগন বেরিয়ে যাচ্ছে আস্তানা ছেড়ে। ওপর থেকে কোনদিন দেখিনি আমরা আগে।'

দুই মিনিট পর পর একই কথা বার বার বলে চলল ফিলিস, 'আমি জানি, অ-নে-ক আগে চলে গেছে পেপার চেজ।'

হঠাৎ নিচের দিকে চেয়ে পিটার চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো, দেখো! এই যে এতক্ষণে আসছে!'

রোদে গরম হয়ে থাকা দেয়ালের ওপর দিয়ে ঝুঁকল ওরা সবাই। সুড়ঙ্গের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল খরগোশ, দৌড়ের গতি কমে গেছে অনেক।

'দেখলে এখন,' চেঁচিয়ে উঠল পিটার, 'কী বলেছিলাম? এবার আসবে হাউন্ডগুলো।'

খানিক বাদে বেরিয়ে এল হাউন্ডরা একজন, দুজন, তিনজন, ছয়জন ও সাতজনের সারি বেঁধে। এদের গতিও খুব কম। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। দু'তিনজন বেরোল অন্যদের চেয়ে অনেক পরে।

'ব্যস, হয়ে গেল,' ববি বলল, 'এবার? এবার কি করা যায়?'

'ওই ওপাশের জঙ্গলে উঠে গিয়ে চলো, লাঞ্চ খেয়ে নিই,' ফিলিসের প্রস্তাব। 'ওখান থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত দেখতে পাব ওদের।'

'একটু দাঁড়াও,' বলল পিটার, 'শেষ হয়নি এখনও। লাল-জার্সি

পরা হাউন্ডটা বেরোয়নি এখন পর্যন্ত। শেষটা দেখে তারপর লাঞ্চ।'

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও লাল-জার্সি পরা ছেলেটা বের হলো না।

'এসো, লাঞ্চ খেয়ে নিই,' অস্থির হয়ে পড়ল ফিলিস, 'পেট জ্বলছে খিদেয়। লাল-জার্সি অন্যদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, তোমরা খেয়াল করোনি।'

কিন্তু ওর কথায় কান দিল না কেউ। ববি-পিটার দুজনেরই ধারণা লাল-জার্সি বের হয়নি এখনও।

'চলো, টানেলের মুখে নেমে যাই,' পিটারের প্রস্তাব; 'তাহলে একেবারে সামনে থেকে দেখতে পাব ওকে। আমার ধারণা, মাথাটা ঘুরে ওঠায় ম্যানহোলে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, এসে পড়বে এখুনি। বব, তুমি এখানেই থাকো, আমি সিগন্যাল দিলে নামবে নিচে—নইলে কখন ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে যাবে, এই গাছপালার জন্যে দেখতেই পাব না।'

ববি পাহারায় থাকল, বাকি দুজন নিচে নেমে ইশারা করতে সে-ও নেমে গেল; কিন্তু কোনও খবর নেই লাল হাউন্ডের।

'ইশ্‌শ্! চলো না, কিছু খেয়ে নিই,' ককিয়ে উঠল ফিলিস। 'খেতে না দিলে কিন্তু এখনই মরে যাব, পরে খুব দুঃখ হবে তোমাদের।'

'আহ্-হা,' বিরক্ত হলো পিটার, 'ওকে দুটো স্যান্ডউইচ দাও তো, বব, তবে যদি ওর পচা মুখটা বন্ধ হয়!' বলেই হাসল, 'আমাদেরও একটা করে খেয়ে নেয়া বোধহয় উচিত হবে। কারণ শক্তি সংগ্রহ করে রাখা ভাল, দরকার পড়তে পারে। তবে, একটার বেশি না। হাতে সময় নেই।'

'শক্তি কি জন্যে?' বলেই স্যান্ডউইচে কামড় দিল ববি। খিদে ওরও লেগেছে।

'এখনও টের পাওনি?' পাকা বুড়োর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পিটার

ছোট্ট খুকিদের উদ্দেশে, 'বুঝতে পারছ না, লাল-জার্সির হাউন্ড কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছে। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। এমন কি এই মুহূর্তে ও হয়তো ট্রেন লাইনের ওপর মাথা রেখে পড়ে আছে, অজ্ঞান, অসহায়—যে-কোন দিক থেকে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন এসে...'

'চুপ করলে!' ধমকে উঠল ববি। পরমুহূর্তে হাতের অবশিষ্ট স্যান্ডউইচ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'এসো, ফিল, আমার গা ঘেঁষে থাকবে। যদি কোনও ট্রেন এসে পড়ে সুড়ঙ্গের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াবে, আর জামা-কাপড় টেনে রাখবে শরীরের সাথে।'

'আমাকে আরেকটা স্যান্ডউইচ দাও, তারপর যাব,' আবদার ধরল ফিলিস।

'প্রথমে যাব আমি,' বলেই পা বাড়াল পিটার, 'কারণ, বুদ্ধিটা আমার।'

ট্রেনে থাকলে টানেল এক রকম—এক মরণ-চিৎকার দিয়ে ওঠে এঞ্জিন, তারপরই ট্রেনের খটর-খট্ মটর-মট্ শব্দ অন্যরকম হয়ে যায়, কেমন গম্ভীর আর জোরাল। বড়রা জানালা লাগিয়ে দেয়। একটু পরেই বাতি জ্বলে ওঠে ট্রেনের ভেতর, কারণ বাইরেটা তখন ঘুটঘুটে আঁধার হয়ে গেছে। তারপর ট্রেনের আওয়াজ হালকা হয়ে গেলেই বোঝা গেল আবার খোলা ময়দানে বেরিয়ে এসেছে ট্রেন, জানালা খুলে দিলে আবার দেখা যাবে লাইনের পাশে টেলিগ্রাফের তারগুলো পোস্টের মাথায় একটা করে চাঁটি দিয়েই চট্ করে নিচু হয়ে যাচ্ছে, আর দূরের গ্রামগুলো ধীর ভঙ্গিতে ঘুরছে উল্টো দিকে।

কিন্তু টানেলের ভেতর থাকলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। ঠিক মত হাঁটা যায় না, পাথর আর নুড়িগুলো নড়েচড়ে। কথা বললে গলার স্বর অন্যরকম শোনায়। আর বেশ অনেকক্ষণ ধরে হাঁটলে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে আঁধার।

আঁধার হয়ে আসতেই থম্‌কে দাঁড়াল ফিলিস, ববির স্কার্ট ধরে এমন এক টান মারল যে প্লেইটের ভাঁজ খুলে গেল গজখানেক।

'আমি ফিরে যাব,' বলল ও, 'আমার ভাল লাগছে না। একটু পরেই ঘন কালো অন্ধকার হয়ে যাবে। আঁধারে আমি যাব না। তোমরা যে যাই বলো, কিছুতেই আমি...'

'গর্দভের মত কথা বোলো না,' ধমক দিল পিটার, 'আমার কাছে কয়েকটা মোমবাতির টুকরো আর ম্যাচ আছে, আরে, কিসের আওয়াজ?'

মৃদু গুঞ্জনের মত একটা শব্দ হচ্ছে রেল লাইনে, পাশের তার কাঁপছে, শব্দটা দ্রুত বাড়ছে।

'ট্রেন আসছে,' বলল ববি।

'কোন্ লাইনে?'

'ছাড়ো আমাকে! আমি চলে যাব!' চেঁচাচ্ছে আর শরীর মুচড়ে ববির হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে ফিলিস।

'ভয়ের কি আছে,' শান্ত গলায় বলল ববি, 'বিপদের আশঙ্কা নেই, শুধু সরে দাঁড়াতে হবে।'

'জলদি এসো!' হাঁক ছাড়ল পিটার। 'তাড়াতাড়ি! ম্যানহোল!'

ট্রেনের আওয়াজ অনেক বেড়ে গেছে, কিচ্ছু শোনার উপায় নেই। তবে পিটারের গলা ফাটানো চিৎকার কানে গেল ববির, ম্যানহোলের দিকে টেনে নিয়ে চলল সে ফিলিসকে। লাইনের পাশের তারে হোঁচট খেল ফিলিস, ফলে শেষটুকু ছেঁচড়ে টেনে নিতে হলো ওকে। তিনজন ম্যানহোলের নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়াল, এদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে ট্রেন, দ্রুত বাড়ছে তার গর্জন। মনে হলো আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাবে। অনেক দূরে ওটার আগুনে চোখ দেখা গেল, যত এগোচ্ছে ততই বড় হচ্ছে, ততই উজ্জ্বল হচ্ছে আলো।

'ওটা সত্যিই একটা ড্রাগন, আমি আগেই জানতাম, অন্ধকারে এসে নিজের রূপ ধারণ করে,' বলল ফিলিস। কিন্তু একটা কথাও শুনতে পেল না কেউ।

হুড়মুড় করে এসে পড়ল ট্রেন। যেমন গর্জন, তেমনি ফোঁসফোঁস খটাখট্ মটামট্। ক্যারিজের ভিতরে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে কাঁচের জানালা দিয়ে। ধোঁয়ার গন্ধ, গরম বাতাস। যেন প্রচণ্ড তুফান ঢুকে পড়েছে গুহাপথে। ফিলিস আর ববি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে। এমন কি পিটার পর্যন্ত চেপে ধরে আছে ববির একটা হাত। পরে অবশ্য ও বলেছে, পাছে ববি ভয় পায়, তাই নাকি হাত ধরেছিল ওর।

যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল, তেমনি চলে গেল রেলগাড়ি, টেইল লাইট সরে যাচ্ছে দূরে, দ্রুত কমে আসছে আওয়াজ। একটু পরেই সড়াৎ করে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে—মুহূর্তে শান্তি, স্বস্তি আর নীরবতা নেমে এল সুড়ঙ্গের ভেতর।

'বাপরে!' ফিসফিসিয়ে বলল তিনজন একই সাথে।

কাঁপা হাতে একটা মোমবাতির টুকরোয় আগুন ধরাল পিটার। 'চলো এবার,' বলেই পা বাড়াল সামনে।

'হায়, হায়!' ফিলিসের মনে পড়ল, 'লাল-জার্সির হাউন্ডটা যদি সত্যিই লাইনের ওপর জ্ঞান হারিয়ে থাকে?'

'সেটা আমাদের গিয়ে দেখতে হবে,' বলল পিটার।

'আমরা স্টেশনে গিয়ে লোক পাঠালেই তো পারি,' সামনে এগোতে চায় না ফিলিস।

'তুমি বরং এখানেই অপেক্ষা করো, আমরা দুজন গিয়ে দেখে আসি।' ববির এই এক কথায় কাজ হলো। আর গাঁইগুঁই না করে ওদের সঙ্গেই চলল ফিলিস।

উঁচু করে মোমবাতিটা ধরে আগে আগে যাচ্ছে পিটার। মোম

গলে নেমে আসছে হাত বেয়ে। সেদিন রাতে ঘুমাতে গিয়ে হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত লম্বা একটা চল্‌টা চড়চড় করে টেনে তুলেছিল পিটার।

শ'দেড়েক গজ এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল পিটার। 'হালো!' বলে হাঁক ছেড়ে দ্রুত পায়ে এগোল সামনে। অন্যেরাও ছুটল ওর সঙ্গে। তারপর একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। ওরা যা খুঁজতে এসেছে সেটা পড়ে রয়েছে তিন ফুট দূরে। চকচকে লাল কিছু একটা চোখে পড়তেই চোখ বন্ধ করে ফেলল ফিলিস। ঢালু পাথরগুলোর ওপর পড়ে আছে লাল-জার্সি পরা হাউন্ড—দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আধ-শোয়া হয়ে রয়েছে, হাত দুটো কাঁধ থেকে ঝুলছে নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে, চোখ বন্ধ।

'লাল ওটা কি রক্ত? ও কি মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করল ফিলিস চোখ দুটো আরও শক্ত করে বুজে।

'মারা যাবে কেন? গাধা একটা!' বলল পিটার। 'জার্সিটা ছাড়া আর লাল নেই কোথাও। বেচারা জ্ঞান হারিয়েছে। এখন কি করা যায় ভাবছি।'

'ওকে বয়ে নেয়া যাবে?' জানতে চাইল ববি।

'আমরা বোধহয় পারব না, বেশ বড় ছেলে।'

'ওর কপালে পানি দিলে কেমন হয়। ও-হো, পানি তো নেই, দুধেও একই কাজ হবে। পুরো এক বোতল আছে বাস্কেটে।'

'তা করা যায়,' বলল পিটার। 'তাছাড়া হাতের তালু ঘষলে কাজ হতে পারে মনে হয়।'

'পাখির পালক পোড়ায়, আমি জানি,' বলল ফিলিস।

'ফালতু কথা বলে কি লাভ? কোথায় পালক? আছে?'

'আছে।' বলে বিজয়িনীর হাসি হেসে পকেট থেকে ভাঙাচোরা একটা শাট্‌ল্‌-কক্‌ বের করল ফিলিস।

পিটার একমনে লাল-জার্সির হাত ঘষছে, ববি একের পর এক পালক ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে ওর নাকের কাছে ধরছে, আর ফিলিস দুধের ছিটা দিচ্ছে ওর কপালে। আর সমস্বরে বলছে: ওঠো, ওঠো! উঠে পড়ো।

দশ

'দুধ দিয়ে ওর কান দুটো ভেজাও,' বলল ববি। 'ওডিকোলন দিয়ে ভেজায় শুনেছি, কিন্তু আমার মনে হয় দুধেও একই কাজ হবে।'

ভেজানো হলো কান, কিছু দুধ ঘাড়-গলা বেয়ে চলে গেল জার্সির ভেতর। পিটারের মোমবাতি এখন একটা সমতল পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে জ্বলছে, কিন্তু আলো দিচ্ছে সামান্যই।

'ওঠো, উঠে পড়ো,' বলল ফিলিস। 'মনে হয় মরে গেছে।'

'ওঠো, উঠে পড়ো,' ববি বলল। 'না মরেনি।'

'ওঠো, আরে কি হলো?' বলে ওর হাত ধরে ঝাঁকি দিল পিটার।

এতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলল লাল-জার্সি, তারপর আবার চোখ বুজে দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'ছাড়ো আমাকে।'

'দেখলে, বেঁচে আছে! আমি জানতাম!' খুশিতে লাফাতে শুরু করল ফিলিস।

'কি হয়েছে? আমি তো ঠিকই আছি,' বলল ছেলেটা।

'এটুকু ঢুক্ করে গিলে নাও,' বলেই দুধের বোতলের মুখটা ওর মুখে ঢোকাবার চেষ্টা করল পিটার। ছেলেটা বাধা দেয়ার চেষ্টা করল এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে, ফলে বেশ কিছুটা দুধ পড়ে গেল।

'কি এটা?'

'দুধ,' বলল পিটার। 'কোনও ভয় নেই, তুমি এখন বন্ধুদের মাঝে। ফিল, চেঁচামেচি বন্ধ করো তো! এই মুহূর্তে!'

'খানিকটা দুধ খেয়ে নাও,' বলল ববি, 'ভাল লাগবে।'

দুধ খেল ছেলেটা। তিনজন দাঁড়িয়ে দেখছে।

'দু'এক মিনিট পরেই দেখবে তরতাজা বোধ করছ,' বলল পিটার।

'হ্যাঁ, এখন একটু ভাল লাগছে,' বলল ছেলেটা। 'সব মনে পড়েছে এখন।' উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কাতরে উঠল, 'উ-উহ্! পা-টা খুব সম্ভব ভেঙেই গেছে!'

'পড়ে গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল ফিলিস।

'ওই তারে বেধে,' বলল ছেলেটা। 'উঠে আর দাঁড়াতে পারলাম না, তাই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। ওরে-বাপরে-বাপ! খুব ব্যথা করছে তো! তোমরা এখানে এলে কি করে?'

'তোমাদের সবাইকে টানেলে ঢুকতে দেখলাম, বেরোনোটাও দেখব বলে পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা এপাশে চলে এলাম। সবাই বেরোল, কিন্তু তুমি বেরোলে না। তাই উদ্ধার করবার জন্যে রেসকিউ পার্টি হিসেবে এসেছি আমরা!' গর্বের সঙ্গে বলল পিটার।

'তোমাদের সাহস আছে বলতে হবে,' মন্তব্য করল ছেলেটা।

'ও কিছু না,' বিনয় প্রকাশ করল পিটার। 'হাঁটতে পারবে, আমরা যদি সাহায্য করি?'

'চেষ্টা করে দেখা যায়,' বলল ছেলেটা।

চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল ও কেবল এক পায়ে দাঁড়াতে পারছে, অপর পা-টা ল্যাগব্যাগ করছে বিশ্রী ভঙ্গিতে।

'উহ্! আমাকে বসিয়ে দাও। মনে হচ্ছে মরে যাচ্ছি!' ককিয়ে উঠল ছেলেটা। বসিয়ে দিতেই বলল, 'ছাড়ো আমাকে—ছেড়ে দাও, জলদি...' শুয়ে পড়ল ও পাথরের ওপর, চোখ বন্ধ।

মোমের কাঁপা আলোয় একে অপরের মুখ দেখল রেসকিউ পার্টির সবাই।

'এখন কি করা?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে পিটার।

'এক কাজ করো,' বলল ববি, 'তোমরা ছুটে গিয়ে লোক ডেকে আনো। সবচেয়ে কাছের বাড়িতে যাও।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' কথাটা পছন্দ হয়েছে পিটারের। 'চলো, ফিল।'

'দাঁড়াও। তুমি পায়ের দিকটা ধরো, আমি আর ফিল ধরছি মাথার দিকটা; একে ম্যানহোলে নিয়ে শুইয়ে দিই।'

তাই করা হলো। জ্ঞান হারিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল লাল-জার্সি হাউন্ড, নইলে এখন চেঁচিয়ে সুড়ঙ্গ ধসিয়ে দিত।

'আমি থাকছি ওর সঙ্গে,' বলল ববি, 'তোমরা মোমের বড় টুকরোটা নিয়ে রওনা হয়ে যাও। দেখো, তাড়াতাড়ি কোরো, এই টুকরোটা কিন্তু বেশিক্ষণ টিকবে না।'

'তোমাকে এখানে রেখে গেলে মা রাগ করতে পারে,' একটু দ্বিধায় পড়েছে পিটার, 'তার চেয়ে আমি থাকি, তুমি আর ফিল যাও।'

'না, না,' জোরাল কণ্ঠে তাড়া দিল ববি, 'তোমরা দুজন যাও। তবে তোমার চাকুটা আমাকে দিয়ে যাও। জ্ঞান ফেরার আগেই দেখি ওর জুতোটা খুলে নেয়া যায় কি না।'

'যা করছ, ঠিক হচ্ছে তো?' পিটারের কণ্ঠে সন্দেহ।

'নিশ্চয়ই,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ববি। 'একে এখানে একা ফেলে রাখা যায়? যাও, জলদি করো।'

ছুটল দুজন।

ববি ওদের চলে যেতে দেখল। ওর মনে হলো চিরতরে চলে গেল ওর ভাই-বোন ওকে ফেলে। গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল ও। কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। কেঁপে উঠল বুকটা।

'বোকা মেয়ের মত ভয় পাচ্ছ তুমি!' নিজেকে বকা দিল ববি।

ছেলেটার পায়ের কাছে একটা ইঁটের ওপর মোমবাতিটা বসাল ও। তারপর পিটারের চাকুটা কষ্টেসৃষ্টে খুলে ছেলেটার বুটের ফিতে কেটে সাবধানে খুলে নিল বুটটা। মোজাটাও খোলার চেষ্টা করে বিফল হলো সে, পা-টা ফুলে গেছে ভয়ানক ভাবে। শেষে মোজাটা কেটে নামানোই স্থির করল। ধীরে সুস্থে অনেক যত্নে কাটল ও মোজা। বাদামী রঙের হাতে বোনা উলের মোজা। ববি চিন্তা করল, হয়তো ছেলেটার মা বুনেছে মোজাটা। ছেলের জন্যে কি খুব দুশ্চিন্তা করছেন ওর মা? পা ভাঙা অবস্থায় ছেলে বাড়ি পৌছলে কেমন লাগবে মায়ের? মোজা সরিয়ে পায়ের দিকে তাকাতেই বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথাটা। টানেলটা যেন বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছে, পায়ের নিচে দুলছে মাটি, অবাস্তব লাগছে সব কিছু।

'বোকা মেয়ে, ভয় পাচ্ছ কেন?' নিজেকে আবার একটা ধমক লাগাতেই সব ঠিক হয়ে এল।

বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে থাকা পা-টার দিকে চেয়ে ওর মনে হলো নরম কিছুর ওপর ওটা রাখতে পারলে ছেলেটার কিছুটা আরাম হত। ফ্ল্যানেলের পেটিকোটের কথা মনে পড়ল চট্ করে। বিপদের সময় এর জুড়ি নেই। লাল পেটিকোটের ফ্ল্যাগ বানিয়ে ট্রেন থামানো গেছিল সেবার। আজকের পেটিকোট অবশ্য সাদা। খুলে ভাঁজ করে একটা বালিশের মত কুশন তৈরি করল। নিজের

মনে বলল, 'পেটিকোটের আবিষ্কর্তার সম্মানে একটা মূর্তি গড়া উচিত।'

'কার সম্মানে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ছেলেটা। 'কিসের আবিষ্কর্তা?'

'এই যে,' বলল ববি, 'জ্ঞান ফিরেছে তাহলে? এবার একটু দাঁতে দাঁত চেপে রাখো, একটু ব্যথা লাগবে।' পা-টা তুলে চট্ করে ভাঁজ করা পেটিকোটটা রাখল ওটার নিচে। ছেলেটা গুঙিয়ে উঠতেই বলল, 'প্লীজ, আবার জ্ঞান হারিয়ো না।' তাড়াহুড়ো করে রুমালটা দুধে ভিজিয়ে পায়ের ওপর রাখল।

'উহ্, ব্যথা লাগছে!' ককিয়ে উঠল ছেলেটা। তারপর বলল, 'না, অত ব্যথা লাগছে না তো! বেশ ভালই লাগছে এখন।'

'কি নাম তোমার?'

'জিম।'

'আমার নাম ববি।'

'কিন্তু তুমি তো মেয়ে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভাল নাম রবার্টা।'

'ওহ্-হো, ববি...'

'কি?'

'তোমরা আরও ক'জন ছিলে না? এই একটু আগে?'

'হ্যাঁ, পিটার আর ফিল—আমার ভাই আর বোন। তোমাকে এখান থেকে বের করার জন্যে ওরা লোক ডাকতে গেছে।'

'অদ্ভুত তো! সব ছেলেদের নাম।'

'হ্যাঁ। আমি ভাবি, আমি ছেলে হলেই ভাল হত। তোমার কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয় যা আছ ঠিকই আছ। তবে একটা ছেলের মতই সাহসী। ওদের সঙ্গে তুমিও গেলে না কেন?'

'কাউকে তো থাকতে হবে তোমার সঙ্গে,' বলল ববি।

'একটা কথা তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ববি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল জিম, 'মনটা তোমার মস্ত বড়। এসো, হাত মেলাও।' দুর্বল ভঙ্গিতে একটা হাত এগিয়ে দিল জিম, ববি সেটা ধরে চাপ দিল।

'ঝাঁকালাম না, গা কাঁপবে, তাতে পাও কাঁপবে—ব্যথা লাগবে। তোমার কাছে রুমাল আছে?'

'মনে হয় না,' বলেই পকেটে হাত দিল, 'না, আছে। কি করবে?'

রুমালটা নিয়ে দুধ দিয়ে ভিজাল ববি, তারপর রুমালটা রাখল জিমের কপালে।

'বেশ ভাল লাগছে তো, কি ওটা?'

'দুধ,' বলল ববি, 'পানি আনিনি বাড়ি থেকে। পেপার চেজ দেখব বলে লাঞ্চ নিয়ে বেরিয়েছি আমরা বাড়ি থেকে, পানির বদলে এনেছি দুধ।'

'বাহ্, দারুণ নার্স তো তুমি!' প্রশংসা ঝরে পড়ল জিমের কণ্ঠে।

'মা'র জ্বরের সময় জলপট্টি দিই তো আমিই। অবশ্য দুধে ভিজিয়ে না—ও ডি কোলন, সেরকা কিংবা পানি। এবার মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতে হয়। যেটুকু আছে ওটুকু বাঁচানো দরকার, তোমাকে এখান থেকে বের করবার সময় কাজে লাগবে।'

'আরিব্বাপ! সব দিকে খেয়াল আছে দেখি!'

ফুঁ দিল ববি। বাতিটা নিভে যেতেই ঘন, কালো অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ।

'আঁধারে ভয় লাগছে না তো তোমার?' জানতে চাইল জিম।

'না…মানে, খুব বেশি না। মানে…'

'এসো, আমরা হাত ধরে থাকি,' বলল ছেলেটা। যদিও ওই বয়সের আর সব ছেলের মত আদর, ভালবাসা, হাত ধরা বা চুমো

খাওয়াকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে ও-ও—কিন্তু মেয়েটা ভয় পেতে পারে মনে করে এখন কাজটা করতে ওর আপত্তি নেই। আসলে কৃতজ্ঞ বোধ করছে মেয়েটির প্রতি।

ছেলেটার বড়সড় কর্কশ হাতটা ধরে অনেকখানি স্বস্তি বোধ করল ববি, আর ছেলেটা ওর নরম, মসৃণ হাতটা ধরে ভাবল, কই, যতটা খারাপ লাগবে মনে করেছিল ততটা তো লাগছে না।

নিকষ কালো অন্ধকারে হাত ধরাধরি করে বসে রইল ওরা। কথাবার্তাও জমে না এত আঁধারে। ধীরে ধীরে নীরবতা নেমে এল গুহায়। মাঝে মাঝে বলে উঠছে ছেলেটা—ঠিক আছ তো, ববি? কিংবা ববি বলছে—খুব বেশি লাগছে, জিম? তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার।

ঠাণ্ডাও পড়েছে খুব।

বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই পিটার ও ফিলিস বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গের বাইরে আলোতে।

'মনে হচ্ছিল টানেল বুঝি আর শেষ হবে না,' হাঁপ ছেড়ে বলল ফিলিস।

'লেগে থাকো,' দার্শনিক হয়ে উঠল পিটার, 'সব কিছুরই শেষ আছে, লেগে থাকলে পৌঁছে যাবে এক সময়।'

'আমি যতদিন বেঁচে আছি, জীবনে আর কোনদিন কোনও সুড়ঙ্গে ঢুকব না। বিশশো হাজার লাখ কোটি হাউন্ড থাকুক, আর যত খুশি পা ভাঙা লাল-জার্সি থাকুক ওর ভেতরে, আমি যাচ্ছি না।'

'গাধার মত কথা বোলো না,' খেঁকিয়ে উঠল পিটার, 'যেতে তোমাকে হবেই।'

'রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছি ওর ভেতর গিয়ে।'

'আরে দূর!' কথাটা উড়িয়ে দিল পিটার, 'নিজের সাহসে গেছ

নাকি তুমি, বাধ্য হয়ে গেছ আমাদের সঙ্গে, তাও একটা স্যান্ডউইচ ঘুষ দেয়ার পর। কিন্তু কাছাকাছি বাড়িঘর কোথায়? গাছের জ্বালায় কিছু দেখার উপায় আছে!'

'ওই যে, একটা ছাদ দেখা যায়,' আঙুল তুলে দেখাল ফিলিস।

'দূর! ওটা তো একটা সিগন্যাল বক্স। ডিউটিরত সিগন্যালম্যানের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ, তা জানো? কাজটা বে-আইনী।'

'বে-আইনী কাজ করতে আমার টানেলে ঢোকার চেয়ে কম ভয় লাগে,' বলেই ছুট লাগাল ফিলিস, 'এসো, দেখি সাহায্য পাওয়া যায় কি না।'

ওর পেছনে ছুটল পিটার।

বাইরের কড়া রোদে ঘেমে নেয়ে উঠল ওরা। সিগন্যাল বক্সের কাছে পৌছে মাথা উঁচু করে জানালার দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়ল, 'এই যে! কে আছেন?' কেউ কোন উত্তর দিল না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল ওরা, তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ভেতরে। একটা চেয়ার কাৎ হয়ে ঠেকে আছে পিছনের দেয়ালে, তাতে হেলান দিয়ে বসে হাঁ করে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সিগন্যালম্যান।

'ওঠেন, ওঠেন!' লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পিটার। ও জানে সিগন্যালম্যান যদি কাজের সময় ঘুমায়, তাহলে তার চাকরি চলে যায়। কারণ সিগন্যালম্যানের দোষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। লোকটা নড়েচড়ে না দেখে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল পিটার। ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে জেগে উঠল লোকটা। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মত চেঁচাল:

'বাজে কয়টা, হায় খোদা—কয়টা বাজে এখন?'

'বারোটা বেজে তেরো মিনিট,' বলল পিটার দেয়াল ঘড়ির

দিকে চেয়ে।

'সেরেছে!' ঘড়ির দিকে এক নজর চেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকটা সিগন্যাল লিভারের ওপর, টেনে এদিক নিল, ওদিক নিল; তারগুলো ঝন-ঝন শব্দ করল, টিং করে বেজে উঠল একটা ঘণ্টা। তারপর ঝপ্ করে বসল একটা চেয়ারে—চেহারা ফ্যাকাসে, কপালে ঘাম। পরিষ্কার দেখতে পেল পিটার ও ফিলিস, লোকটার মস্তবড় রোমশ হাতদুটো কাঁপছে থরথর করে। লম্বা করে শ্বাস টানল বার কয়েক, তারপর বলল, 'খোদাকে ধন্যবাদ, ঠিক সময় মত এসেছ তোমরা, নইলে যে কী হত!' কাঁধ জোড়া কাঁপছে লোকটার, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

'আহ্, কাঁদে না, কাঁদে না,' বলল ফিলিস, 'কোনও ক্ষতি তো হয়ে যায়নি, কাঁদে না।' বিশাল চওড়া কাঁধে থাবড়া দিয়ে লোকটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল সে। লোকটা থামে না দেখে অপর কাঁধে চাপড় শুরু করল পিটার। অনেকক্ষণ পর একটু সামলে নিল লোকটা, পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। ঠিক সেই সময়ে হুড়মুড় করে চলে গেল একটা ট্রেন।

'লজ্জা রাখার জায়গা নেই,' বলল লোকটা। 'ভেউ-ভেউ করছি বাচ্চা ছেলের মত!' হঠাৎ তেড়ে উঠল, 'আর তোমরা এখানে কি করছিলে? জানো না, এখানে ওঠা নিষেধ?'

'জানি,' বলল ফিলিস, 'আমরা জানি কাজটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঠিকই হয়েছে। আপনার তো উপকারই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'ওরে বাপরে বাপ! যদি তোমরা না আসতে...' থেমে একবার শিউরে উঠল লোকটা। 'ভয়ঙ্কর কথা—এই এভাবে ঘুমিয়ে পড়া। কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে...ওরেব্বাপ!...জানাজানি হলে, কোনও ক্ষতি হোক বা না হোক...'

'জানাজানি হবে না,' বলল পিটার, 'আমরা কাউকে জানাব না। কিন্তু এটাও ঠিক, ডিউটি ফেলে এভাবে ঘুমানো আপনার উচিত হয়নি—ভয়ানক বিপজ্জনক।'

'আমি জানি না মনে করেছ?' বলল লোকটা। 'কিন্তু উপায় ছিল না। কতটা বিপজ্জনক ভাল করেই জানা আছে আমার। কিন্তু ছুটি দিল না। এখানে দেবার মত লোক নেই ওদের হাতে। অথচ গত পাঁচ দিনে দশটা মিনিট ঘুমাতে পারিনি। আমার বাচ্চাটার অসুখ—নিউমোনিয়া। ওর ছোট্ট এক বোন আর আমি ছাড়া কেউ নেই যে দেখাশোনা করবে। মেয়েটা না ঘুমালে বাঁচবে না, তাই আমাকেই জাগতে হয় সারারাত, আবার দিন হলেই এই ডিউটি। তোমার কথা মানি, সত্যিই বিপজ্জনক; কিন্তু আমিই বা কি করব বলো? এবার গিয়ে আমার নামে নালিশ করে দাওগে, যাও।'

'আমরা কাউকে কিছু বলব না,' কথা দিল পিটার।

এসব কথায় ফিলিসের মন নেই, কাজের কথায় চলে এল চট করে। পা ভেঙে জ্ঞান হারিয়ে টানেলের মধ্যে পড়ে থাকা ছেলেটার কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল ও কোন সাহায্য করতে পারবে কি না।

'আমার তো মনে হয় না কোনও সাহায্য করতে পারব। এ-বাক্স থেকে বেরুবার উপায় নেই।'

'অন্তত এটুকু নিশ্চয়ই বলতে পারবেন,' পিটার বলল, 'কাছে-পিঠে কোথায় গেলে বাক্স-বন্দী হয়ে নেই এমন লোক পাওয়া যাবে।'

'ও-ও-ই যে, গাছের ওপর ধোঁয়া দেখা যায়,' আঙুল তুলল সিগন্যালম্যান, 'ওখানেই ব্রিগডেনের খামার। ওখানে গেলে সাহায্য পেতে পারো।'

'ঠিক আছে, চলি তাহলে,' বলেই ঘুরতে গেল পিটার।

'দাঁড়াও,' বলল লোকটা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেশ কয়েকটা

শিলিং আর পেনি বের করল, ওর থেকে দুটো শিলিং বেছে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল সামনে। 'এই যে, এই দুটো দেব যদি আজকের ঘটনার ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখো।'

কয়েক মুহূর্ত কাটল অস্বস্তিকর নীরবতায়। তারপর মুখ খুলল ফিলিস, 'তুমি দেখছি জঘন্য এক লোক!'

এক পা এগিয়ে লোকটার বাড়ানো হাতের নিচে জোরে একটা থাবড়া লাগাল পিটার, লাফিয়ে মেঝেতে পড়ে গড়াতে শুরু করল ওগুলো এঁকে-বেঁকে।

'যদি মুখ খুলি তাহলে তোমার এই কাজটার জন্যেই খুলব!' রাগে কাঁপছে পিটার, 'চলে এসো, ফিলিস!'

ঘুরেই হাঁটতে শুরু করল পিটার। কিন্তু ফিলিস একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গিয়ে লোকটার বাড়ানো হাতটা ধরল। 'পিটার না করলেও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। তোমার মাথার ঠিক নেই এখন, নইলে এই কাজটা করতে পারতে না। মা বলেছে আমাকে, ঘুম না হলে মানুষ পাগলের মত হয়ে যায়। আমি আশা করি, তোমার ছেলেটা শীঘ্রি সেরে উঠবে, আর...'

'কই, চলে এসো, ফিল!' ডাক দিল পিটার।

'...আর কথা দিচ্ছি, আজকের ব্যাপারটা আমরা কারও কাছে নালিশ করতে যাব না।' কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল ফিলিস।

হতভম্ব সিগন্যালম্যান ধরা গলায় বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ, খুকি! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ!'

সিগন্যাল বক্স থেকে নেমে ছুটল ওরা মাঠ পেরিয়ে খামার বাড়ির উদ্দেশে।

খামারের লোকজন নিয়ে পিটার আর ফিলিস যখন ফিরে এল তখন বেঘোরে ঘুমাচ্ছে ববি আর জিম। একটা স্ট্রেচার মত বানিয়ে এনেছে ফার্মের লোকেরা।

'কোথায় থাকে ছেলেটা?' জিমকে স্ট্রেচারে তুলে জিজ্ঞেস করল খামারের গোমস্তা।

'নরথাম্বারল্যান্ডে,' জবাব দিল ববি।

'মেইডব্রিজের স্কুলে পড়ি আমি,' বলল জিম। 'মনে হচ্ছে কোন ভাবে ওখানেই পৌঁছতে হবে আমাকে।'

'আমার ধারণা, আগে ডাক্তার দেখানো উচিত,' বলল গোমস্তা।

'আমাদের বাড়িতে নিয়ে চলেন,' বলল ববি, 'কাছেই আমাদের বাড়ি।'

'অচেনা এক পা-ভাঙা মানুষকে বাড়িতে নিয়ে গেলে তোমার মা রাগ করবেন না?'

'খুশি হবে। মা নিজেও তো একজন বিপদগ্রস্ত রাশান লেখককে আশ্রয় দিয়েছিল,' বলল ববি। 'আমি জানি, মা অখুশি হবে না।'

'বেশ তো, চলো তাহলে,' বলল গোমস্তা। 'তুমি তোমার মা'কে ভাল চিনবে। আমি তো, বাবা, আমার গিন্নীকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে বাসায় নিয়ে তুলতে সাহস পাব না—অথচ কর্তা বলা হয় আমাকেই।'

'তোমার মা সত্যিই কিছু মনে করবেন না?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জিম।

'না। সত্যিই খুশি হবেন।'

'তাহলে চলো, তিন-চিমনির দিকে রওনা হওয়া যাক?' বলল গোমস্তা।

'চলুন,' বলল পিটার।

'আর ইতোমধ্যে আমাদের একজন সাইকেলে করে গিয়ে ডাক্তারকে খবর দিক। ঠিক আছে, সবাই হুঁশিয়ার, আস্তে করে তোলো, সাবধানে! এক, দুই, তিন!'

মা তখন একজন ডাচেস, এক ভিলেন, একটা হারিয়ে যাওয়া উইল

আর এক গোপন রাস্তা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে; হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে ববি এসে ঢুকতেই কলম নামিয়ে রাখল।

'জলদি এসো, মা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ববি, 'নিচে চলো। সুড়ঙ্গের মধ্যে আমরা এক লাল-জার্সির হাউন্ডকে পেয়েছি। পা ভাঙা—ওরা বয়ে নিয়ে আসছে ওকে।'

'পশু ডাক্তারের কাছে নেয়া উচিত ছিল,' বলল মা ভুরু কুঁচকে, 'ঠ্যাং-খোঁড়া একটা কুকুরের যত্ন নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'সত্যি-সত্যিই কুকুর না, মা—একটা ছেলে, হাউন্ড সেজেছে!' হেসে ফেলল ববি।

'তাহলে তো ওকে বাড়ি পৌঁছে দেয়া দরকার, ওর মা'র কাছে।'

'ওর মা তো মরে গেছে,' বলল ববি, 'আর ওর বাবা থাকে নরথাম্বারল্যান্ডে। মা, মাগো, তুমি ওকে সেরে-না ওঠা পর্যন্ত থাকতে দেবে না? আমি ওকে বলেছি, তুমি বিরক্ত তো হবেই না, বরং খুশি হবে। তুমি তো সব সময় মানুষকে সাহায্য করতে চাও।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখের হাসি হাসল মা। ভাল লাগে, ছেলেমেয়েরা যদি বিশ্বাস করে তাদের মা সবাইকে প্রয়োজনের সময় আন্তরিক সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত। কিন্তু ওরা তো আর মা'র আর্থিক দুরবস্থার ব্যাপারটা অতখানি তলিয়ে দেখে না, তাই মাঝে মাঝে মহা লজ্জায় পড়ে যেতে হয়। 'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলল মা, 'আমাদের সাধ্য মত আমরা নিশ্চয়ই করব।'

জিমকে যখন আনা হলো, ওর ফ্যাকাসে চেহারা আর ব্যথায় নীল হয়ে-আসা ঠোঁট দেখে বড় মায়া হলো মা'র। 'তোমরা ওকে এখানে নিয়ে এসেছ বলে আমি খুশি হয়েছি। এসো, জিম, ডাক্তার পৌঁছানোর আগেই তোমার দরকার নরম একটা বিছানা। দেখি, কি করা যায়।'

মা'র চোখে মমতা দেখে, কিছুটা সাহস ফিরে পেল জিম। বলল, 'খুব ব্যথা লাগবে, তাই না? আমি যদি আবার জ্ঞান হারাই, আমাকে কি ভীতুর ডিম মনে করবেন? আসলে কিন্তু ভয়ে জ্ঞান হারাই না—ব্যথায়। আর আপনাদের এত ঝামেলায় ফেলতে আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'তুমি কিচ্ছু ভেবো না,' বলল মা, 'তুমিই কষ্টে আছ, আমরা নই। আমাদের জন্যে তোমার খারাপ লাগার দরকার নেই।' ঝুঁকে ছেলেটার কপালে চুমো দিল মা। 'তোমাকে এখানে পেয়ে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি, তাই না, ববি?'

'হ্যাঁ, মা,' ববির মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মা তার মান রেখেছে।

এগারো

মা আর লিখতে পারল না সারাদিন।

জিমকে বিছানায় আরাম করে শোয়াতে শোয়াতেই ডাক্তার এসে গেলেন। এসেই খুব ব্যথা দিলেন ওকে। মা জিমের একটা হাত ধরে থাকল—কিন্তু তাতে কি আর ব্যথা কমে?

ছেলেমেয়েরা নিচতলার বৈঠকখানায় বসে শুনতে পেল মেঝের সঙ্গে ডাক্তারের বুটের ঘর্ষণ, একবার সামনে যাচ্ছে, একবার পিছনে। একবার-দুবার গোঙানির শব্দ এল কানে।

'ওহ্, কী ভয়ানক!' বলল ববি, 'ডাক্তার যদি একটু তাড়াতাড়ি

করত! আহা, বেচারী জিম!'

'সত্যিই ভয়ানক,' বলল পিটার, 'কিন্তু আবার টানেও আমাকে। ডাক্তার সাহেব ওখানে থাকতে দিলে দেখতাম কি করে হাড় সেট করে। আমার মনে হয় কড়মড় করে ওঠে দুদিকের হাড়।'

'থামো তো!' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল দুই বোন।

'ফালতু!' নাক সিটকাল পিটার। 'এইটুকুতেই এরকম করছ, তাহলে রেডক্রসের নার্স হবে কি করে? একটু আগেই যে বোল-চাল মারছিলে, কড়মড় শব্দ শুনেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলে? যুদ্ধক্ষেত্রে এই শব্দ তো শুনতে হবেই, বোমায় মনে করো একটা হাত উড়ে গেছে কনুই পর্যন্ত, গলগল করে...'

'থামলে তুমি?' ধমকে উঠল ববি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখের রঙ, 'তুমি কি ভেবেছ তুমি ছাড়া আর কারও মজা লাগছে এসব কথায়?'

'আমারও না।' ঘোষণা দিল ফিলিস।

'ভীতু, কাপুরুষ!' তাচ্ছিল্য পিটারের কণ্ঠে।

'পুরুষ আমি নই, এটা ঠিক—কিন্তু ভীতু কক্ষনো না। আমি আর ফিলিস দুজনেই তোমার পা যখন আঁচড়া দিয়ে কেটেছিল, তখন জখম পরিষ্কার করার সময় মা'কে সাহায্য করেছি।'

'ঠিক। কাজেই আমি যদি প্রতিদিন আধঘণ্টাখানেক তোমাদেরকে ভাঙা-পা, কাটা-হাত আর গুলি বা ছুরি খেয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসার গল্প শোনাই তাহলে তোমাদের অনেক উপকার হবে, অভ্যস্ত হয়ে গেলে...'

ওপরে চেয়ার নড়ার শব্দ হলো।

'ওই শোনো,' চোখ বড় করে পিটার বলল, 'এটাই হচ্ছে হাড়ে হাড় ঘষা লাগার শব্দ!'

'এসব কথা না বললেই কি নয়?' ফিলিস বলল অনুনয়ের সুরে,

'ববির ভাল লাগছে না।'

কিন্তু মাথায় ভূত চেপেছে পিটারের, ওকে থামানো গেল না। 'ডাক্তাররা কি করে বলি, শোনো। পা-ভাঙা লোকটাকে আগে বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়, একজন চেপে ধরে মাথাটা, আরেকজন ভাঙা পা-টা। তারপর হেঁই-ওঁ বলে টান দিয়ে একটার ওপর আরেকটা বসিয়ে দেয় হাড় দুটো। তারপর কাপড় দিয়ে আচ্ছা করে পেঁচিয়ে···চলো, হাড় জোড়া লাগানো খেলি।'

'না, না!' ফিলিস মাথা নাড়ল।

কিন্তু ববি রাজি হয়ে গেল হঠাৎ। বলল, 'ঠিক আছে, চলো। আমি ডাক্তার, ফিল নার্স। আর তুমি পা-ভাঙা সোলজার।'

'আমি একছুটে স্প্লিন্ট আর ব্যান্ডেজ নিয়ে আসি,' বলল পিটার। 'তোমরা বেঞ্চটা রেডি করো।'

দৌড়ে গিয়ে তলকুঠুরি থেকে দুটো তক্তা আর একগাদা রশি নিয়ে এল পিটার। ফিলিস তখন খিক্‌খিক্ করে হাসছে।

'এইবার! এই যে রুগী,' বলে বেঞ্চের ওপর শুয়ে তীব্র ব্যথায় কাতরে উঠল পিটার।

'এই, আস্তে! অত জোরে না,' বলে রশি দিয়ে ওকে বাঁধতে শুরু করল ববি। ফিলিসকে বলল, 'তুমি পা-টা টেনে ধরো।'

'বাঁধন অত টাইট করছ কেন, উহ্!' বলল পিটার। 'পা-টা ভাঙবে না কি?'

'পা তো ভাঙাই,' বলে এক মনে রশি পেঁচিয়ে চলল ববি, বেঞ্চের সঙ্গে কষে বাঁধছে ওকে।

'হয়েছে, হয়েছে, আর না,' বলল পিটার। 'নড়ার শক্তি নেই। বাবারে! ওহ্, সাঙ্ঘাতিক ব্যথা পায়ে!' খুশি মনে গুঙিয়ে উঠল আবার।

'সত্যিই নড়ার শক্তি নেই তো?' কেমন অদ্ভুত সুরে জিজ্ঞেস করল ববি।

'সত্যি,' বলল পিটার। 'খালি পা-ভাঙার খেলা, না কি রক্তও পড়ছে ঝরঝরিয়ে?' পুলকিত কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'তোমার যেমন খুশি খেলতে থাকো,' বুকে হাত বেঁধে কঠোর গলায় বলল ববি। 'ফিল আর আমি চলে যাচ্ছি। রক্ত, জখম, হাত-পা ভাঙা, কড়কড়-মড়মড়—যদি কথা দাও এসব আর কোনদিন আমাদের সামনে বলবে না, তাহলে বাঁধন খুলব; আর নইলে থাকো শুয়ে। চলো, ফিল!'

'জানোয়ার! জানোয়ার কোথাকার!' মোচড়ামুচড়ি করে বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে। 'কথা দেব না, কোনও দিন কথা তো দেবই না; দাঁড়াও চ্যাঁচাচ্ছি, মা নেমে এলে বুঝবে ঠেলা!'

'চ্যাঁচাও, যত খুশি,' বলল ববি, 'আর মা এলে বোলো কেন তোমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। চলে এসো, ফিল। আর জেনে রাখো, জানোয়ার আমি না; বার বার নিষেধ করার পরেও যে ছেলে বোনেদের উত্যক্ত করে...'

'আরে ছোঃ!' মুখ ভেঙচাল পিটার, 'তাও যদি আইডিয়াটা নিজের হত, তাহলে ডাঁট দেখানোটা মানাত!'

পিছন ফিরে হাঁটা ধরল ববি আর ফিল। দরজার কাছেই দেখা হলো ডাক্তারের সঙ্গে। খুশিমনে হাত ঘষতে ঘষতে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি।

'কাজ শেষ। কপাল ভাল ছেলেটার। সিম্পল ফ্র্যাকচার, সুন্দরভাবে সেট হয়েছে, তাড়াতাড়িই সেরে উঠবে। তবে সাহসী ছেলে, একথা মানতেই হবে—আরে, ব্যাপারটা কি?'

বন্দী পিটারের ওপর চোখ পড়েছে ডাক্তারের। 'চোর-পুলিশ খেলছিলে বুঝি, অ্যাঁ?' কথাটা বলেই ডাক্তারের মনে হলো তা হতে পারে না। ওপরে একজনের পায়ের হাড় সেট করা হচ্ছে, এমন সময় ববি অন্তত চোর-পুলিশ খেলবে না। ভুরু জোড়া ওপর দিকে

উঠল তার, 'কি হয়েছে?'

'না, চোর-পুলিশ না। আমরা হাড় সেট করার খেলা খেলছিলাম। হাড় ভেঙেছে পিটারের, আমি ডাক্তার।'

'আর আমি নার্স,' গর্বের সঙ্গে বলল ফিলিস।

ভুরু কুঁচকে উঠল ডাক্তারের। 'এটা কি রকম নিষ্ঠুর খেলা? তোমাদের কি কল্পনাতেও আসেনি কি ঘটছে ওপরে? বেচারা ছেলেটা, কপালে ঘামের ফোঁটা, মুখ দিয়ে যেন চিৎকার না বেরোয় সেজন্যে কামড়ে ধরে আছে ঠোঁট, পা-টা সামান্য ছুঁলেই কী অসহ্য যন্ত্রণা—আর তোমরা··· তোমরা···'

'দেখলে এবার, তোমাকে বেঁধে রাখা ঠিকই হয়েছে,' বলে উঠল ফিলিস চোখ পাকিয়ে, 'তুমি কতখানি বাজে···'

'অ্যাই চুপ,' বলল ববি বোনকে। ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল, 'আসলে সত্যি সত্যিই আমরা কোন নিষ্ঠুর খেলা খেলছিলাম না।'

'আমি খেলছিলাম, মনে হয়,' বিরস কণ্ঠে বলল পিটার। 'ঠিক আছে, ববি, আমার অপরাধ ঢাকার ভঙ্গি করে তোমাকে আর মহৎ সাজতে হবে না। আমি রক্ত, জখম, হাড় ভাঙা এসব নিয়ে বলেই চলেছিলাম, থামছিলাম না কিছুতেই। আসলে ওদেরকে রেডক্রসের নার্স হিসেবে ট্রেনিং দেয়ার চেষ্টা করছিলাম।'

'আচ্ছা?' একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ডাক্তার।

'তারপর আমিই প্রস্তাব দিলাম, এসো, হাড় জোড়া দেযার খেলা খেলি। আমি জানতাম, ববি রাজি হবে না। ওকে চটাবার জন্যে অমন বাজে একটা খেলার কথা বলেছিলাম। কিন্তু ও রাজি হয়ে গেল দেখে আমাকে কাঠ আর দড়িদড়া আনতেই হলো। বাগে পেয়ে আমাকে বেঁধে রেখে চলে যাচ্ছিল। ওরা চালাকি করেছে আমার সঙ্গে, আমিও বোকার মত ফাঁদে পড়ে এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছি।'

শরীর মোচড়ামুচড়ি করে উপুড় হয়ে মুখ লুকাল পিটার।

'আমি ভাবতেও পারিনি আমরা ছাড়া আর কেউ তোমাকে দেখে ফেলবে,' বলল ববি। 'আপনি যে এই ঘরে ঢুকবেন আমি জানতাম না। রক্ত আর জখমের কথা শুনে গা গুলাচ্ছিল আর মাথা ঘুরছিল আমার। নিষেধ করার পরও ও বলেই চলেছিল। তাই ঠাট্টার ছলে বেঁধে রেখেছি ওকে। আমি এক্ষুণি খুলে দিচ্ছি, পিটার।'

'কোনদিন না খুলে দিলেও আমার কিছুই এসে যায় না,' বলল পিটার, 'আর এটা যদি তোমার ঠাট্টা হয়...' গলাটা ভেঙে গেল ওর অভিমানে।

'আমি হলে মা এসে পড়ার আগেই চট করে বাঁধন খুলিয়ে নিতাম,' বললেন ডাক্তার। 'এমন একটা সময়ে তাঁকে জ্বালাতন করতে নিশ্চয়ই চাও না তুমি?'

'কিন্তু জখমের কথা আর বলব না, এমন কোনও কথা আমি দিচ্ছি না,' ববি আর ফিলিস ব্যস্ত হাতে ওর বাঁধন খুলছে দেখে নিজের মান বাঁচাতে সচেষ্ট হলো পিটার।

'আমি সত্যিই দুঃখিত, পিট,' বেঞ্চির নিচের গিঁট খুলতে খুলতে পিটারের কানে কানে বলল ববি, 'কিন্তু তুমি যদি একটু বুঝতে কতটা খারাপ লাগছে আমার...'

'তাই আমার যাতে খারাপ লাগে, সেই ব্যবস্থা করেছিলে,' বলে গা ঝাড়া দিয়ে রশিটশি সব ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল পিটার।

'আমি এ-ঘরে ঢুকেছি,' বললেন ডাক্তার, 'তোমরা কেউ আমার সঙ্গে ডাক্তারখানায় যেতে পারবে কি না জানতে। এখুনি তোমাদের মায়ের কয়েকটা জিনিস দরকার। আমি পাঠিয়ে দিতে পারছি না, কারণ আমার লোকটাকে সার্কাস দেখার জন্যে ছুটি দিয়ে দিয়েছি আগেই। তুমি যাবে, পিটার?'

বোনেদের দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল পিটার।

গেট পর্যন্ত নীরবে গেল পিটার। তারপর মাঠ বেয়ে ওপরের রাস্তায় উঠতে উঠতে পিটার বলল, 'ব্যাগটা আমার হাতে দেন। বাহ্, বেশ ভারি তো! কি আছে এর ভেতর?'

'এই ছুরি, কাঁচি, আরও নানারকম ব্যথা দেয়ার যন্ত্রপাতি; ইথারের বোতল। ওকে ইথার দিতে হয়েছিল, এতই তীব্র ব্যথা পাচ্ছিল বেচারা।'

চুপ করে থাকল পিটার।

'ওই ছেলেটাকে কোথায় কিভাবে পেলে বলো দেখি খুলে,' বললেন ডাক্তার ফরেস্ট।

সব বলল পিটার। সব শুনে ডাক্তারও ওকে কয়েকটা উদ্ধারের কাহিনী শোনালেন। গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল পিটার। ডাক্তারখানায় পৌঁছে ডাক্তারের নিক্তি, মাইক্রোস্কোপ আর দাগ দেয়া মেযারিং গ্লাস কাছে থেকে নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ হলো। যেসব জিনিস নিয়ে পিটার ফিরে আসবে, সেগুলো গুছিয়ে ওর হাতে দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'তোমাকে দু-একটা কথা বলতে চাই, তুমি যদি কিছু মনে না করো।'

'এই শুরু হচ্ছে নসিহত,' ভাবল পিটার। এতক্ষণ যেন এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। 'সেরেছে!'

'কয়েকটা বৈজ্ঞানিক তথ্য,' বললেন ডাক্তার।

'বলুন,' ডাক্তারের পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করছে পিটার।

'তুমি তো জানোই, পুরুষকে নির্ভীকভাবে জাগতিক কাজকর্ম করতে হয়—তাই তাদের শক্তসমর্থ আর সাহসী হতে হয়। কিন্তু মেয়েদেরকে বাচ্চা মানুষ করতে হয়, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে হয়—ফলে তাদের হতে হয় নরম আর ধৈর্যশীলা।'

'হ্যাঁ,' বলল পিটার। ভাবল, এবার না জানি কি আসছে!

'আর একটা কথা—খোকা-খুকুরা আসলে ছোট-ছোট পুরুষ

আর মহিলা। আমরা মেয়েদের চেয়ে অনেক শক্ত, অনেক শক্তিশালী। ওরা যেটায় ব্যথা পায়, আমরা সেটাতে ব্যথা পাই না। তুমি নিশ্চয়ই জানো কোনও মেয়েকে মারতে হয় না…আঘাত করতে হয় না…'

'জানি।'

'আপন বোন হলেও না। কারণ, মেয়েরা আমাদের চেয়ে অনেক নরম আর দুর্বল; ওদের তাই হতে হয়—প্রাকৃতিক নিয়ম। ওরা যদি তা না হত তাহলে বাচ্চাদের খুব অসুবিধে হত। তুমি লক্ষ করলে দেখবে জন্তু-জানোয়াররাও এ-নিয়ম মেনে চলে—মেয়েদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, কখনও ওদের সঙ্গে ঝগড়া বা মারামারি করে না।'

'আমি জানি,' উৎসাহের সঙ্গে বলল পিটার, 'দুটো পুরুষ খরগোশ সুযোগ পেলে সারাদিন মারপিট করে, কিন্তু মেয়ে খরগোশকে কিচ্ছু বলে না।'

'না, বলে না। তুমি দেখো: হিংস্র, বন্য জন্তুরাও—সিংহ, হাতী—এরাও ওদের মহিলাদের সঙ্গে খুবই ভদ্র, সংযত ব্যবহার করে। আমাদেরও তাই করা উচিত।'

'হ্যাঁ।'

'ওদের মনও খুব নরম,' বলে চললেন ডাক্তার, 'যে কথা আমাদের আঁচড়ও কাটবে না, সেই একই কথা হয়তো ওদের অসম্ভব দুঃখ দেবে। কাজেই পুরুষ মানুষকে শুধু হাত-পা চালানোর ব্যাপারেই নয়, কথাবার্তায়ও খু-উ-ব সাবধান হতে হবে। মেয়েদের সাহসের কমতি নেই—এই ববির কথাই ধরো না, বেচারী আহত ছেলেটার জন্যে ওই অন্ধকার গুহার মধ্যে একা থাকতে ভয় পায়নি। অবাক ব্যাপার দেখো, মেয়েরা যতই নরমসরম হোক, যতই সহজে মনে কষ্ট পাক; প্রয়োজনের সময় দেখা যায় ওরা অসীম সাহসের

সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। আমি বেশ কয়েকজন দুর্দান্ত সাহসী মহিলা দেখেছি—তোমার মা তাঁদের একজন,' হঠাৎ থেমে গেলেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল পিটার।

'ব্যস, এইটুকুই বলতে চেয়েছিলাম, তুমি কিছু মনে করোনি তো আবার? কিন্তু না বললে সব কথা তো আর নিজে থেকে বোঝাও যায় না, তাই না? বুঝতে পেরেছ, আমি কি বলতে চেয়েছি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ও আবার। 'ওই ব্যাপারে আমি এখন সত্যিই দুঃখিত।'

'ভেরি গুড! এই তো সত্যিকার পুরুষ মানুষের মত কথা!' মাথা নেড়ে হাসলেন ডাক্তার। 'এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো সবার জেনে নেয়া উচিত। আচ্ছা, এসো তাহলে!'

আন্তরিকতার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল দুই পুরুষ। বাসায় যখন ফিরল পিটার, দেখল চোরা চাউনিতে ওর হাবভাব লক্ষ করছে দুই বোন।

'ঠিক আছে, যাও মিটমাট,' বলল পিটার, বাস্কেটটা রাখল টেবিলের ওপর। 'ড. ফরেস্ট আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ বিজ্ঞান-আলোচনা করলেন। না, তোমাদের ওসব বলে কোনও লাভ নেই, তোমরা বুঝবে না। মোট কথা, আমরা একমত হলাম যে তোমরা মেয়েরা হলে অসহায় নরম; দুর্বল, খরগোশের বাচ্চার মত ভীতুর ডিম; কাজেই তাদের সহ্য করে নেয়াই পুরুষমানুষের কর্তব্য। উনি আরও বললেন: তোমরা হলে মেয়ে-জানোয়ার। এটা কি মা'র কাছে আমি নিয়ে যাব, না তোমরা?'

'ছেলেরা কী তা আমার ভাল করেই জানা আছে!' ফাঁৎ করে জ্বলে উঠল ফিলিস। লাল হয়ে গেছে গাল। 'ওরা হচ্ছে জঘন্য,

নোংরা, নিষ্ঠুর...'

'ওরা দুর্দান্ত সাহসীও,' বলল ববি, 'মাঝে মাঝে।'

'ও, ওপরের ওই ছেলেটার কথা হচ্ছে? বুঝলাম। হ্যাঁ, ফিল, কি যেন বলছিলে—যাই বলো না কেন, আমার সহ্য করে নিতে হবে, কারণ তুমি অসহায়, দুর্বল, ভীতু, নরম...'

'চুল ধরে ঝুলে পড়লে দেখব কি করে সহ্য করো!' বলেই ঝাঁপ দিল ফিলিস দু'হাত সামনে বাড়িয়ে।

ওকে চট্ করে টেনে ধরল ববি। 'ও তো মিটমাটের প্রস্তাব দিয়েছেই, ভুলে গেছ?' বাস্কেটটা হাতে নিয়ে পিটার যখন ওপরে রওনা হলো, ফিস্‌ফিস্ করে বলল ববি, 'বুঝতে পারছ না, যতই বোলচাল মারুক, ও আসলে ওর ব্যবহারের জন্যে দুঃখিত—শুধু মুখে বলতে পারছে না সে-কথা। ঠিক আছে, আমরাই না হয় বললাম আমরা দুঃখিত।'

'কিন্তু ও আমাদের মেয়ে-জানোয়ার বলেছে, আর নরম, ভীতু...'

'আমরা যে ভীতু নই সেটাই প্রমাণ হবে আমরা আগে "দুঃখিত" বললে। আর আমরা মেয়ে-জানোয়ার হলে ওকেও তো পুরুষ-জানোয়ার হতে হয়।'

কাজেই পিটার যখন ছাতের দিকে নজর স্থির রেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, ববি বলল, 'তোমাকে ওভাবে বাঁধা আমাদের উচিত হয়নি, পিট, আমরা দুঃখিত।'

'আমি জানতাম, একসময় ভুলটা বুঝতে পারবে,' মাতব্বরি সুর ওর কণ্ঠে।

সহ্য করা মুশকিল, কিন্তু সামলে নিল ববি, বলল, 'হ্যাঁ, আমরা দুঃখিত। এবার দুই পক্ষের সম্মান বজায় রাখতে তুমি কিছু বলো।'

'আমি তো বলেইছি—মিটমাট, শোধবোধ, কেউ কিছু মনে

রাখব না।'

'ঠিক আছে, তাহলে মিটমাট হয়ে গেল,' ফিলিসের দিকে ফিরল ববি, 'এসো, আমরা চা বানাই; পিটার, তুমি টেবিল ক্লথটা বিছাবে?'

চা-নাস্তার পর কাপ ধুতে গিয়ে পাকাপোক্ত হলো মিটমাটটা। ফিলিস জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ডাক্তার সত্যি সত্যিই আমাদের মেয়ে-জানোয়ার বলেননি, তাই না?'

'বলেছেন,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল পিটার। 'তবে তিনি এ-ও বলেছেন যে আমরা পুরুষরাও বুনো জন্তুর মতই।'

'মা, আসি?' লেখার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল পিটার মাকে।

'এসো, বাবা,' বলল মা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে, 'কি হয়েছে?' আরও কয়েকটা শব্দ লেখার পর কলম নামিয়ে রেখে একটা কাগজ ভাঁজ করতে শুরু করল মা। 'জিমের দাদুর কাছে চিঠি লিখলাম। কাছেই থাকেন উনি, জানো বোধহয়।'

'হ্যাঁ। চায়ের টেবিলে বলেছ তুমি। এজন্যেই এলাম। তার কাছে কি চিঠি লিখতেই হবে, মা? যতদিন ভাল না হয়, কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে আমরা জিমকে রেখে দিতে পারি না? যখন সেরে উঠে গিয়ে হাজির হবে, তখন একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবে ওর আত্মীয় স্বজন, তাই না?'

'তা ঠিক,' হাসল মা, 'সত্যিই অবাক হবে হঠাৎ ও বাড়ি গিয়ে হাজির হলে।'

'কেন বলছি?' পিটার বলল, 'বোনেরা ঠিকই আছে, ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নেই। কিন্তু একটা ছেলে বেশ কিছুদিন বাড়িতে থাকলে ওর সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যেত।'

'হ্যাঁ,' বলল মা, 'তোমার কাছে একঘেয়ে লাগারই কথা, আমি

বুঝি। হয়তো আগামী বছর তোমাকে আবার স্কুলে ভর্তি করতে পারব—খুব মজা হবে তখন, তাই না?'

'হ্যাঁ। বন্ধু-বান্ধবদের কথা খুব মনে হয়,' স্বীকার করল পিটার; 'কিন্তু জিম যদি থেকে যেত, পা সেরে যাওয়ার পরও, তাহলে সবচেয়ে ভাল হত।'

'সত্যিই,' বলল মা। 'তবে, সেটা তো সম্ভব না। তুমি জানো, আমরা বড়লোক নই। ওকে এখানে রেখে চিকিৎসা করাবার মত টাকা আমার নেই। ওর একজন নার্স দরকার।'

'তুমি পারবে না, মা? তুমি যদি ওর শুশ্রূষা করো, তাহলে আর নার্সের কি দরকার? তুমি তো খুব ভাল নার্সিং জানো।'

'তোমার প্রশংসা খুব ভাল লাগল আমার; কিন্তু পিট, নার্সিং করতে গেলে আমি লিখতে পারব না—এইখানেই তো অসুবিধা। আর না লিখলে টাকা পাব কোথায়?'

'তাহলে তো ওর দাদুর কাছে চিঠি পাঠাতেই হচ্ছে তোমার, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওর স্কুলমাস্টারের কাছেও। আমি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, কিন্তু চিঠিও লেখা দরকার। তা নইলে ওঁরা খুবই উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন।'

'আচ্ছা, মা, ওর দাদু যদি নার্সের খরচ দেন, তাহলে কেমন হয়? দারুণ হয় না? আমার মনে হয় ওর দাদু খুব বড়লোক হবেন। বইয়ের দাদুরা সব সময় বড়লোক হয়।'

'এটা গল্পের বইয়ের দাদু না,' মৃদু হেসে বলল মা, 'আসল দাদু; কাজেই অত টাকা না-ও থাকতে পারে।'

'উফ্, আমরা সবাই যদি বইয়ের মানুষ হতাম, মা! আর তুমি যদি সে বইটা লিখতে! ইশ্‌শ্! যা খুশি তাই করতে পারতে তখন, তাই না? জিমের পা-টা এক্ষুণি সারিয়ে দিতে, কাল সকালে আমরা

ওকে নিয়ে খেলতে বেরোতাম, বাবাকে ফিরিয়ে আনতে পারতে খুব তাড়াতাড়ি, তারপর...'

'বাবাকে খুব মনে পড়ে, পিট?'

'খুব।' সংক্ষেপে উত্তর দিল পিটার।

দ্বিতীয় চিঠিটা খামে পুরে ঠিকানা লিখছে মা। নিচু গলায় বলল পিটার, 'শুধু বাবা বলেই না, দেখো তুমি, বাবা চলে যাওয়ায় এ-বাড়িতে আমি ছাড়া ব্যাটাছেলে আর কেউ নেই। এই জন্যেই এত বেশি করে চাইছি জিম এখানে থেকে যাক। তোমার ভাল লাগবে না, মা, আমাদের সবাইকে নিয়ে ওই বইটা লিখতে; আর, মা, বাবাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনতে?' বলতে বলতে চোখে পানি এসে গেল পিটারের।

একহাতে পিটারকে জড়িয়ে ধরল মা, অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকল, চুপচাপ। তারপর বলল, 'আমরা সবাই তো একটা বইয়ে আছিই, সোনামাণিক। ঈশ্বর লিখছেন সে-বইটা। আমি যদি লিখতাম, হয়তো ভুলভাল হত, কিন্তু ঈশ্বর জানেন কিভাবে গল্পটা শেষ করলে আমাদের সবার জন্যে সবচেয়ে ভাল হয়।'

'তুমি সত্যিই একথা বিশ্বাস করো, মা?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল পিটার।

'হ্যাঁ,' বলল মা, 'আমি বিশ্বাস করি—প্রায় সারাক্ষণ থাকে এই বিশ্বাস—শুধু যখন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়, তখন আর কিছুই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু যখন আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না, তখনও জানি এটাই সত্যি, চেষ্টা করি বিশ্বাস করতে। সব ঠিক হয়ে যাবে—এটা বিশ্বাস করতে কী যে চেষ্টা করি, পিটার, তুমি জানো না। এবার, সোনামাণিক, এক দৌড়ে গিয়ে এই চিঠি দুটো পোস্ট করে এসো, কেমন? আর আমরা কিছুতেই মন খারাপ করব না। সাহসে বুক বাঁধব। ঠিক আছে? আর আমার মনে হয় জিমকে

দু-তিন সপ্তাহের আগে এখান থেকে সরানো যাবে না—অন্তত ততদিনের জন্যে তো একজন বন্ধু পেলে!'

চিঠি পোস্ট করে আসার পর দুই বোনের সঙ্গে পিটার এতই মধুর ব্যবহার করল যে ববির মনে হলো বেচারা হয়তো কোনও অসুখে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু পরদিন সকালে যখন দেখল ফিলিসের চুল ওর অজান্তে চেয়ারের পেছনে গিঁঠ দিচ্ছে, তখন হাঁফ ছাড়ল—না, বদলে যায়নি, পিটার সেই পিটারই আছে।

সকালের নাস্তার পর পরই দরজায় টোকা পড়ল। ছেলে মেয়েরা তখন জিমের সম্মানে ব্যস্ত হাতে কয়েকটা পিতলের মোমদানি পরিষ্কার করছে।

'ডাক্তার এলেন বোধহয়,' বলল মা। 'আমি যাই। রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ রেখো—মানুষের সামনে যাওয়ার অবস্থায় নেই তোমরা।'

কিন্তু ডাক্তার না। গলার স্বর আর জুতোর ভারী শব্দ শুনে ওরা টের পেল সেটা। ওপরে উঠে গেল শব্দ। পায়ের শব্দ চিনল না, কিন্তু ওদের প্রত্যেকেরই মনে হলো গলার স্বরটা চেনা, কোথাও শুনেছে আগে।

বেশ অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। জুতো আর গলার আওয়াজ এখনও নেমে আসেনি নিচে।

'কে হতে পারে লোকটা?' নিজেদের এবং পরস্পরকে জিজ্ঞেস করল ওরা বার বার।

'হয়তো,' কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিল পিটার, 'ডাকাতে ধরেছিল ডাক্তার ফরেস্টকে, মারা গেছে মনে করে ফেলে রেখে গেছে রাস্তায়। উনি বহুকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে টেলিগ্রাম করে এই লোককে আনিয়েছেন তাঁর বদলে কাজ করবার জন্যে।'

'জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,' বলল

ফিলিস, 'অবস্থাটা এখন মানুষের হাতের বাইরে। তাঁর সেই সার্কাস দেখা লোকটা এসেছে মাকে এই দুঃসংবাদ জানাতে।'

'আরে, বুদ্ধু, মা ওকে নিয়ে জিমের বেডরুমে যাবে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল পিটার, 'এই শোনো—দরজা খুলে যাচ্ছে ওপরে। এখুনি নেমে আসবে ওরা। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে দেখি আমি।'

'আড়ি পাতা ঠিক না,' বলল ববি।

'এটাকে আড়ি পাতা বলে না, বুদ্ধু। আর সিঁড়ির ওপর কেউ কোন গোপন কথা বলে না। আমি শুধু দেখব লোকটা কে, ব্যস!'

'ববি!' সিঁড়ির ওপর থেকে মা'র গলার আওয়াজ ভেসে এল।

রান্নাঘরের দরজা খুলতেই দেখা গেল সিঁড়ির রেইলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে রয়েছে মা। বলল, 'জিমের দাদু এসেছেন। হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে এসো। উনি তোমাদের দেখতে চেয়েছেন।' শোবার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

'আয়-হায়!' পিটার বলল, 'এই সম্ভাবনার কথা তো মাথায় আসেনি! একটু গরম পানি দেবে, মিসেস ভিনি? তোমার হ্যাটের চেয়েও নোংরা হয়ে আছি।'

সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ভাল করে মোছারও সময় পেল না ওরা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল গলার ও বুটের শব্দ, ঢুকল ডাইনিংরুমে। জিমের দাদুকে দেখার আগ্রহে হাত-মুখ শুকাবার আগেই তিনজন গিয়ে ঢুকল খাবার ঘরে। মা বসে আছে জানালার ধারে, আর বাবার সেই চামড়া মোড়া আরাম কেদারায় বসে আছেন ওদের সেই প্রিয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

'আয়-হায়!' বলে উঠল পিটার।

'আমাদের সেই আপন লোক!' বলল ফিলিস।

'আরে! আপনি!' বলল ববি।

শিষ্টতার কথা বেমালুম ভুলে গেছে ওরা। হঠাৎ মনে পড়তেই

তিনজন একইসঙ্গে বলল, 'কেমন আছেন?'

'ইনিই জিমের দাদু, মি.—' নামটা বলল মা।

'দারুণ ব্যাপার,' বলল পিটার, 'একেবারে গল্পের বইয়ের মত, তাই না, মা?'

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে বলল মা, 'কখনও কখনও হয় এরকম, যেন গল্পের বই!'

'আপনিই যে ওর দাদু, জেনে খুব ভাল লাগছে আমার,' বলল ফিলিস, 'অন্য আর কেউ হলে এতটা লাগত না।'

'এক্ষুণি ওকে নিয়ে চলে যাবেন না তো আবার?' আশঙ্কা প্রকাশ পেল পিটারের কণ্ঠে।

'না, এখুনি না,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। 'তোমাদের মা দয়া করে ওকে আরও কদিন রাখতে রাজি হয়েছেন। আমি একজন নার্সকে পাঠাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি বললেন উনি নিজেই দেখাশোনা করবেন।'

'কিন্তু তাহলে মা'র লেখার কি হবে?' কেউ ঠেকাবার আগেই বলে ফেলল পিটার, 'মা না লিখলে তো ওর খাবার জোটাতে পারবে না।'

'না, না। কোনও অসুবিধে নেই,' চট্ করে বলল মা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক নরম দৃষ্টিতে চাইল মা'র দিকে।

'দেখা যাচ্ছে ওদের কাছে কিছুই লুকান না আপনি, সবই বলেন পূর্ণ আস্থার সঙ্গে।'

'তা বলি,' বলল মা।

'তাহলে আমিও ব্যাপারটা খুলে বলতে পারি,' বললেন তিনি। 'তোমাদের মা কিছুদিন লেখা বন্ধ রেখে আমার হাসপাতালের চীফ মেট্রন হতে রাজি হয়েছেন।'

'ও,' ভয় পেয়ে গেল ফিলিস, বলল, 'তাহলে কি আমাদের

এখান থেকেও, এই তিন-চিমনি, রেলওয়ে সব ছেড়ে আবার চলে যেতে হবে আর কোথাও?'

'না, না, লক্ষ্মীসোনা,' বলল মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে।

'হাসপাতালের নাম: তিন-চিমনি হাসপাতাল,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, 'আর আমার জিম হচ্ছে এর একমাত্র রোগী। তোমার মা চীফ মেট্রন, এ-ছাড়াও এই হাসপাতালের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা হবে একজন রাঁধুনী, আর একজন বাড়ির কাজের মেয়ে—যতদিন না জিম সেরে ওঠে।'

'তারপর থেকে আবার লিখতে থাকবে মা?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'সে দেখা যাবে,' বললেন বৃদ্ধ চট্ করে একবার ববির দিকে চেয়ে নিয়ে। 'হয়তো চমৎকার কিছু ঘটতে পারে, কে জানে, হয়তো লেখালিখির দরকারই পড়বে না আর।'

'লিখতে আমার ভাল লাগে,' বলল মা।

'আমি জানি,' বললেন বৃদ্ধ, 'আমি কোনও রকম বাগড়া দিচ্ছি বলে মনে করবেন না। কিন্তু ভবিতব্যের কথা কে বলতে পারে? চমৎকার, আশ্চর্য, সুন্দর ব্যাপারও তো ঘটে, ঘটে না? আমরা তো সেই আশাতেই জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটাই। আচ্ছা, ছেলেটাকে আবার দেখতে আসতে পারব তো?'

'নিশ্চয়ই,' বলল মা, 'আপনাকে কিভাবে ধন্যবাদ জানাব জানি না। ছেলেটার যত্ন নেয়ার সুযোগ পেয়ে খুব ভাল লাগছে। ওকে আমাদের সবার পছন্দ হয়েছে।'

'রাতে দুইবার জেগে গিয়ে আমি শুনেছি "মা, মা" বলে ডাকছে জিম,' বলল ফিলিস।

'আমাকে ডাকছিল না,' নিচু গলায় বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলল মা, 'সেজন্যেই ওকে কাছে রাখার খুব ইচ্ছে হয়েছিল।'

উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

'খুব ভাল লাগছে, মা,' বলল পিটার, 'ওকে যে রাখছ সেজন্যে।'

'তোমাদের মা এক আশ্চর্য মা,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, 'লক্ষ-কোটিতে একজন।'

'ঠিক বলেছেন,' সমর্থন করল ববি।

মা'র দু'হাত ধরে বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, মা! নিশ্চয়ই তিনি সব দেখছেন! আমার হ্যাটটা গেল কই? ববি, তুমি আমার সঙ্গে গেট পর্যন্ত আসবে?'

গেটের কাছে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, বললেন, 'তুমি খুব ভাল মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, ববি—আমি তোমার চিঠিটা পেয়েছি। কাগজে যখন খবরটা পড়েছিলাম, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে ব্যাপারটা বানোয়াট। যাকগে, যখন জানতে পারলাম যে তোমরা ওঁরই ছেলেমেয়ে, তখন থেকেই আমি খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছি। তোমাকে তো বলেছি, লন্ডনে আমার অনেক রাশান বন্ধু-বান্ধব আছে। আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। খুব বেশি দূর এগোতে পারিনি এখনও, তবে আমি খুব আশাবাদী। খুবই।'

'আপনাকে ধন্যবাদ,' কোনমতে বলল ববি।

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, আমি খুবই আশাবাদী। তবে এখনি কাউকে কিছু বোলো না। তোমার মাকে মিথ্যে আশা দেয়া ভয়ানক অন্যায় হবে।'

'মিথ্যে আশা নয়!' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল ববি; 'নিশ্চয়ই আপনি একটা কিছু করতে পারবেন। যখন আপনাকে চিঠি লিখছি, তখনই জানি আমি আপনি পারবেনই। এটা কি আসলেই মিথ্যে আশা?'

'না,' বললেন বৃদ্ধ, 'মিথ্যে আশা মনে হলে আমি তোমাকে বলতামই না। তবে তোমাকে বলা উচিত, যে বেশ কিছুটা আশার

আলো আমি দেখতে পেয়েছি।'

'আপনি কি মনে করেন এমন একটা কাজ আমার বাবার দ্বারা সম্ভব? আপনার কি ধারণা?'

'আমি জানি, সত্যি সত্যিই জানি, উনি এ-কাজ করেননি।'

কথাটা সত্যি হোক বা মিথ্যে, ববির ভেতর কেমন যেন একটা আলো জ্বলে উঠল। ওর চোখ-মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে আলো, যেন জাপানী লণ্ঠন।

বারো

বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেদিন জিমকে দেখতে এলেন তার পর থেকে তিন-চিমনির জীবন ধারা কেমন যেন পাল্টে গেল। একজন রাঁধুনী আর একজন কাজের মেয়ে এল, মিসেস ভিনির জন্যে আর তেমন কোন কাজ থাকল না—সে শুধু সপ্তাহে দু'দিন করে এসে ধোয়া-মোছা-কাপড় ইস্ত্রীর কাজ করে দিয়ে যায়। নতুন মেয়েরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করে। ওদের এখন আর চা-ও তৈরি করতে হয় না, কাপ-তশতরি-থালা-বাসন মাজা বা ঘর ঝাড়, দেয়া—সবই করে কাজের মেয়েরা, ওদের তিন ভাই বোনকে আর ঘরের কোনও কাজ করতে হয় না।

কিন্তু তাই বলে যে ওরা বেকার হয়ে গেল, তা নয়। মা'কে এখন আর সারাদিন লিখতে হয় না, বাড়ির টুকিটাকি নানান কাজ করতে হয় না; কাজেই ওদের পড়াবার সময় পাচ্ছেন এখন জিমের

সেবা-শুশ্রূষার পরেও। পড়তেই হয়। আর পড়াশোনা তো পড়াশোনাই—সারা দুনিয়ার সব ছেলেমেয়েদের কাছে একই রকম, সে মা-ই পড়াক, বা মাস্টার। এখন ওদের মনে হয়, আহা, আলু ছেলা বা চুলো ধরানো কত মজার কাজ ছিল!

এদিকে, সময় পেয়ে আবার ওদের সঙ্গে খেলতে পারছে মা, গল্প বলতে পারছে, নানান ছড়া তৈরি করে মাতিয়ে রাখছে সবাইকে। সবাই মানে, ওরা তিনজন আর জিম। ওদিকে জিম কিছুটা সেরে উঠতেই জমজমাট গল্পের আসর বসতে শুরু করেছে ওকে ঘিরে। ওর স্কুল-জীবন আর বন্ধু-বান্ধবের গল্প শোনায় জিম—পার্ নামে একটা ছেলেকে ও দুচোখে দেখতে পারে না, উইগ্স্বি মাইনর নামের একটা ছেলেকে রীতিমত শ্রদ্ধা করে, আরও আছে প্যালে পরিবারের তিন ছেলে, ছোটটাকে সবাই ডাকে প্যালে টার্ট্স্ বলে—ছোকরা খুবই মারকুট্রে, যুদ্ধবাজ। গভীর আনন্দের সঙ্গে হাঁ করে গেলে পিটার এসব গল্প, তাই দেখে আর সবাই হাসে মুখ টিপে। মা-ও হাসে, তবে শোনে সব।

দুদিন পরেই চম্কে গেল জিম ওর জন্যে লেখা একটা ছড়া পেয়ে। ওতে পার্, প্যালে টার্ট্স্, উইগ্স্বি মাইনর সবার চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। ছড়াটা মুখস্থ করে ফেলল জিম, তারপর পোস্ট করে দিল ওটা বন্ধু উইগ্স্বির ঠিকানায়। কদিন পরেই চিঠি এল উইগ্স্বি মাইনরের, তাতে ছড়াটির ভূয়সি প্রশংসা।

পিটারকে দাবা, ড্রাফট আর ডোমিনো খেলা শিখিয়ে নিয়েছে জিম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঁদ হয়ে থাকে ওরা ওই নিয়ে। জিমকে পেয়ে পিটারের দিন কাটছে হাওয়ায় ভেসে।

ক্রমে ওরা রেলওয়ে থেকে কেমন বিচ্ছিন্ন মত হয়ে পড়ছে দিন দিন। হঠাৎ একদিন ফিলিস বলল, 'আমাদের হারিয়ে রেলওয়ের কেমন লাগছে কে জানে। অনেকদিন যাই না আমরা ওদিকে।'

'সত্যি,' বলল ববি, 'নিজেকে কেমন অকৃতজ্ঞ মত লাগে। যখন আমাদের কেউ ছিল না, তখন কতই না ভালবেসেছি আমরা রেলওয়েকে।'

'পার্কস্ তো প্রায়ই আসছে জিমের খবর নিতে,' বলল পিটার। 'ওহ্-হো, ভাল কথা, ওই সিগন্যালম্যানের ছেলেটা সেরে উঠেছে। রাস্তায় দেখা হয়েছিল, বলল।'

'আমি লোকের কথা বলছি না,' মাথা নাড়ল ফিলিস, 'বলছি আমাদের প্রিয় রেলওয়ের কথা।'

'আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে,' ববি বলল, 'আমরা যে ন'টা পনেরোর মাধ্যমে বাবাকে আমাদের ভালবাসা পাঠাতাম, সেটা বন্ধ করে দিয়েছি।'

'এসো, আবার শুরু করি, আজ থেকেই।'

আবার নিয়মিত রুমাল নাড়তে শুরু করল ওরা। দেখা গেল, বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছাড়াও আরও কয়েকজন ওদেরকে হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে আজকাল। এলাকার অনেকেই চিনে ফেলেছে ওদের।

সেপ্টেম্বরের এক মঙ্গলবার। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে জিমের জন্যে ফুল সংগ্রহ করল ওরা। হঠাৎ পিটার বলল, 'জলদি করো, আজকের ন'টা পনেরো মিস হয়ে যাবে দেরি করলে।'

'এর চেয়ে বেশি তাড়াহুড়ো আমি করতে পারব না,' বলল ফিলিস। 'এই দেখো! আবার খুলে গেছে জুতোর ফিতে!' ঝপ্ করে বসে পড়ল ও ফিতে বাঁধতে।

'বিয়ের দিনও চার্চে যাওয়ার সময় ফিতে খুলে যাবে তোমার!' বকা দিল পিটার, 'আর যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ, ওটায় পা বেধে হুমড়ি খেয়ে চার্চের মেঝেতে পড়ে ওর নাক যাবে ভর্তা হয়ে। তুমি তখন আর ওকে বিয়ে করতে চাইবে না, ফলে আইবুড়ি হয়ে

থাকবে সারাজীবন।'

'আরে ন্যাহ্,' ফিতে বেঁধে উঠে দাঁড়াল ফিলিস, 'আইবুড়ি হয়ে থাকার চেয়ে ওই নাক ভাঙা বোঁচা লোককেই বিয়ে করব আমি।'

'নাক-বোঁচা এক লোককে বিয়ে করলে কেমন হবে…দূর!' নাক সিটকাল ববি, 'বিয়ের সময় কত ফুল থাকবে, অথচ একটারও গন্ধ পাবে না লোকটা! কি জঘন্য অবস্থা!'

'বিয়ের সময় ফুলের কথা ভাবা যাবে,' বলল পিটার, 'ওই দেখো, সিগন্যাল ডাউন হয়ে গেছে। দৌড় লাগাও!'

ছুটে গিয়ে বেড়ার ওপর উঠে দাঁড়াল ওরা, রুমাল বের করে নাড়তে শুরু করল। চেঁচিয়ে ববি সবুজ ড্রাগনকে বলল, 'বাবার কাছে আমাদের ভালবাসা পৌঁছে দিয়ো!'

'আর তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে ফিরে আসতে বোলো!' বলল ফিলিস।

আজও ফার্স্ট-ক্লাসের জানালা দিয়ে হাত নাড়লেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কিন্তু আজ যেন কেমন জোরে জোরে হাত নাড়ছেন। কী যেন বোঝাতে চাইছেন। আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করল ওরা—আজ প্রত্যেকটা জানালা থেকে রুমাল বা খবরের কাগজ ধরা হাত নাড়ছে অসংখ্য লোক। এমন তো কোনদিন হয় না! হুড়মুড় করে ঝড় তুলে চলে গেল ট্রেন।

'ব্যাপার কি?' বলল পিটার।

'সত্যিই। কী ব্যাপার?' বলল ববি।

'বুঝলাম না,' বলল ফিলিস। 'এত লোক হাত নাড়ল কেন?'

'আমিও বুঝলাম না, হয়তো বুড়ো ভদ্রলোক ট্রেনে ওঠার আগে সবাইকে অনুরোধ করেছেন যেন আমাদেরকে হাত দেখানো হয়। উনি জানেন যে হাত নেড়ে বিদায় জানাতে আমরা পছন্দ করি।'

আসলেও ঘটনাটা তাই ঘটেছে। নিজের শহরে অত্যন্ত পরিচিত

ও সম্মানিত ব্যক্তি তিনি, আজ একটু সকাল সকাল স্টেশনে এসে যারাই ন'টা পনেরোর টিকেট কেটেছে তাদের প্রত্যেককে ছোট্ট একটা অনুরোধ করেছেন। সবাই—কেউ বিস্ময়, কেউ আগ্রহ, কেউ সন্দেহ নিয়ে, কেউ বা খুশি মনে—রাজি হয়েছেন, এবং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাতের কাগজের বিশেষ একটা অংশ পড়েছেন। তারপর ট্রেনে উঠে তাঁরা অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদেরও জানিয়েছেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের অনুরোধ, এবং তাঁরাও যে-যার কাগজের সেই বিশেষ অংশ পাঠ করেছেন। ফলে নির্দিষ্ট জায়গায় বেড়ার ওপর তিনটি ছেলেমেয়েকে দেখে সবাই তাঁরা কেউ হাত, কেউ রুমাল, কেউ বা খবরের কাগজ নেড়েছেন পাগলের মত। বাচ্চাদের কাছে মনে হলো ওদের এতদিনের ভালবাসার জবাবে সাড়া দিল আজ গোটা সবুজ ড্রাগনটাই।

'সত্যিই বড় অসাধারণ ব্যাপার হলো আজ!' বলল পিটার।

'খুবই তাজ্জব কারবার,' বলল ফিলিস।

ববি জানতে চাইল, 'তোমরা লক্ষ করেছ, বুড়ো ভদ্রলোক আজ হাত নেড়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইছিলেন?'

'না তো!'

'আমার তাই মনে হয়েছে,' বলল ববি। 'হাতের কাগজ দেখিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করছিলেন।'

'কি বোঝাতে?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'আমি জানি না,' মাথাটা একটু কাত করে ভুরু কুঁচকে চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে বলল ববি। 'তবে কেন যেন মন বলছে আজ কিছু একটা ঘটবে।'

'মনে হয় ঘটছে,' হাসিমুখে বলল পিটার। 'ওই দেখো, ফিলিসের মোজা নেমে আসছে নিচের দিকে।'

সত্যিই তাই। রুমাল নাড়ার উত্তেজনায় কখন যে সাস্‌পেন্ডার

ছিঁড়ে গেছে, টের পায়নি ফিলিস। ববির রুমাল বেঁধে আপাতত পার পাওয়া গেল। সবাই ফিরে গেল বাড়িতে।

আজ আর পড়ায় মন নেই ববির। মাথাটা কেমন যেন হালকা লাগছে। সাধারণ একটা অঙ্ক—একশো চুয়াল্লিশ জন ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ের মধ্যে আটচল্লিশ পাউন্ড মাংস আর ছত্রিশ পাউন্ড রুটি সমান ভাগে ভাগ করে দিতে পারল না।

'শরীর খারাপ লাগছে, লক্ষ্মী?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মা।

'কি জানি, মা। কেমন যেন অন্যরকম লাগছে আজ সবকিছু, মন বসছে না কিছুতেই। মনে হচ্ছে একা-একা ঘুরে বেড়াতে পারলে ভাল লাগত। আজকে ছুটি দাও না, মা?'

'তা না হয় দিলাম, কিন্তু...'

স্লেটটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ববি। মাটিতে পড়ে স্লেটের একদিকে কিছুটা ফেটে গেল। ওটা তোলার চেষ্টা না করেই ছুটল ববি। মা ছুটল পিছু পিছু। ববি ততক্ষণে ছাতা ও বর্ষাতির গাদা হাতড়ে ওর বাগানে পরার টুপিটা খুঁজছে।

'কি হয়েছে, সোনা?' জিজ্ঞেস করল মা, 'অসুস্থ বোধ করছ?'

'ঠিক জানি না, মা,' মনে হলো হাঁপাচ্ছে ববি, 'কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই। বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করছে।'

'শুয়ে পড়ো না কেন?' ববির কপাল থেকে চুলের গোছা পিছনে ঠেলে দিল মা।

'বাগানেই ভাল লাগবে,' বলে বেরিয়ে গেল ববি। কিন্তু বাগানেও বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। হলিহক, অ্যাস্টার আর গোলাপগুলো বাতাসে দুলছে, আবছা ইঙ্গিত করছে, কি যেন ঘটবে আজ!

'যাই, স্টেশন থেকে ঘুরে আসি,' ভাবল ববি। 'পার্কসের কাছে জানা যাবে সিগন্যালম্যানের বাচ্চাটার খবর।'

কাজেই পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ববি। আশ্চর্য ব্যাপার, স্টেশনের পথে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সে-ই একগাল হেসে কথা বলছে ওর সঙ্গে। বয়স্করা আদর করছে, দোয়া করছে। কেন? সবাই এমন বদলে গেল কেন? মনে হচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে যেন ও।

স্টেশনমাস্টার ওকে দেখতে পেয়েই ছুটে বেরিয়ে এলেন তাঁর ছোট্ট অফিস কামরা থেকে। ওর হাত ধরে অনেকক্ষণ ঝাঁকালেন। কারণটা কি বোঝা গেল না। শুধু বললেন, 'এগারোটা চুয়ান্ন একটু লেট করছে আজ, এসে যাবে, এসে যাবে...' বলতে বলতে ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে।

পার্ক্স্‌কে দেখা গেল না কোথাও। প্ল্যাটফর্মে শুধু ববি আর স্টেশনের বিড়ালটা। অন্য কোনদিন ওকে মোটেও পাত্তা দেয় না, কিন্তু আজ বিড়ালটা এগিয়ে এসে, মৃদু গরগর আওয়াজ তুলে ওর মোজায় গা ঘষল, পিঠ বাঁকা করল, লেজ নাড়ল।

'তুমিও?' নিচু হয়ে ওটার পিঠে হাত বুলাল ববি। 'তুমিও এত ভাল ব্যবহার করছ আজ! কেন বলো তো?'

এগারোটা চুয়ান্নর সিগন্যাল পড়তেই কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এল পার্ক্স্‌, হাতে একটা দৈনিক পত্রিকা। ওকে দেখেই ছুটে এল কাছে, 'আরে! তুমি এখানে! এই ট্রেনেই বুঝি? ওহ্‌, ঈশ্বরের দয়া, খুকী, ঈশ্বরের দয়া! পেপারে দেখলাম। এত খুশি জীবনে হইনি। সত্যি!' বলেই ঝুঁকে চুমো খেল ববির গালে। 'তুমি আবার রাগ করলে না তো, মা?'

'কী যে বলো, পার্ক্স্‌ চাচা,' হাসিমুখে বলল ববি, 'তুমি আদর করেছ, রাগ করব কেন? তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু কি দেখেছ?'

'এই তো, এখানে। বলিনি তোমাকে...এই পেপারেই তো

দেখলাম।'

'কী দেখেছ পেপারে?' জিজ্ঞেস করল ববি, কিন্তু ততক্ষণে গড়গড়িয়ে এসে ঢুকল এগারোটা চুয়ান্ন। দৌড় দিল পার্ক্‌স্‌ নিজের কাজে।

প্ল্যাটফর্মে একা দাঁড়িয়ে থাকল ববি। বিড়ালটা একটা বেঞ্চের নিচে শুয়ে সস্নেহ সোনালী দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

ববি বুঝতে না পারলেও পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে ফেলেছ, কি ঘটতে চলেছে? ববি নাহয় স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ সবই।

তিনজন নামল এগারোটা চুয়ান্নর গাড়ি থেকে। প্রথমে নামল এক গ্রাম্য মহিলা দুই বাস্কেট ভর্তি মুরগির বাচ্চা নিয়ে। তারপর নামল স্থানীয় মুদির বউয়ের খালাত বোন মিস পেকিট, একটা টিনের বাক্স আর তিনটে বাদামী কাগজ মোড়া পার্সেল নিয়ে। তৃতীয় জন...

'আরে! বাবা! আমার বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল ববি। তীক্ষ্ণ ছুরির মত কথাটা বিঁধল গিয়ে আশেপাশের সবার হৃদয়ে। ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাল অনেকে। এবং দেখল লম্বা এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্ল্যাটফর্মে, আর ছোট্ট একটা মেয়ে চার হাত-পায়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। লোকটার দু'হাত চেপে ধরে আছে মেয়েটাকে বুকের সঙ্গে।

'কিছু একটা আজ ঘটবে আমি জানতাম, কিন্তু তুমি আসবে স্বপ্নেও ভাবিনি! ইশ্‌শ্‌ বাবা! আমার আব্বু! আমার আব্বু!' খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল ববি। বাবার একটা আঙুল ধরে নাচতে নাচতে চলেছে ববি।

'আমার চিঠি তাহলে পায়নি তোমার মা?' জিজ্ঞেস করল বাবা।

'কই, কোনও চিঠি তো আসেনি আজ! ওহ্‌, আব্বু! সত্যিই

তুমি ফিরে এসেছ, তাই না?'

হাতটা চেপে ধরল ওর হাত। তাতেই বুঝল ববি, যা ঘটছে সব সত্যি।

'তুমি আগে যাও, ববি,' বলল বাবা, 'তোমার মাকে বলো, সব ঠিক হয়ে গেছে। কাজটা যে করেছিল, তাকে ধরে ফেলেছে ওরা। কাজটা যে তোমার আব্বু করেনি, সেটা এতক্ষণে জেনে গেছে দুনিয়ার সবাই।'

'আমি জানতাম ও-কাজ তোমার পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল ববি। 'আমি, আমার মা, আর ওই বুড়ো ভদ্রলোক—আমরা কেউই বিশ্বাস করিনি যে এমন কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব।'

'হ্যাঁ,' বলল বাবা। 'ওই ভদ্রলোকই করেছেন যা করার। অনেক কষ্ট করেছেন উনি আমাদের জন্যে। উনিই লোক লাগিয়ে ধরেছেন বিশ্বাসঘাতককে। তোমার মা আগেই লিখেছিল এই ভদ্রলোক সম্পর্কে। তোমরা যে কত লক্ষ্মী হয়ে চলেছ এতদিন, তাও লিখেছে চিঠিতে।' থেমে দাঁড়াল বাবা, 'তুমি বরং আগে যাও, ববি। খবর দাও মাকে। আমি আসছি ধীরেসুস্থে।'

ছুটল ববি। বাবা যখন বাড়ির কাছে পৌঁছল, তখন মেলে ধরল দরজা। 'এসো, আব্বু! ভেতরে এসো!'

দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল বাবা। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ব্যস, এখান থেকেই আমাদের ফিরে আসা উচিত। তিন-চিমনির ভেতরে এখন আনন্দের বন্যা! ওদের আনন্দে আমরাও খুশি, কিন্তু আমাদের আর নাক গলানো ঠিক হবে না, কি বলো?

***

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করো। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারো।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যাও। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চাও দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করো। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবে। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে তোমার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখো।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবে। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবে না।

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবে। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৪-১-৯৯ বাস্তবে ওয়েস্টার্ন কাহিনীর পশ্চিম (প্রজাপতি) কাজি মাহবুব হোসেন
বিষয়: ১৮৫০-এর দিকে হাজার হাজার মানুষ পশ্চিমে গিয়েছিল ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই হয়েছে। নিজেদের মধ্যেও হয়েছে। বাস্তবে তারা কে কি করেছিল, এ-বইয়ে তারই সংক্ষিপ্ত সচিত্র বিবরণ দেয়া হয়েছে।।

২৪-১-৯৯ এখানেও ঝামেলা (প্রজা/তিন বন্ধু) রকিব হাসান
বিষয়: হঠাৎ করেই জাম্বুরার মত গোল মুখ, পেট মোটা এক পুলিশম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল জিনা আর রাফিয়ানের। ওদেরকে ধমক দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল এক সময়কার বিখ্যাত পুলিশ কনস্টেবল ফগর্যাম্পারকট ওরফে ঝামেলা। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে আবার লাগল টক্কর। যোগ দিল জিনা আর রাফিয়ান। ফগের কপাল নিতান্তই খারাপ, এই সময় হাজির হলো তারই ভাতিজা এবং এক নম্বরের শত্রু উইলিয়াম ববর্যাম্পারকট।

আরও আসছে

২৯-১-৯৯ রহস্যপত্রিকা ১৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি '৯৯
২৯-১-৯৯ কিশোরপত্রিকা ৮ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি '৯৯

কিশোর ক্লাসিক

ই. নেসবিট-এর

দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন

রূপান্তরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

দুই বোন, এক ভাই। বারো, আট ও দশ বছরের। শহরের সুন্দর একটা বাড়িতে মা-বাবার সঙ্গে মহানন্দে কাটছিল ওদের দিন। হঠাৎ একদিন দুজন লোক এসে ডেকে নিয়ে গেল বাবাকে।

কেউ বলেনা কোথায় গেল বাবা, কেন আসে না। দূরে এক গ্রামের বাড়িতে মা নিয়ে এল ওদের। বলল, এখন কিছুদিন ওদের গরীব-গরীব খেলা খেলতে হবে।

কিন্তু এমন বিরান এলাকাতেও বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল ওরা স্টেশনমাস্টার, পোর্টার আর এক রহস্যময় বৃদ্ধ প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে।

তবে ধাঁধাটা থেকেই গেল মনে। কী হল বাবার? আর কি কোনদিনই দেখা হবেনা তার সঙ্গে?

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০